In memory of my husband Late Krishna Dhon Chatterjee I offer this book to the Uttarpara Public Library.

Bina Debi.

চণ্ডীদাস-কাব্য।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা, এম. এ.

মূল্য—১৷০ পাঁচসিকা।
কাপড়ে বাঁধাই ১৷৷০ দেড় টাকা।

প্রকাশক,

শ্রীতারাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত

১৩২৫

সংস্কৃত প্রেস,

৫৪/২/১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার

শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা।

উৎসর্গ।

চণ্ডীদাস রজকীর বিচিত্র কাহিনী,
অপূর্ব্ব প্রেমের কথা—অমিয়-বাহিনী,
প্রথম তোমারি মুখে শুনেছিনু পিতঃ;
—যতনে সঞ্চিত তাহা রাখিয়াছে চিত।
বৈষ্ণবের ভক্তি গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে,
অশ্রান্ত অশ্রুর ধারা দেখেছি পড়িতে
প্লাবিয়া তোমার বক্ষ; মধুময়ী গীতি,
বৈষ্ণব কবির কথা উষাকালে নিতি
গেয়েছ উদার কণ্ঠে,—সেই সব স্মরি,
আনন্দে বেদনে আজি নিবেদন করি,
তোমার উদ্দেশে দেব, এই তুচ্ছ গাথা,
এই তুচ্ছ হার, শুষ্ক বনফুলে গাঁথা।
বাঙ্গালীর আদি কবি, বৈষ্ণব-প্রধান
চণ্ডীদাস, বিশ্বজনে করেছে প্রদান
রাধার হৃদয়-চিত্র যেই মহাজন,
তাহারি প্রাণের কথা দুটী সুগোপন
কহিয়াছি ভয়ে ভয়ে অনিপুণ ভাবে,
রামীর হৃদয়-সুধা-রস-পরকাশে
করেছি প্রয়াস ব্যর্থ,—নিত্য হতে আসি
সার্থক করিয়া যাও, করে ধরি হাসি,
এই ক্ষুদ্র কাব্য পিতঃ, স্নেহ-রসে ভাসি।

চণ্ডীদাস-কাব্য।

প্রথম সর্গ।

মন্দির।

বিরল-বসতি পল্লী তরু বল্লীময়;
অনিবিড় অরণ্যের চারু দৃশ্যচয়
চতুর্দ্দিকে; পূর্ব্ব-প্রান্তে প্রাচীন দেউল,
বন্য-লতিকার ঘন-গ্রন্থি সমাকুল।
অর্দ্ধ-ভগ্ন স্তম্ভ বাহি ফুল্ল কুঞ্জলতা
উঠেছে মন্দির-চূড়ে; চারু-শ্যামলতা
রক্ত-কুসুমের হারে উঠেছে বিকাশি;
মিলিয়াছে তা'র সনে স্নিগ্ধ-শুভ্র-হাসি
মুকুলিতা মাধবীর কুসুমসম্ভার।
অশোক কাঞ্চন আর কামিনীর সার
কুসুমিত চারিদিকে; শস্য-ক্ষেত্র দূরে
দিকে দিকে শোভিতেছে নব-ধান্যাঙ্কুরে,—

কাঁপিতেছে দুলিতেছে মাধবী-পল্লবে।
মন্দিরের অভ্যন্তরে বসি' কুশাসনে
ধ্যান-রত ব্রাহ্মণ-যুবক ; আঁখি দুটী
শান্ত-স্নিগ্ধ অপলক ; উঠিতেছে ফুটি'
কোমল ভক্তির আভা আরক্তিম মুখে।
চতুর্ভুজা দেবী-মূর্ত্তি আসীনা সম্মুখে,
শিব-বক্ষে বিরাজিত রক্ত-পদতল।
প্রতীচি-তপন-রশ্মি ভেদি পত্রদল
অশোকের কাঞ্চনের, গেছে ছড়াইয়া
মন্দির-অলিন্দে, যেথা স্থির দাঁড়াইয়া,
মঞ্জরিত-তরুলতা রাখি স্তম্ভ' পরে,
অপূর্ব্ব কিশোরী-মূর্ত্তি ! কম্র-ভঙ্গী-ভরে
ঈষৎ বাঁকায়ে গ্রীবা, প্রতি-অঙ্গে ভাসে
চম্পক-লাবণ্য-প্রভা, শুভ্র ছিন্ন-বাসে
পারে নাই লুকাইতে সুষমা-বিভাস।
অ-রঞ্জিত স্নানসিক্ত কৃষ্ণ-কেশপাশ
সম্মুখে কপোলে বক্ষে পড়েছে হেলায়,
পশ্চাতে নিতম্বে পৃষ্ঠে তরঙ্গ-খেলায়
অনুকরি মেঘছায়া-মগ্ন নদীজল।
ফুল্লকিশলয়সম দুটী করতল

প্রথম সর্গ

নব-স্ফুট বক্ষ-পটে করিয়া স্থাপন,
বিস্ফারিয়া কৃষ্ণ-তার আয়ত-লোচন,
আগ্রহে হেরিছে বালা দেবীর প্রতিমা;
কখনো ফিরায়ে আঁখি, প্রশান্ত-গরিমা
ব্রাহ্মণের মুখচ্ছবি করে নিরীক্ষণ।

বহুক্ষণে শেষ করি ধ্যান পূজার্চ্চন
উঠিল ব্রাহ্মণ;—"করহ প্রণাম বামী,
জননীরে; প্রহর অতীত; যাই আমি;
বহুবেলা হবে আজি ভোগ-সমাপনে",
বলিয়া চলিলা দ্বিজ; দেবীর চরণে
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি, তুলি নিল শিরে
পূজকের পদ-ধূলি, তা'র পরে ধীরে
অনুসরি ব্রাহ্মণেরে চলিলা কিশোরী।

অদূরে কুটীর এক, নবীন-মঞ্জরী
রসালের স্নিগ্ধচ্ছায়া তলে, নিরজন,
কাশ-তৃণে ছাওয়া, শ্যাম-লতার বন্ধন,—
পশ্চাতে কিশোরী, সেথা পশিল ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয় সর্গ।

স্মৃতি।

নব-বৈশাখের ঊষা সরস মধুর ;
সুষমার শেষ আভা বাসন্তী বঁধুর
আজিও নয়নে তার ; কুসুম-চয়নে
নিরত বিপ্রের মনে উজ্জ্বল বরণে
ভাসিছে একটী ছবি ; আষাঢ় প্রভাত,—
হইয়াছে ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি সারারাত ;
ঝরা কদমের ফুল, ভাঙ্গা ডাল-পালা
পড়েছিল চারিপাশে ; বন করি আলা
সেথায় আছিল বসি অনাথিনী বালা ;
ভেঙ্গে গেলে ঝড়ে বাসা শিশু পাখী যথা
নিরুপায় পড়ে' থাকে ; ছিন্ন বন-লতা
ধূলায় লুটায় যথা ; অভাগিনী হায় !
তেমনি আছিল বসি ; জিজ্ঞাসিলে তায়,
কোথা হ'তে আসিয়াছে, যাইবে কোথায়,

দ্বিতীয় সর্গ

কার মেয়ে, কিবা নাম, চায় বালা কা'রে,
কহিল না কিছু; শুধু নিঝরের ধারে
ঝরিল নয়নবারি; হাত ধরি আনি
বসাইয়া, দেখি চাহি রাঙ্গা মুখখানি,
বহু জিজ্ঞাসায় এই জানিল ব্রাহ্মণ—
কেহ তার নাই করে পালন-রক্ষণ,—
অসহায়া নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।
করুণা কোমল প্রাণ বিপ্র ত্বরা যেয়ে
ডাকিয়া আনিল গ্রামবাসী দশজনে
করিতে উপায় কোন; আজো পড়ে মনে;
বহুদিন হ'য়ে গেছে, তবুও নূতন
স্মৃতির নয়নে দৃশ্য; মিলি দশজন
আসিল মন্দিরে সব; চিনি কেহ কেহ
বালিকার দিল পরিচয়,—কোথা গেহ,
কা'র মেয়ে; সকলেই পারিল জানিতে,
বালিকার কেহ নাই এই ধরণীতে।
সকলেরি দয়া হ'ল; হায় অনাহারে
কত কষ্ট পাইয়াছে! আহা এ সংসারে
দাঁড়াবার স্থান নাই! নাহি পিতা-মাতা;
এমন সুন্দর মেয়ে এখন অনাথা।

আপনাব কেহ নাই! বৃদ্ধ গিরিধারী
বালিকাব দুঃখ হেরি ফেলি অশ্রুবারি
কহিল উচ্ছ্বাসে—"হায়! দুঃখে দুখিনীর
ব্যথিত, হইবে কেবা? কেবা আঁখি-নীব
মুছাইয়া দিবে? ভাই-বন্ধু কেহ নাই;
দ্বারে দ্বারে ঘুবি ঘুরি অভাগিনী তাই
বেড়াইছে পবমুখ চেয়ে, নিরবধি
কাঁদিয়া কাদিয়া; আচ্ছা, আমি বলি, যদি
রাখি মোরা ওরে এই মন্দিরে কবি,
বোধ করি বেশ হয়; এ আশ্রয় ধবি,
চিবকাল অকলঙ্ক চরিত্রের বলে,
জীবন-যৌবন মাব চরণের তলে
কুমারী জীবনে যদি কবি উৎসর্জ্জন
জীবন যাপিতে পারে, কেন অনুক্ষণ
সহিবে এ দুঃখ তবে? কেন পাপনীরে
দুর্গন্ধ পঙ্কের মাঝে ফুল্ল ফুলটীরে
অনুচ্ছিন্ন যৌবনেব ডালি দিবে বালা?
পুণ্যময় স্থান এই, নিতান্ত নিরালা;
বালিকা রহুক হেথা; অনাথিনী মেয়ে
বাঁচুক বাশুলী মার প্রসাদান্ন খেয়ে;

দ্বিতীয় সর্গ

অনাথায় অন্নদান বড় পুণ্য ; তবে
ওর হাতে সব কাজ সদা নাহি হবে ;
রজকের মেয়ে ওযে, এই অসুবিধা ;
শুধু এইটুকু ; কিন্তু বৃথা এই দ্বিধা ;
বাহিরের নিত্যকাজ আছে বহুবিধা,—
মার্জ্জন ধাবন আদি যত কিছু কাজ
বালিকা করিবে সব।" ব্রাহ্মণ-সমাজ
গ্রামবাসী সবে মিলি করি সমর্থন
সুসঙ্গত এ প্রস্তাব, সেবার কারণ
নিয়োজিল বালিকায়, আছে সব মনে ;
একে একে সব কথা পড়িছে স্মরণে,
চিত্রিতের মত আজ ;—চিত্ত-সুখকর
সুন্দর সে স্মৃতি গুলি সুমধুরতর
করিতেছে মধুর প্রভাত, মনোহর
কিরণের রেখা পাতে ;—ফুল তোলা হ'লে,
যুবক মন্দির পানে ধীরে গেল চলে'।

সেদিনের কথা সব জানে, কিন্তু আরো
ছিল কিছু জানিবার ; মনে প্রাণে কারো
সেদিন ছিলনা কিছু দয়া ছাড়া আর ;
সবাই ব্যথিত ছিল দুঃখে বালিকার,

দুটী অন্ন পাবে বালা বাশুলীর ঘরে,
স্থির হ'লে এই কথা, সবাই অন্তরে
লভিল সন্তোষ; কিন্তু শুধু নীলাম্বর
ভাবিল এ অনুচিত; মনে বারম্বাব
উঠিল একটী কথা—অপক্ক যুবক
নব-নিয়োজিত এই মন্দির-সেবক।
মন্দির-সেবিকা তায় এই রূপবতী!
একটু বিপদ আছে—মানবের মতি!—
ভাবি বিপ্র গৃহে গেল সকৌতুক অতি।
তার পরে একদিন—অস্ফুট আলোক
মন্দির অঙ্গনতলে; ব্রাহ্মণ-যুবক
একাকী বসিয়া আছে নব-তৃণাসনে,—
গাহিছে ভক্তির গীতি আপনার মনে।
'চণ্ডীদাস' বলি ডাকি আসি নীলাম্বর
দাঁড়া'ল পশ্চাতে; চণ্ডী উঠিয়া সত্বর
প্রণমিয়া শ্রদ্ধাভরে বিপ্রের চরণে,
বসাইয়া সমাদরে কুশের আসনে,
আদেশ প্রতীক্ষা করি ব্রাহ্মণের প্রতি
সম্ভ্রমে রহিল চাহি; গুরুস্বরে অতি
কহে নীলাম্বর—"বড় গুরুতর ভার

দ্বিতীয় সর্গ

আমরা দিয়াছি তুলি মস্তকে তোমার,
ভুলোনা সে কথা বৎস ! গ্রামের মঙ্গল,
সকল কল্যাণ অই চরণ-কমল
বিশালাক্ষী জননীর ; তার পূজারতি,
সেবার্চ্চনা, নিষ্ঠাচারী চির-শুদ্ধ-মতি
ব্রাহ্মণের কাজ ; তবু মোরা স্নেহবশে,
এ মন্দিরে এই পুণ্য দেবতা-নিবাসে
তোমারেই নিয়োজিনু ; এখনো বালক
তুমি, তাই ভয়, পাছে পুণ্যের আলোক
মন্দিরের, অপবিত্র হৃদয়-পরশে
নিভে যায় ; তাই বলি রজনী-দিবসে
বাশুলী-চরণ ভিন্ন চিন্তা কোন আর
হৃদয়ে দিওনা স্থান ; শুধু অনিবার
অনন্য-হৃদয়ে সেবা কর কালিকার।”
এইরূপে নীলাম্বর বহু উপদেশে
চণ্ডীদাসে বুঝাইয়া—কহে অবশেষে—
“অস্পৃশ্যা রজকবালা, মার কাজগুলি
নিজ হাতে কর’ বৎস, দেখ যেন ভুলি
পরশ কর’ না কভু রজকীর ছায়া,
বাশুলীর তরে তব প্রাণমন-কায়া।”

তৃতীয় সর্গ।

ছায়া।

অপরাহ্ন বেলা ; ধীরে খর রৌদ্রকর
চণ্ডী যেথা নিদ্রা যায় অলিন্দ উপর
আসিয়া পড়েছে সেথা ; উত্তাপ প্রখর
আষাঢ়ের বর্ষণান্তে আজি দাহকর।
ভাবি চিন্তি কত শত কত লাজে ভয়ে
শিয়রে বসিল রামী সঙ্কুচিত হ'য়ে
তালবৃন্ত হাতে ; বাহু-লতা লীলাভরে
ব্যজনিল বহুক্ষণ ; সর্ব্ব কলেবরে
বুলাইল স্নিগ্ধ বায়ু স্নেহের পরশ,
তপ্ত সিক্ত ক্লান্ত দেহ করিয়া সরস
শুকাইল স্বেদ বারি। স্বপনের দেশে
ঘুরি ফিরি বহুক্ষণ চণ্ডী অবশেষে
হেরিল নিদ্রার ঘোরে—অগাধ অপার
নীল-বারিময় এক মহা পারাবার,—
তার মাঝে চণ্ডীদাস করে সন্তরণ,

তৃতীয় সর্গ।

একাকী আশ্রয়-হীন, তরল মরণ
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে, যেন হেনকালে
স্বর্ণ-তরণী এক তরঙ্গের তালে
দুলিতে দুলিতে সেথা আসিল ভাসিয়া,
তার মাঝে কে রমণী ইঙ্গিতে হাসিয়া
কহিল—'ওঠ এ নায়ে,' করিল ধারণ
মগ্নের অবশ হস্ত ; ভাঙ্গিল স্বপন।
হেরিল নয়ন মেলি বামিনীর মুখ ;
করিছে ব্যজন বালা ; অকারণে বুক
চণ্ডীর উঠিল কাঁপি, সেই যে রমণী
স্বপ্ন দৃষ্টা—সেই মুখ যেন সে এমনি,
চণ্ডীর হইল মনে ; শিহরি যুবক
চাহিল বামীর পানে ; বিজলী চমক,
শুভ্র-মেঘস্তরে যেন, ঝলসিল চিতে।
তালবৃন্ত ফেলি বামী চাহি চারি ভিতে
ঈষৎ আরক্ত মুখে উঠি গেল চলি।
চণ্ডীর সমস্ত হৃদি উঠিল উথলি
চিন্তার তরঙ্গ তুলি, কোথায় গোপনে,
অন্তরের কোন স্তরে নিভৃতে কেমনে
পড়েছে কিসের রেখা—কোন স্বপ্ন-ছায়া?

—কিসের কোমল স্পর্শ—আলোকের মায়া।
উঠিয়া বসিল চণ্ডী ;—চাঞ্চল্য এ বুঝি—
স্বপন-বিভ্রমে মিথ্যা দুর্ব্বলতা। বুজি
চক্ষু পুন ধ্যান করি বাশুলী-চরণ—
গেল উঠি, ভাবি—শুধু স্বপ্নের কারণ
একি রে বিক্ষোভ আজি ! বড় লজ্জা ছি ! ছি !
কিসের খেয়ালে আজি মুগ্ধ হইয়াছি ?—
এযে শুধু নিদ্রাঘোরে ভ্রান্তি মিছামিছি।

সে দিন সে নিরজন আষাঢ়-সন্ধ্যায়,
মল্লিকা মালতী আর রজনী-গন্ধায়
ভরিয়া ফেলিল সাজি রামী ফুল্ল মনে।
প্রাণের সমস্ত ভক্তি কালিকা-চরণে
ঢালি চণ্ডী সেই ফুলে করিল অর্চ্চনা,
গুঞ্জরি গুঞ্জরি মনে দেবীর বন্দনা।
তারপরে মহোৎসাহে আরতি ব্যাপার.
স্নিগ্ধ গন্ধ ধূপ-ধূনা-ধূম মেঘাকার
আঁধারিল প্রতিমায় ; মনোমলিনিমা
মুছে গেল, চণ্ডীদাস কালীর মহিমা
কোমল ললিত কণ্ঠে অদ্ধরাত্রি ধরি
গাহিল, বহিল ভক্তি-ধারা প্রাণ ভরি।

চতুর্থ সর্গ।

সুখ-দুঃখ

ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তূপ আকাশের গায়
পড়িছে ছড়া'য়ে ক্রমে, মত্ত ঝঞ্ঝাবায়
কদম্ব তরুর সনে করি মল্লরণ,
ছিঁড়ি শত আম-পত্র-শাখা বহুক্ষণ
গেল চলি গ্রামান্তরে, মৃদু-মন্দ-গতি
ভাদ্রের বর্ষণ ক্রমে ঘনতর অতি;
ঝর্-ঝর্ তর-তর্ ছন্দ অনিবার
ডুবাইল বনে বনে ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
সুনিবিড় মসীময় নিকষ-আঁধারে
আবৃত ধরণী-তল, আজি চারিধারে
কিসের বিষাদ-গাথা উঠিতেছে জাগি।
নীরব নিঝুম নিশা; কি জানি কি লাগি
এখনো বসিয়া নারী আপন কুটীরে।
কোণে ক্ষীণ দীপ-শিখা নিভে যায় ধীরে।
কেন অকারণে আজি শত স্মৃতি-গাথা

জাগিছে রামীর মনে? অতীতের ব্যথা
আজিকে নূতন হ'য়ে উঠিতেছে প্রাণে?
শৈশব-কাহিনী সব কেন আজি আনে
অশান্তি অতৃপ্তি হৃদে? বড় মধুময়
তবু সে দুঃখের স্মৃতি; যেন মনে হয়,
সেই দুঃখ গুলি কোন অমৃত-সরসে
ডুবি প্রীতি-স্নিগ্ধ-রূপে আসিছে মানসে।
তাই রামী সেই মৃত অতীত জীবন
তুলিছে জীবন্ত করি; করিছে যাপন
আনন্দের দিন গুলি কত দুঃখময়;
কল্পনা-আলোকে আজি সব মনে হয়
সুখ-স্বপ্ন বলি, উঠি জননীর কোলে
প্রতিমা দেখিতে গেলে, 'ওমা রমা' বলে'
আদরে ডাকিয়াছিল মাসী একদিন।
বিদ্যুৎ মেঘের ডাক, বরষা নবীন,—
সেই জননীর বুকে লুকাইয়া ভয়ে
কি আনন্দ হাসি! ছোট ভাইটীরে লয়ে'
মারামারি কাড়াকাড়ি হর্ষ-কলরব,
কি দুঃখ-পাথারে হায় ডুবাইয়া সব
জননী চলিয়া গেল; কেঁদেছিল বুঝি—

চতুর্থ সর্গ।

পায় নাই দেখা আর কত খুঁজি খুঁজি।
পিতার আদরে স্নেহে দুটী ভাই বোন
কাটাইল কতদিন ; দুরন্ত শমন
অকস্মাৎ ভাইটীরে নিয়ে গেল হরি’ ,
কতই কাঁদিল বালা গড়াগড়ি করি।
বুকে বুকে কোলে কোলে জননীর মত,
মাতৃহীনা বালিকার রাখি অবিরত
পালিতে লাগিল পিতা রামীরে তখন।
স্নেহস্বরে ‘মা মা’ বলি পিতা অনুক্ষণ
ডাকিত তাহারে ; হাসিয়া কহিত রামী
‘আমি কি গো মা তোমার ? মা কি বাবা আমি ?’
চুমিয়া রামীর মুখ কহিত জনক
‘হ্যাঁমা তুমি মা আমার’ ,—আনন্দ আলোক
পিতার সে দীন-চক্ষে ফুটিত সহসা।
এইরূপে কত গ্রীষ্ম, কত না বরষা
গেল বহি ; বড় হ’য়ে উঠিল বালিকা ;
প্রতিবাসী হেরি তারে ক্রমে বয়োধিকা
কহিল কত কি কথা ; পিতা শুধু কাঁদি
চাহিত রামীর মুখে ; বাহু পাশে বাঁধি
ব্যাকুল পিতার কণ্ঠ, মুছি অশ্রুজল,

জুড়া'ত সে তপ্ত হিয়া—স্নেহ-সুকোমল।
তারপরে পিতার সেই জ্বরের বিকার ;
অমাবস্যা-অন্ধকার এল বালিকার
আঁধার নয়নে নামি, সব দুঃখ শেষে
পিতা ও চলিল কোন সুদূরের দেশে,
একাকিনী অভাগিনী বালিকায় রাখি।
ভাষা-হীন দুঃখরাশি, অশ্রুহীন আঁখি,
কাঁদিতেও বালিকার ছিল না শকতি।
কে দিবে আশ্রয় হায়! কোথা আছে গতি ?
ভাসিতে ভাসিতে বালা অকূল পাথারে।
নিরাশা-নিবিড় সেই গভীর আঁধারে,
দয়াময়ী বাশুলীর চরণের ছায়
লভিল আশ্রয় শেষে ; প্রণমিয়া মায়
নিবেদিল অন্তরের অন্তহীন দুখ —
সান্ত্বনার সুধারসে পূর্ণ হ'ল বুক।
স্নিগ্ধ শান্ত আনন্দের কোমল কিরণ
ফুটিল হৃদয় তলে ; রবি বিকীরণ
অমিয়-মধুর জ্যোতি সুবর্ণ-বরণ ;
উদিল আনন্দময় প্রভাত-তপন
ফুল্ল নব জীবনের মুকুলিত বনে।

চতুর্থ সর্গ।

এত সুখময় স্থান! রামীর জীবনে
এবে স্বর্গ-ভূমি! এত সুন্দর শ্যামল!
বিকশিত কত লতা—কত ফুলদল;
সারি সারি তরুরাজি, ঘন পত্রচয়,
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুশীতল; দিবানিশি বয়
মৃদু-মন্দ সমীরণ; ঝরি পড়ে গায়
দুটী ফুল—দুটী পাতা; বসিয়া সেথায়
স্বপন রচনা করা খেয়ালের বশে—
কত সুখ! যবে প্রাণে অগোচরে পশে
দয়েলের শালিকের সুললিত গীতি।
তারপরে ভোর বেলা উঠি নিতি নিতি
ফুল তোলা সাজি ভরি কি আনন্দে মাতি!—
কাঞ্চন কামিনী কত, যুঁই যূথী জাতী,
পঞ্চমুখী-রক্তজবা, কনক-ধুতুরা!
নহে আর রামী সেই চির-দুঃখাতুরা;
এবে সে সৌভাগ্যবতী! দেবীর পূজক
নিষ্ঠাবান্ ভক্তিময় ব্রাহ্মণ-যুবক
স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধস্বরে বালিকার সনে
ডাকি যবে কথা কয়, নয়নের কোণে
দেখা দেয় বালিকার একবিন্দু জল

ভক্তি কৃতজ্ঞতা ভরে; হৃদয় তরল
সহসা আকুলি উঠে;—সে যে তুচ্ছ দাসী!
অবহেলা কটুভাষা গালি দিবা নিশি,
এই শুধু দাবী তার সংসারের কাছে;
স্নেহ মায়া কারো মনে তার তরে আছে,
বালা ত ভাবে না কভু; প্রীতিস্নিগ্ধ প্রাণ
চণ্ডীদাস তাই যবে শান্ত দু'নয়ান
স্থাপিয়া রামীর নত আননের পরে,
কখনো কিছুর লাগি কোন প্রশ্ন করে,
কোন কথা নাহি ফোটে বালিকার মুখে,
দুটী চক্ষু আর্দ্র হয় শুধু সুখে দুখে।
এমনি কাটিছে দিন; বাহিরে প্রকৃতি
হাসিময়ী রূপময়ী; ফুলে ফুলে প্রীতি;
বাতাসে সৌরভ ভাসে আকাশে কিরণ;
অন্তরে আনন্দ নব; হর্ষ রসায়ন
প্রীতির পরশ-রসে; সদা ভক্তি-রতি
কুমারী-হৃদয়ে মাতা বাশুলীর প্রতি।
দিনে দিনে তাই বালা সরস সৌরভে,
বিকশিত যৌবনের নবীন গৌরবে,
উঠিতে লাগিল ফুটি; কিশোরী-কলিকা

চতুর্থ সর্গ।

কুসুম-যুবতী এবে ; আবেশ-তুলিকা
ভাবে-ভঁবা আঁখি-কোণে গেল বুলাইয়া
কোন রসের দেবতা ; সঙ্কুচিত হিয়া
গোলাপ-কানন সম সহস্র কুসুমে,
রক্তিম-লাবণ্য-রাগে, বিকচ-সুষমে,
পূর্ণ-প্রীতি-পরিমলে, উচ্ছ্বাস-রভসে,
বিকশি উঠিল ধীরে বসন্ত-পরশে।
কামনা-মধুপ করে মৃদু গুঞ্জরণ—
পরাণের কানে কানে ; করে সঞ্চরণ
ভাবের আবেগ-বায়ু আকুলি অন্তরে ;
কলহংসী সম চিত্ত সতত সন্তরে
কল্পনার মানস-সরসে ; মানসের
স্বপন-সুষমা, পুলকের হরষের
সোহাগ-হিল্লোল, উলসি তরঙ্গি উঠে
দেহের শোভায় ; প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ফুটে
মাধুর্য্যের বিভা, তীব্র রক্ত সুরাসম ;
আননে নয়নে ভালে, চারু নিরুপম
কপোল-যুগলে, ফুল্ল প্রস্ফুট উরসে,
পলাস-পল্লব-নিভ অধরের রসে,
সুললিত ভুজ-ক্ষেপে, সলীল গমনে,

ভাঙ্গিয়া লুটিয়া পড়ে যেন ক্ষণে ক্ষণে
অতুল রূপের রাশি—তরঙ্গ লীলায়
তুলে সে সরসী-বারি অমৃত-নিলয়।
আপনাতে আপনি বিভোর, পরিতৃপ্ত
আপনারে লয়ে যেন; বাসনা প্রদীপ্ত
কভু যেন তোলে না আকুলি, মনে হয়
চাহিলে নয়ন পানে; যেন সে হৃদয়
করে ভোগ আপনারে আপনি নিয়ত;—
পর-রস-আশে যেন স্বতই বিরত।
প্রেমের আস্পদ শুধু বিশালাক্ষী দেবী;
বড় শান্তি ও রাতুল পদযুগ সেবি।
আর চণ্ডীপাশে রামী ভক্তি-অবনত;
সে ভক্তি আনন্দ আনে হৃদয়ে সতত;—
শুধু এই; এটুকুও দিত না কাহারে
কখনো কুমারী; কিন্তু না বলিয়া তারে
চণ্ডীর ও দেব-প্রভা, উদার নয়ন,
চিত্ত পূত-প্রীতিময়, পবিত্র জীবন,
করিয়াছে অধিকার শুধু অই টুক;
স্বাধীন রামীর আজো সব সুখ-দুখ।

পঞ্চম সর্গ।

গণপতি।

একস্থানে ফুটে ফুল, গন্ধ চারিদিক্
বাতাসে ছড়ায়ে যায়; কেহবা পথিক
ক্ষণেক থামিয়া শুধু ঘ্রাণ লয়ে' যায়;
কেহ খোঁজে কোন্ ফুল ফুটেছে কোথায়,-
বারেক দেখিতে ইচ্ছা; কেহ ছিঁড়ি তারে
আপনার গৃহে নিয়া চায় ভুঞ্জিবারে।
বাশুলীমন্দিরে যেই রূপের প্রসূন
গৌরবে ফুটিয়া আছে, তার রূপগুণ
কানে শুনি তৃপ্ত কেহ; কেহ দেখিয়াছে
একবার—দুইবার; কারো আশা আছে
আরো দেখিবার।

এক নবীন পণ্ডিত,
গণপতি নাম নানা বিদ্যায় মণ্ডিত,
বাসন্তী-উৎসব দিনে বাসন্তী-রূপিণী
রামীরে দেখিয়াছিল—রূপসী কামিনী;

কুসুম-সুষমা তার কুসুমের বাণে
পণ্ডিতের রূপ-মুগ্ধ বিচঞ্চল প্রাণে
করেছিল দারুণ আঘাত ; সেই হ'তে
আনা গোনা করে বিপ্র মন্দিরের পথে।
কিন্তু দেখে চণ্ডীদাস স্থানান্তরে কভু
যায় না তো গৃহ ছাড়ি ; আশে পাশে তবু
গতায়াত নিতি নিতি ; পুষ্পবাণ-বিষ
মিশি ঈর্ষা-হলাহলে দহে অহর্নিশ
পণ্ডিতের মন ; ভাবে, মূর্খ চণ্ডীদাস
বড় পুণ্যবান্ ; চির অনুগত দাস
তাহাদেরি ভৃত্য সে যে! কিন্তু কি উপায়

একদিন বাহিরিয়া চণ্ডী চলে যায় ;
গণপতি দূর হ'তে হেরি হরষিত।
তখনো শারদ-সন্ধ্যা হয়নি অতীত ;
একাকিনী বসি রামী ঘন-তৃণাসনে
শেফালীর বৃন্তগুলি আপনার মনে
ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল ; ধীরে গণপতি
পশ্চাতে দাঁড়াল আসি মৃদু-মন্দ-গতি।
শুভ্র উপবীত আর রক্ত উত্তরীয় ;
শিখাগ্রে তুলসী ; বপু পুষ্ট কমনীয় ;

পঞ্চম সর্গ।

ব্রাহ্মণ দেখিল চাহি কান্তি আপনার
মধুর হাসিয়া ; নাড়ি শিখা একবার
রুক্ষ কণ্ঠ সাধ্যমত করি মৃদুতর
কহিল ব্রাহ্মণ—" রামী, এখানে কি কর ?"
চমকি চাহিল রামী ; চিনিল ব্রাহ্মণে ;
কুঞ্চিত হইল ওষ্ঠ ; কুণ্ঠিত বচনে,
নয়নে ভ্রুকুটী সনে কহিল 'কিছু না' ;
" কেন রামী আজি এত বিষণ্ণ-আননা ?"
এত বলি গণপতি যুবতীর পাশে
পড়িল বসিয়া ; রামী সুসংযত-বাসে
ত্বরিতে তীরের মত উঠি যায় চলি।
" উঠিলে যে ওকি !—শোন, শোন রামী," বলি
ছুটিয়া ধরিল বিপ্র রামীর বসন।
দাহ্য-বস্তুযোগে যথা শান্ত হুতাশন
মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠে দীপ্তশিখা তুলি,
অবমৃষ্ট ফণী যথা দৃপ্ত ফণা খুলি
আক্রোশে ফুঁসিয়া আসে দংশিতে, তেমনি
মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্-বেগে কুপিতা রমণী
ছাড়ায়ে অঞ্চল ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত
দাঁড়াল ফিরিয়া—বক্ষ গ্রীবা সমুন্নত ;—

কহিল সম্বরি রোষ—" কি চাও—কি কথা ?"
বিপ্র, হেরি মূর্ত্তি, ভীত ধৃত চৌর যথা,
নির্ব্বাক্ ক্ষণেক রহি, ত্রস্ত ভগ্ন স্বরে
উচ্চারিল—" রাগ কর কেন এত রামী ?
কহিবারে দুটী শাস্ত্র কথা—তাই—আমি
—এসেছিনু—শুধু—তাই"—"এসনা কখনো"
"আচ্ছা ক্ষমা কর," "ক্ষমা ?—নাই ক্ষমা কোনো,
ক্ষমার অযোগ্য তুমি ; শোন কহি শোনো,
আর যদি কভু—যাক্, যাও শীঘ্র তুমি,
এসনা স্পর্শিতে আর দেবতার ভূমি।"
চলি গেল রামী ; "আচ্ছা দেখা যাবে" বলি
গেল দ্বিজ আশু আশা দিয়া জলাঞ্জলি ;—
দিব প্রতিশোধ ! কিন্তু কিসে স্পর্দ্ধা এত ?
আমি গণপতি তুচ্ছ রজকিনী সেত !
—এই তত্ত্ব যদি নাহি পারি বুঝিবার
তবে মিথ্যা শাস্ত্রজ্ঞান বিদ্যা-বুদ্ধি আর।—
চণ্ডীদাসে অনুরক্তা নারী ; তা না হ'লে
যুবতী রমণী, কি সাহসে কোন্ বলে
আমারে ভ্রুভঙ্গী করি করিল বিমুখ ?
আমি গণপতি—কান্ত দেহ, ফুল্ল মুখ,

বিদ্যা, খ্যাতি, টলিবে না রমণীর মন ?
—বিশেষতঃ রামী !—যাক্ বুঝেছি এখন
এইরূপ কত কথা ভাবিতে ভাবিতে
যায় চলি বিপ্র হিংসা-ক্রোধ-ক্ষুব্ধ-চিত্তে।

ষষ্ঠ সর্গ।

জিজ্ঞাসা।

রজনীতে একা বসি ভাবিতেছে রামী ;—
ক্ষিপ্রচিত্তস্রোতোধারা এবে শান্তগামী।
আজিকে নূতন করি পুরাতন কথা
জানিয়া লইল বালা ;—পুষ্পবতী লতা
রূপসী যুবতী সে যে ; চেনে জানে তারে
পল্লীর সকল লোক ; হায় লজ্জিতারে
দেখিয়া কখনো কেহ মুদে না তো আঁখি !
—কি দিয়ে ও রূপরাশি রাখিবে সে ঢাকি ?—
ছি ! ছি ! তার পানে চেয়ে থাকে জনে জনে !
ফণিনী যেমন করি আঁধারে গোপনে
যতনে লুকায়ে রাখে আপনার মণি,
যৌবন সম্পদ ল'য়ে রামীও তেমনি
লুকায়ে থাকিতে চায় নিবিড় গহনে,
অসহ এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লোকের নয়নে !
ছি ! ছি ! কি ঘৃণার কথা ! লুব্ধ সারমেয়

কামুক লম্পট ঘৃণ্য তুচ্ছ অবজ্ঞেয়,
লোলুপ রসনা মেলি রহিয়াছে চাহি
তাহারি রূপের পানে পাপ-আশা বাহি !
যেন সেই কলুষ-দৃষ্টি ও নব-যৌবন—
অই পূত দেবভোগ্য অর্ঘ্য অতুলন,—
স্বর্গীয়-সুষমাময় কুসুম-অঞ্জলি,—
সুরভি নৈবেদ্যরাশি,—যেন সে সকলি
কলুষিত হইয়াছে ! পূজা উপচার
ব্যর্থ হয়ে গেছে যেন—শুভ্র কুন্দ-হার।
ভাবিতে ভাবিতে পুন আবেগের ভরে
চঞ্চল হইল চিত্ত ; ক্ষণকাল পরে
শান্তচিতে অন্যভাবে দেখিল ভাবিয়া ,—
আশ্বস্ত হইল ধীরে বিক্ষোভিত হিয়া।
—মিথ্যা অনুতাপ ! পাপীর পরশ ভয়ে,
আত্মরক্ষা তরে আজি প্রজ্বলিত হ'য়ে
যে অনল হৃদয়ের যজ্ঞবেদী' পরি
গরজি জ্বলিয়াছিল দীপ্ত শিখা ধরি
ভস্ম হয়ে গেছে পাপ সেই পুণ্য-দাহে ,—
শুদ্ধ স্বর্ণ প্রাণ-মন-দেহ আজি তাহে।
ভাবিতে ভাবিতে এক নবীন ভাবনা,—

চিন্তার নূতন ধারা—নূতন কামনা,—
নূতন জিজ্ঞাসা এক, জাগিল জীবনে।
কার লাগি এ জীবন ? এ রূপ-যৌবনে
কোথা সফলতা ? কোথা পূর্ণ পরিণতি ?
দেবীর অর্চ্চনা ? ঐ মাতৃপদে রতি ?
এই সব ? এইখানে শেষ ? কিছু আর
নাহি কি জীবনে নারী-জন্মে করিবার ?
পূজিয়াছি—পূজিতেছি মায়ে সারা প্রাণে ;
দিয়াছি স'পিয়া সবি ; কিন্তু কোনখানে,
হৃদয়ের কোন স্তরে, কামনার লেশ
নাহি কি আমার ? হ'য়ে গেছে সব শেষ
চির-তৃপ্তি মাঝে ? সে যে আত্ম-প্রবঞ্চনা !
নিগূঢ় অন্তরে গুপ্ত শতেক বাঞ্ছনা
আছে আছে আরো !

সে যে পাপ—পাপ সব !
পাপ ?—কেন পাপ ?—কিসে ?—অন্তর নীরব !
নহে পাপ তবে !—কামনা কামনা বলি
নহে ত দোষের ! নহে পাপের সকলি।
দেবতারে দিয়াছি ত জীবন যৌবন ;—
দিয়াছি চরণ তলে সব প্রাণ মন

ষষ্ঠ সর্গ

যা কিছু আমার ;—কই নিল না দেবতা !
তবে কোনরূপে পুন তাহারে দিব তা'
বারে বারে ফিরে যাহা আসে নিজ কাছে ?
না জানি এ প্রাণে কত অপূর্ণতা আছে !
এখনো অযোগ্য ইহা দান করিবার
দেবতার শ্রীচরণে ; খণ্ড-পুষ্পহার
দেবতা চায় না বুঝি ;—তাই এ কামনা !
—তাই চিত্ত সঙ্গোপনে রহে আনমনা।—
অতৃপ্ত হৃদয় কার পরশন মাগে !—
কিসের আশায় বসি নিশি নিশি জাগে।
পরের প্রত্যাশী এত হায় ! তুই নারী !
কাঁদিস্ পরের লাগি ! কিসের ভিখারী
সম্পদের মাঝে থাকি হা হত হৃদয় ?
পরের প্রাণের প্রেম পরের প্রণয়,
তারি লাগি দীর্ঘ শ্বাস বসি অন্তঃপুরে,
তারি লাগি জাগে ব্যথা—সকরুণ সুরে,
নিশুতি নিশীথে যবে পশ্চিম আকাশে
কিরণ-সাগর-নীরে খণ্ড-শশী ভাসে,
বহুদূর হতে আসি পাপিয়ার গান
মিশে যায় দিগন্তরে ;—বাঁশরীর তান

শোনা যায় নদীপারে ? সুখের সায়রে
থাকি তাই প্রাণ এত ব্যাকুল হায়রে ?
কিন্তু সেকি অপরাধ তার ? একা সে যে !
—কমলার কুঞ্জবনে সম্মোহিনী সেজে
বসে আছে একাকিনী নির্ব্বাসিতা প্রাণ !
নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ দেশ ! শূন্য দুনয়ান
মেলি শূন্য নীলিমায় ! এই সুখ নিয়ে
পরাণ থাকিবে বসি ?—এই সুখ দিয়ে
ভুলা'য়ে রাখিতে চাই চিরকাল তায় ?
দিব্য ভোগ্য রাশি রাশি ;—কিন্তু কিন্তু হায়
ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ একা হয় না তো কভু !
নিতান্ত যে একা প্রাণ ! মনে করি তবু
সুখ শান্তি বহু ;—ছাই সুখ ! ছাই শান্তি !
দুঃখ নাই—এই সুখ ? সে যে শুধু ভ্রান্তি !
—আছে দুঃখ,অভাব অনেক ! চায় প্রাণ
প্রাণের মিলন হায় ! কে করিবে দান
সেই পরশের সুধা ? কে দিবে ভরিয়া
শূন্য হৃদি ?—শুষ্ক হৃদি সরস করিয়া ?
—না না আমি চাহিনা কিছুই। দিব শুধু
নিঃশেষ করিয়া সব ;—সেই প্রাণ-বঁধু

কোথা মোর ? দিব তারে সরবস্ব তুলি।
কোথা সে গো ? দিব প্রাণ আপনারে ভুলি ;—
পরশ অমৃত-সরে যাইব মরিয়া।
সুখ শুধু সে মরণ ! কেমন করিয়া
তাহারে পাইব হায় !—তাহারে কি চিনি ?
আঁধার কুটীর ; প্রায় অতীত যামিনী ;
শত চিন্তা কল্পনার অজানিত দেশে
ঘুরি ফিরি আপনার কাছে রামী শেষে
আসিল ফিরিয়া ; শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন,
আঁধারে অবশ করে খুঁজিয়া শয়ন
আলসে শুইল রামী ; অর্দ্ধ তন্দ্রা-ঘোরে
রজনী পোহায়ে গেল ; কুটীরের দোরে
উষাগমে শালিকের শুনি কলরব
জাগিয়া উঠিল রামী ; সেফালী সৌরভ
ছুটিল প্রভাত-বায়ে ; অরুণ-কিরণ
উজলি তুলিল পল্লী কান্তার-কানন।

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

স্বীকার।

নির্ম্মল শারদ রাত্তি ; শুক্লা ত্রয়োদশী ;
সুদূর আকাশে ভাসে সুবিমল শশী
চন্দ্রিকার সুধাস্রোতে প্লাবিয়া জগৎ।
কোথা হতে চণ্ডীদাস বাহি দূরপথ
মন্দির সমুখে আসি দাঁড়াল চমকি ,
জোছনা মলিন করি—জ্যোৎস্নাময়ী ওকি !
ওকি ও মোহিনী মূর্ত্তি ! অলিন্দে বসিয়া
ত্রিদিব প্রতিমা কেবা ? সবিস্ময়ে হিয়া
চণ্ডীর উঠিল কাঁপি অপূর্ব্ব পুলকে।
মুহূর্ত্তে মোহান্তে চণ্ডী স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে
চিনিল নহে সে দেবী ;—রামী একাকিনী
বসি সেথা ; দেবী নহে ; দাসী রজকিনী ;
কিন্তু একি—একি ভ্রান্তি !—ভাবিতে ভাবিতে
কুটীরে পশিল চণ্ডী চিন্তাকুল চিতে।
অকস্মাৎ রূপ-মোহ একি চমৎকার !

সপ্তম সর্গ।

একি ভ্রান্তি? কিন্তু ভ্রান্তি একি? সুষমার
ক্ষণিক খেয়াল? শুধু আলো-মরীচিকা?
মায়ার আলেখ্য শুধু? কল্পনার লিখা?
বাদীর ও রূপ নহে? মোহিনী মহিমা
নহে কি দাসীর অই? মধুর ভঙ্গিমা
সম্ভবে না রজকীর? হায় অবিরাম
পলকে পলকে যেই রূপ অভিরাম,
প্রতি কাজে প্রতি পদে নয়ন-ফলকে,
উচ্ছলি ঠিকরি উঠে ঝলকে ঝলকে,
তাহারে কি করি করি সদা অস্বীকার?
নহে নয়নের ভ্রম—দৃষ্টির বিকার!
—সত্যি রামী বিকসিত সৌন্দর্য্যের ছবি!
কিশোরী সে রূপবতী; অপরূপ সবি—
অঙ্গ, ভঙ্গী, ভাব তার, সত্য কথা—
দাসী রামী অনুপম লাবণ্যের লতা।
অনাথিনী অসহায়া বালা! বিধাতার
একি ছল? অপার্থিব সৌন্দর্য্যের ভার
অভাগিনী কি করিবে লয়ে? কেমনে সে
কতকাল—এইরূপে—এই পাপ দেশে
যাপিবে কলঙ্কহীন পবিত্র জীবন?

ভক্তি কৃতজ্ঞতা ভরে ; হৃদয় তরল
সহসা আকুলি উঠে ;—সে যে তুচ্ছ দাসী !
অবহেলা কটুভাষা গালি দিবা নিশি,
এই শুধু দাবী তার সংসারের কাছে ;
স্নেহ মায়া কারো মনে তার তরে আছে,
বালা ত ভাবে না কভু ; প্রীতিস্নিগ্ধ প্রাণ
চণ্ডীদাস তাই যবে শান্ত দু'নয়ান
স্থাপিয়া রামীর নত আননের পরে,
কথনো কিছুর লাগি কোন প্রশ্ন করে,
কোন কথা নাহি ফোটে বালিকার মুখে,
দুটী চক্ষু আর্দ্র হয় শুধু সুখে দুখে।
এমনি কাটিছে দিন ; বাহিরে প্রকৃতি
হাসিময়ী রূপময়ী ; ফুলে ফুলে প্রীতি ;
বাতাসে সৌরভ ভাসে আকাশে কিরণ ;
অন্তরে আনন্দ নব ; হর্ষ রসায়ন
প্রীতির পরশ-রসে ; সদা ভক্তি-রতি
কুমারী-হৃদয়ে মাতা বাশুলীর প্রতি।
দিনে দিনে তাই বালা সরস সৌরভে,
বিকশিত যৌবনের নবীন গৌরবে,
উঠিতে লাগিল ফুটি ; কিশোরী-কলিকা

চতুর্থ সর্গ।

কুসুম-যুবতী এবে ; আবেশ-তূলিকা
ভাবে-ভঁরা আঁখি-কোণে গেল বুলাইয়া
কোন রসের দেবতা ; সঙ্কুচিত হিয়া
গোলাপ-কানন সম সহস্র কুসুমে,
রক্তিম-লাবণ্য-রাগে, বিকচ-সুষমে,
পূর্ণ-প্রীতি-পরিমলে, উচ্ছ্বাস-রভসে,
বিকশি উঠিল ধীরে বসন্ত-পরশে।
কামনা-মধুপ করে মৃদু গুঞ্জরণ—
পরাণের কানে কানে ; করে সঞ্চরণ
ভাবের আবেগ-বায়ু আকুলি অন্তরে ;
কলহংসী সম চিত্ত সতত সন্তরে
কল্পনার মানস-সরসে ; মানসের
স্বপন-সুষমা, পুলকের হরষের
সোহাগ-হিল্লোল, উলসি তরঙ্গি উঠে
দেহের শোভায় ; প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ফুটে
মাধুর্য্যের বিভা, তীব্র রক্ত সুরাসম ;
আননে নয়নে ভালে, চারু নিরুপম
কপোল-যুগলে, ফুল্ল প্রস্ফুট উরসে,
পলাস-পল্লব-নিভ অধরের রসে,
সুললিত ভুজ-ক্ষেপে, সলীল গমনে,

ভাঙ্গিয়া লুটিয়া পড়ে যেন ক্ষণে ক্ষণে
অতুল রূপের রাশি—তরঙ্গ লীলায়
তুলে সে সরসী-বারি অমৃত-নিলয়।
আপনাতে আপনি বিভোর, পরিতৃপ্ত
আপনারে লয়ে যেন ; বাসনা প্রদীপ্ত
কভু যেন তোলে না আকুলি, মনে হয়
চাহিলে নয়ন পানে ; যেন সে হৃদয়
করে ভোগ আপনারে আপনি নিয়ত ;—
পর-রস-আশে যেন স্বতই বিরত।
প্রেমের আস্পদ শুধু বিশালাক্ষী দেবী ;
বড় শান্তি ও রাতুল পদযুগ সেবি।
আর চণ্ডীপাশে রামী ভক্তি-অবনত ;
সে ভক্তি আনন্দ আনে হৃদয়ে সতত ;—
শুধু এই ; এটুকুও দিত না কাহারে
কখনো কুমারী ; কিন্তু না বলিয়া তারে
চণ্ডীর ও দেব-প্রভা, উদার নয়ন,
চিত্ত পূত-প্রীতিময়, পবিত্র জীবন,
করিয়াছে অধিকার শুধু অই টুক ;
স্বাধীন রামীর আজো সব সুখ-দুখ।

পঞ্চম সর্গ।

গণপতি।

একস্থানে ফুটে ফুল, গন্ধ চারিদিক্
বাতাসে ছড়ায়ে যায় ; কেহবা পথিক
ক্ষণেক থামিয়া শুধু্ ঘ্রাণ লয়ে' যায় ;
কেহ খোঁজে কোন্ ফুল ফুটেছে কোথায়,-
বারেক দেখিতে ইচ্ছা; কেহ ছিঁড়ি তারে
আপনার গৃহে নিয়া চায় ভুঞ্জিবারে।
বাশুলীমন্দিরে যেই রূপের প্রসূন
গৌরবে ফুটিয়া আছে, তার রূপগুণ
কানে শুনি তৃপ্ত কেহ ; কেহ দেখিয়াছে
একবার—দুইবার ; কারো আশা আছে
আরো দেখিবার।

এক নবীন পণ্ডিত,
গণপতি নাম নানা বিদ্যায় মণ্ডিত,
বাসন্তী-উৎসব দিনে বাসন্তী-রূপিণী
রামীরে দেখিয়াছিল—রূপসী কামিনী ;

কুসুম-সুষমা তার কুসুমের বাণে
পণ্ডিতের রূপ-মুগ্ধ বিচঞ্চল প্রাণে
করেছিল দারুণ আঘাত ; সেই হ'তে
আনা গোনা করে বিপ্র মন্দিরের পথে।
কিন্তু দেখে চণ্ডীদাস স্থানান্তরে কভু
যায় না তো গৃহ ছাড়ি ; আশে পাশে তবু
গতায়াত নিতি নিতি ; পুষ্পবাণ-বিষ
মিশি ঈর্ষা-হলাহলে দহে অহর্নিশ
পণ্ডিতের মন ; ভাবে, মূর্খ চণ্ডীদাস
বড় পুণ্যবান্ ; চির অনুগত দাস
তাহাদেরি ভৃত্য সে যে! কিন্তু কি উপায়

একদিন বাহিরিয়া চণ্ডী চলে যায় ;
গণপতি দূর হ'তে হেরি হরষিত।
তখনো শারদ-সন্ধ্যা হয়নি অতীত ;
একাকিনী বসি রামী ঘন-তৃণাসনে
শেফালীর বৃন্তগুলি আপনার মনে
ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল ; ধীরে গণপতি
পশ্চাতে দাঁড়াল আসি মৃদু-মন্দ-গতি।
শুভ্র উপবীত আর রক্ত উত্তরীয় ;
শিখাগ্রে তুলসী ; বপু পুষ্ট কমনীয় ;

পঞ্চম সর্গ।

ব্রাহ্মণ দেখিল চাহি কান্তি আপনার
মধুর হাসিয়া ; নাড়ি শিখা একবার
রুক্ষ কণ্ঠ সাধ্যমত করি মৃদুতর
কহিল ব্রাহ্মণ—" রামী, এখানে কি কর ?"
চমকি চাহিল রামী ; চিনিল ব্রাহ্মণে ;
কুঞ্চিত হইল ওষ্ঠ ; কুণ্ঠিত বচনে,
নয়নে ভ্রুকুটী সনে কহিল 'কিছু না' ;
" কেন রামী আজি এত বিষণ্ণ-আননা ?"
এত বলি গণপতি যুবতীর পাশে
পড়িল বসিয়া ; রামী সুসংযত-বাসে
ত্বরিতে তীরের মত উঠি যায় চলি।
" উঠিলে যে ওকি !—শোন, শোন রামী," বলি
ছুটিয়া ধরিল বিপ্র রামীর বসন।
দাহ্য-বস্তুযোগে যথা শান্ত হুতাশন
মুহূর্ত্তে জলিয়া উঠে দীপ্তশিখা তুলি,
অবমৃষ্ট ফণী যথা দৃপ্ত ফণা খুলি
আক্রোশে ফুঁসিয়া আসে দংশিতে, তেমনি
মুহূর্ত্তে বিদ্যুদ্-বেগে কুপিতা রমণী
ছাড়ায়ে অঞ্চল ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত
দাঁড়াল ফিরিয়া—বক্ষ গ্রীবা সমুন্নত ;—

কহিল সম্বরি রোষ—" কি চাও—কি কথা ?"
বিপ্র, হেরি মূর্ত্তি, ভীত ধৃত চোর যথা,
নির্ব্বাক্ ক্ষণেক রহি, ত্রস্ত ভগ্ন স্বরে
উচ্চারিল—" রাগ কর কেন এত রামী ?
কহিবারে দুটী শাস্ত্র কথা—তাই—আমি
—এসেছিনু—শুধু—তাই"—"এসনা কথনো"
"আচ্ছা ক্ষমা কর," "ক্ষমা ?—নাই ক্ষমা কোনো,
ক্ষমার অযোগ্য তুমি ; শোন কহি শোনো,
আর যদি কভু—যাক্, যাও শীঘ্র তুমি,
এসনা স্পর্শিতে আর দেবতার ভূমি।"
চলি গেল রামী ; "আচ্ছা দেখা যাবে" বলি
গেল দ্বিজ আশু আশা দিয়া জলাঞ্জলি ;—
দিব প্রতিশোধ ! কিন্তু কিসে স্পর্দ্ধা এত ?
আমি গণপতি তুচ্ছ রজকিনী সেত !
—এই তত্ব যদি নাহি পারি বুঝিবার
তবে মিথ্যা শাস্ত্রজ্ঞান বিদ্যা-বুদ্ধি আর।—
চণ্ডীদাসে অনুরক্তা নারী ; তা না হ'লে
যুবতী রমণী, কি সাহসে কোন্ বলে
আমারে ভ্রুভঙ্গী করি করিল বিমুখ ?
আমি গণপতি—কান্ত দেহ, ফুল্ল মুখ,

বিদ্যা, খ্যাতি, টলিবে না রমণীর মন?
—বিশেষতঃ রামী!—যাক্ বুঝেছি এখন
এইরূপ কত কথা ভাবিতে ভাবিতে
যায় চলি বিপ্র হিংসা-ক্রোধ-ক্ষুব্ধ-চিতে।

ষষ্ঠ সর্গ।

জিজ্ঞাসা।

রজনীতে একা বসি ভাবিতেছে রামী ;—
ক্ষিপ্রচিত্তস্রোতোধারা এবে শান্তগামী।
আজিকে নূতন করি পুরাতন কথা
জানিয়া লইল বালা ;—পুষ্পবতী লতা
রূপসী যুবতী সে যে ; চেনে জানে তারে
পল্লীর সকল লোক ; হায় লজ্জিতারে
দেখিয়া কখনো কেহ মুদে না তো আঁখি !
—কি দিয়ে ও রূপরাশি রাখিবে সে ঢাকি ?—
ছি ! ছি ! তার পানে চেয়ে থাকে জনে জনে।
ফণিনী যেমন করি আঁধারে গোপনে
যতনে লুকায়ে রাখে আপনার মণি,
যৌবন সম্পদ ল'য়ে রামীও তেমনি
লুকায়ে থাকিতে চায় নিবিড় গহনে,
অসহ এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লোকের নয়নে !
ছি ! ছি ! কি ঘৃণার কথা ! লুব্ধ সারমেয়

ষষ্ঠ সর্গ

কামুক লম্পট ঘৃণ্য তুচ্ছ অবজ্ঞেয়,
লোলুপ রসনা মেলি রহিয়াছে চাহি
তাহারি রূপের পানে পাপ-আশা বাহি !
যেন সে কলুষ-দৃষ্টি ও নব-যৌবন—
অই পূত দেবভোগ্য অর্ঘ্য অতুলন,—
স্বর্গীয়-সুষমাময় কুসুম-অঞ্জলি,—
সুরভি নৈবেদ্যরাশি,—যেন সে সকলি
কলুষিত হইয়াছে ! পূজা উপচার
ব্যর্থ হয়ে গেছে যেন—শুভ্র কুন্দ-হার ।
ভাবিতে ভাবিতে পুন আবেগের ভরে
চঞ্চল হইল চিত্ত ; ক্ষণকাল পরে
শান্তচিতে অন্যভাবে দেখিল ভাবিয়া ,—
আশ্বস্ত হইল ধীরে বিক্ষোভিত হিয়া ।
—মিথ্যা অনুতাপ ! পাপীর পরশ ভয়ে,
আত্মরক্ষা তরে আজি প্রজ্বলিত হ'য়ে
যে অনল হৃদয়ের যজ্ঞবেদী' পরি
গরজি জ্বলিয়াছিল দীপ্ত শিখা ধরি
ভস্ম হয়ে গেছে পাপ সেই পুণ্য দাহে ,—
শুদ্ধ স্বর্ণ প্রাণ-মন-দেহ আজি তাহে ।
ভাবিতে ভাবিতে এক নবীন ভাবনা,—

চিন্তার নূতন ধারা—নূতন কামনা,—
নূতন জিজ্ঞাসা এক, জাগিল জীবনে।
কার লাগি এ জীবন ? এ রূপ-যৌবনে
কোথা সফলতা ? কোথা পূর্ণ পরিণতি ?
দেবীর অর্চ্চনা ? অই মাতৃপদে রতি ?
এই সব ? এইখানে শেষ ? কিছু আর
নাহি কি জীবনে নারী-জন্মে করিবার ?
পূজিয়াছি—পূজিতেছি মায়ে সারা প্রাণে ;
দিয়াছি স ঁপিয়া সবি ; কিন্তু কোনখানে,
হৃদয়ের কোন স্তরে, কামনার লেশ
নাহি কি আমার ? হ'য়ে গেছে সব শেষ
চির-তৃপ্তি মাঝে ? সে যে আত্ম-প্রবঞ্চনা !
নিগূঢ় অন্তরে গুপ্ত শতেক বাঞ্ছনা
আছে আছে আরো !

সে যে পাপ—পাপ সব !
পাপ ?—কেন পাপ ?—কিসে ?—অন্তর নীরব !
নহে পাপ তবে !—কামনা কামনা বলি
নহে ত দোষের ! নহে পাপের সকলি।
দেবতারে দিয়াছি ত জীবন যৌবন ;—
দিয়াছি চরণ তলে সব প্রাণ মন

ষষ্ঠ সর্গ

যা কিছু আমার ;—কই নিল না দেবতা !
তবে কোনরূপে পুন তাহারে দিব তা'
বারে বারে ফিরে যাহা আসে নিজ কাছে ?
না জানি এ প্রাণে কত অপূর্ণতা আছে !
এখনো অযোগ্য ইহা দান করিবার
দেবতার শ্রীচরণে ; খণ্ড-পুষ্পহার
দেবতা চায় না বুঝি ;—তাই এ কামনা !
—তাই চিত্ত সঙ্গোপনে রহে আনমনা ।—
অতৃপ্ত হৃদয় কার পরশন মাগে !—
কিসের আশায় বসি নিশি নিশি জাগে ।
পরের প্রত্যাশী এত হায় ! তুই নারী !
কাঁদিস্ পরের লাগি ! কিসের ভিখারী
সম্পদের মাঝে থাকি হা হত হৃদয় ?
পরের প্রাণের প্রেম পরের প্রণয়,
তারি লাগি দীর্ঘ শ্বাস বসি অন্তঃপুরে,
তারি লাগি জাগে ব্যথা—সকরুণ সুরে,
নিশুতি নিশীথে যবে পশ্চিম আকাশে
কিরণ-সাগর-নীরে খণ্ড-শশী ভাসে,
বহুদূর হতে আসি পাপিয়ার গান
মিশে যায় দিগন্তরে ;—বাঁশরীর তান

শোনা যায় নদীপারে ? সুখের সায়রে
থাকি তাই প্রাণ এত ব্যাকুল হায়রে !
কিন্তু সেকি অপরাধ তার ? একা সে যে !
—কমলার কুঞ্জবনে সম্মোহিনী সেজে
বসে আছে একাকিনী নির্ব্বাসিতা প্রাণ !
নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ দেশ ! শূন্য দুনয়ান
মেলি শূন্য নীলিমায় ! এই সুখ নিয়ে
পরাণ থাকিবে বসি ?—এই সুখ দিয়ে
ভুলা'য়ে রাখিতে চাই চিরকাল তায় ?
দিব্য ভোগ্য রাশি রাশি ;—কিন্তু কিন্তু হায়
ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ একা হয় না তো কভু !
নিতান্ত যে একা প্রাণ ! মনে করি তবু
সুখ শান্তি বহ ;—ছাই সুখ ! ছাই শান্তি !
দুঃখ নাই—এই সুখ ? সে যে শুধু ভ্রান্তি !
—আছে দুঃখ,অভাব অনেক ! চায় প্রাণ
প্রাণের মিলন হায় ! কে করিবে দান
সেই পরশের সুধা ? কে দিবে ভরিয়া
শূন্য হৃদি ?—শুষ্ক হৃদি সরস করিয়া ?
—না না আমি চাহিনা কিছুই। দিব শুধু
নিঃশেষ করিয়া সব ,—সেই প্রাণ-বঁধু

কোথা মোর ? দিব তারে সরবস্ব তুলি।
কোথা সে গো ? দিব প্রাণ আপনারে ভুলি ;—
পরশ অমৃত-সরে যাইব মরিয়া।
সুখ শুধু সে মরণ। কেমন করিয়া
তাহারে পাইব হায় !—তাহারে কি চিনি ?
আঁধার কুটীর ; প্রায় অতীত যামিনী ;
শত চিন্তা কল্পনার অজানিত দেশে
ঘুরি ফিরি আপনাব কাছে রামী শেষে
আসিল ফিরিয়া ; শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন,
আঁধারে অবশ করে খুঁজিয়া শয়ন
আলসে শুইল রামী ; অৰ্দ্ধ তন্দ্রা-ঘোরে
রজনী পোহায়ে গেল ; কুটীরের দোরে
উষাগমে শালিকের শুনি কলরব
জাগিয়া উঠিল রামী ; সেফালী সৌরভ
ছুটিল প্রভাত-বায়ে ; অরুণ-কিরণ
উজলি তুলিল পল্লী কান্তার-কানন।

সপ্তম সর্গ।

—:*:—

স্বীকার।

নির্ম্মল শারদ রাত্তি ; শুক্লা ত্রয়োদশী ;
সুদূর আকাশে ভাসে সুবিমল শশী
চন্দ্রিকার সুধাস্রোতে প্লাবিয়া জগৎ।
কোথা হতে চণ্ডীদাস বাহি দূরপথ
মন্দির সমুখে আসি দাঁড়াল চমকি ;
জোছনা মলিন করি—জ্যোৎস্নাময়ী ওকি!
ওকি ও মোহিনী মূর্ত্তি! অলিন্দে বসিয়া
ত্রিদিব প্রতিমা কেবা? সবিস্ময়ে হিয়া
চণ্ডীর উঠিল কাঁপি অপূর্ব্ব পুলকে।
মুহূর্ত্তে মোহান্তে চণ্ডী স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে
চিনিল নহে সে দেবী ;— রামী একাকিনী
বসি সেথা ; দেবী নহে ; দাসী রজকিনী ;
কিন্তু একি—একি ভ্রান্তি!—ভাবিতে ভাবিতে
কুটীরে পশিল চণ্ডী চিন্তাকুল চিতে।
অকস্মাৎ রূপ-মোহ একি চমৎকার!

সপ্তম সর্গ।

একি ভ্রান্তি? কিন্তু ভ্রান্তি একি? সুষমার
ক্ষণিক খেয়াল? শুধু আলো-মরীচিকা?
মায়ার আলেখ্য শুধু? কল্পনার লিখা?
রামীর ও রূপ নহে? মোহিনী মহিমা
নহে কি দাসীর অই? মধুর ভঙ্গিমা
সম্ভবে না রজকীর? হায় অবিরাম
পলকে পলকে যেই রূপ অভিরাম,
প্রতি কাজে প্রতি পদে নয়ন-ফলকে,
উচ্ছলি ঠিকরি উঠে ঝলকে ঝলকে,
তাহারে কি করি করি সদা অস্বীকার?
নহে নয়নেব ভ্রম—দৃষ্টির বিকার!
—সত্যি রামী বিকসিত সৌন্দর্য্যের ছবি!
কিশোরী সে রূপবতী; অপরূপ সবি—
অঙ্গ, ভঙ্গী, ভাব তার, সত্য কথা—
দাসী রামী অনুপম লাবণ্যের লতা।
অনাথিনী অসহায়া বালা! বিধাতার
একি ছল? অপার্থিব সৌন্দর্য্যের ভার
অভাগিনী কি করিবে লয়ে? কেমনে সে
কতকাল—এইরূপে—এই পাপ দেশে
যাপিবে কলঙ্কহীন পবিত্র জীবন?

এই রূপরাশি—এই নবীন যৌবন,—
কে বলিবে পরিণতি কোথা ? কেবা জানে
কি বাসনা পোষে বালা মনে ! প্রাণে প্রাণে
কত দুঃখ না জানি বালার ! ওর চেয়ে
দুখিনী কোথায় আর ? রজকের মেয়ে
জন্মিয়াছে রাজ-কন্যা-রূপ-প্রভা ল'য়ে ;
তায় পিতৃ-মাতৃ-হীনা ; শত দুঃখ স'য়ে
ভিখারিণী শেষে হেথা দুটী অন্ন তরে
পরাধীনা দিবানিশি দাসীবৃত্তি করে।
এ সংসারে অভাগীর কেহ নাই হায় !
দুদণ্ড দুঃখের দিনে দয়া করি তায়
আদরে বসায় পাশে নাহি হেন জন ;
আকুলিয়া মন যবে উঠে অকারণ,
কার কাছে যেয়ে বালা দুটী কথা কয় ?—
কার মুখ চেয়ে বালা জুড়াবে হৃদয় ?
শতকোটি-সুখ-পূর্ণ এই লোকালয়,
প্রীতি-মমতায় ভরা স্নেহপ্রেমময়
এই সব গ্রাম পল্লী অরণ্য গহন
বালিকার, জনহীন বিষম বিজন।
এইরূপে চণ্ডীদাস চিন্তি বহুক্ষণ,

সপ্তম সর্গ।

কুটীর বাহিরে আসি করি নিরীক্ষণ
জ্যোৎস্না-বিভূষণা ধরা, আকাশের পানে
চাহিয়া হেরিল চন্দ্র নীলিমা-সাগরে
ভাসিতেছে অমিয়-কমল! থরে থরে
জ্যোতিষ্কণা তারাপুঞ্জ করে ঝলমল!
ভাসিল চণ্ডীর মনে স্নিগ্ধ নিরমল
রামীর সে মুখচ্ছবি—চন্দ্রিকা তরল।
মন্দির-অলিন্দ-তলে এখনো বসিয়া
ভাব-মগ্ন প্রাণে রামী; পড়েছে খসিয়া
অঞ্চল অসাবধানে; শিথিল মস্তক
হেলিয়া স্তম্ভের 'পরে; অশোক-স্তবক
দুটী চারু করতল কোলের উপর
অবশে পড়িয়া আছে; দৃষ্টি স্থিরতর
কোন দূর শূন্যতার মাঝে নিমগন,
আলসে ভিত্তির গায়ে দুলিছে চরণ।
চণ্ডী আসি সম্বোধিয়া রামীরে তখন
কহিল—"এখনো কেন একাকী এমন
বসিয়া আছিস রামী জাগি এত রাত?"
যেন রামী স্বপ্নভঙ্গে জাগি অকস্মাৎ
উঠিল সম্বরি বাস—"জ্যোৎস্না-রাত তাই

ছিলাম বসিয়া হেথা—মনে হয় নাই
এত রাত হয়ে গেছে ;—এলে এতক্ষণে ?”
এই কথা বলি রামী অলস গমনে
চলিল কুটীর পানে ধীরে অন্য-মনে।

অষ্টম সর্গ।

সহানুভূতি।

শীত অবসান প্রায় ; স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
বিপুল কুন্তল-দাম মধু-রৌদ্র-করে
ছড়াইয়া দিয়া রাণী করিছে আদর
সুন্দর সারিকাটীরে ; সুকুমার কর
কোমল-কুসুমসম পেলব পালকে
করিছে সোহাগ স্পর্শ ; অবুঝ পুলকে
চক্ষু মুদি বসি পাখী পিঞ্জর উপর
করিছে সে স্নেহভোগ ; মুগ্ধ বনচর
চায় না বনের সুখ ; ছাড়িয়া পিঞ্জর
স্নেহের পিঞ্জরে বদ্ধ সর্ব্বমুগ্ধকর।

পাশে চণ্ডীদাস, বংশদণ্ডে দিয়া তুলি
কুন্দ তরুটীরে ; কীটদষ্ট পাতাগুলি
লেবু-শাখা হ'তে ছিন্ন করি ; সিঞ্চি বারি
মৃতপ্রায় গোলাপের মূলে, ভাঙ্গি তারি
শুষ্ক শাখা, শেষে আসি বসিল দুয়ারে।

চাহিয়া রামীর পানে, বুঝি বলিবারে
কোন কথা, থামি পুন মৃদু মৃদু গানে
অন্য মনে গুঞ্জরিয়া, ভাবব্যস্ত-প্রাণে
কহিল রামীরে—"রামী, কভু তোর মনে
পড়ে না কি মার কথা ?—শৈশবে কেমনে
সোহাগ করিত পিতা ;—সুখস্মৃতিচয়
গিয়াছিস্ ভুলে বুঝি ? কভু কি হৃদয়
কাঁদিয়া উঠে না তোর ?"

"সে সব কাহিনী
মনে পড়ে ছায়া-ছায়া"—কহিল রামিনী,—
"সে দিনের কথা তবু মনে হয় সব
কাহিনীর মত, যেন স্বপন-উৎসব।
নহি আমি রামী যেন ; মরেছে সে রামী ;
পুন যেন জন্ম লভি জাগিয়াছি আমি।"
"পিতামাতা তোর যদি বাঁচিয়া থাকিত,"
কহে চণ্ডী—"তবে কিরে অনূঢ়া রাখিত
আজিও এমন তোরে !"—আঁখি করি নীচু
রামিনী রহিল বসি, বলিল না কিছু।
পুন চণ্ডী কহে—"রামী হেথা বুঝি তোর
বড় একা লাগে ?—কেহ নাহি তো দোসর!

অষ্টম সর্গ।

কষ্টে বুঝি দিন যায় ?—সদা শূন্য মন ?
কিন্তু কি করিবি আর।” নয়নের কোণ
সজল হইতেছিল ; রামী সাবধানে
ফিরাইয়া দিল অশ্রু ; শত ভাব প্রাণে
উদ্বেলি উঠিল ; সব করি প্রশমিত,
স্থির শান্ত নম্র কণ্ঠে, চক্ষু আনমিত,
উত্তরিল—“একা কেন, রয়েছ ত তুমি !”
করস্থ কুশাগ্রখণ্ডে আঁচড়িয়া ভূমি
উত্তর খুঁজিল চণ্ডী কিছু দ্বিধা ভরে ;
এই দুটী কথা রামী এত শান্তস্বরে,
এত মৃদু দৃঢ়তায়, গভীর নির্ভরে
কহিল সংক্ষেপে, কেন যেন চণ্ডী তায়
অপ্রতিভ কিছু, যেন রামীর কথায়
লজ্জা বোধ হ’ল মনে ; চণ্ডী বহু পরে
কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত চিতে সঙ্কুচিত স্বরে
সুধীরে কহিল—“দেখ্ রামী লজ্জা করি
অন্তরের কথা সব অন্তরে আবরি
রাখিস্ না আজ ; আমায় আপন ভাবি
অবাধে উত্তর দিস্ ; কোথা আর পাবি
আত্মীয় স্বজন সখী ; এই ভাবে আর

নিরুদ্দেশে সঙ্গহীনা দীনা অনাথার
জীবন যাপিবি কতকাল? ভাবি তাই
বরের সন্ধান যদি কোথা খুঁজে পাই
যোগ্যমত তোর, তবে এই বৎসরেই
দেখে শুনে হ'লে সব স্থির, সত্বরেই
আয়োজন করি তোরে করি সম্প্রদান;
আশা করি সুখী হবি; উদাসীন প্রাণ
শান্তি পাবে সংসারের সুখে; জীবনের
লক্ষ্য হবে; ঘুচে যাবে হৃদয়-মনের
শূণ্যতার গ্লানি।"

—রামী এই সুখ চায়?
রামীর মনের দুঃখ এই ভাবে হায়!
বুঝিয়াছে চণ্ডীদাস? উদ্বেলিত চিত
কি যেন ব্যথার বিষে হ'ল সংক্রামিত
রামীর সহসা; যেন বিষাক্ত-দশন
কোথা হ'তে সর্প আসি করিল দংশন
রামীর অন্তর তলে; অসহ্য রামীর
চণ্ডীর সহানুভূতি; নির্ঝরের নীর
প্লাবিয়া নয়নদ্বয় বহিল ধারায়;
কাঁদিয়া কহিল রামী—"তোমাদের পায়

অষ্টম সর্গ।

কি দোষ করেছি আমি ?—অভাগীরে তাই
দূর করি দিতে চাও।—ক্ষমা নাহি চাই ;
অপরাধ হ'য়ে থাকে দণ্ড দাও তার ;
কোন ক্ষোভ রহিবে না মনে দণ্ডিতার ;
কিন্তু একি কথা ! ছি ! ছি ! এ তো দণ্ড নয় !
সংসারের কাম-কূপে পূতি-পঙ্কময়
ডুবাইয়া চিরতরে, সব আশা সাধ
ব্যর্থ করি দিতে চাও ?—এত অপরাধ ?
নির্ব্বাসিত করি দিয়া সুখ-স্বর্গ হ'তে,
নিমজ্জিত কবি দিবে নরকের স্রোতে,
এত অপরাধ ?—বহু দুঃখ সহিয়াছে
অভাগিনী রামী এ জীবনে ; আরো আছে
দুরদৃষ্ট ভোগ ? যেই দিন শুভক্ষণে
বিশালাক্ষী মন্দিরের শান্ত উপবনে
পড়িলাম আসি, সেই দিন সে নিমেষ
সৌভাগ্য-উদয় মোর—চির দুঃখ শেষ
ভাবিয়াছি মনে ; আশাতীত সুখ এই ;
পায়ে ধরি তোমাদের,—আর কিছু নেই,—
বাশুলী মায়ের পদ-ছায়া-আশ্রিতার
এইটুকু রশ্মি-রেখা জীবনের তার,

—এইটুকু সুখলেশ, নিও না কাড়িয়া।”
অলক্ষণে কি কথায় কি কথা পাড়িয়া
লজ্জিত দুঃখিত চণ্ডী; কিন্তু একি ভাব!
রামীর চিত্তের গতি—রামীর স্বভাব
চণ্ডী তো বোঝেনি কিছু! আকুল কাঁদিয়া
এত বামী! চিরস্থির সংযমে বাঁধিয়া
রাখে রামী আপনারে; কিন্তু অকস্মাৎ
একটু সামান্য কথা করিল আঘাত
বালায় এমন করি! এত বিচলিত
অটল হৃদয়! এত অশ্রু উছলিত!
নির্ব্বাক্ বিভল চণ্ডী—বিচঞ্চল হিয়া,
কহিল সান্ত্বনা-স্বরে—“তোরে ব্যথা দিয়া,
তোর অনিচ্ছায় রামী, সম্মতি না নিয়া
করিব না কিছু; যাহা তোর প্রীতিকর
তাই হবে; যাহা ভাল লাগে তাই কর্,
হেথা যদি শান্তি পাস্ থাক্ চিরকাল।”
মুছিল নয়ন রামী; উজ্জ্বল বিশাল
দুটী সিক্ত নীলোৎপল, মধুর করুণ
ভাবরস সরোবরে সরস তরুণ
জ্বল্ জ্বল্ ভাসে!—চণ্ডী নিরখিল চাহি—

অষ্টম সর্গ।

স্নিগ্ধ শান্ত সকরুণ ধৌত দৃষ্টি বাহি
আসে লোকাতীত দিব্য ভাবের আভাস!
—অমৃত-আবেশ-রস-সুষমা-প্রকাশ!
রামীর হইল জ্ঞান; উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে
কাঁদিয়া ফেলেছে ছি! ছি! অশ্রুধারা চোখে!
—আতসী-আভায় রক্ত-নলিনীর শোভা
ঝলকি উঠিল ফুটি—আরঞ্জিত প্রভা
আত্ম প্রকাশের লাজে! উঠি তাড়াতাড়ি
গেল চলি যুবকের দৃষ্টিপথ ছাড়ি।

নবম সর্গ।

স্বরূপ।

শ্রাবণের মেঘাবৃত মলিন অম্বরে
সুচারু সুধাংশু স্বচ্ছ সুবিমল করে
শরতের স্মিত-হাসি শুভ্র শোভাময়
সহসা প্রকাশে যথা ; দীপ্তরশ্মিচয়
জ্যোতির্ম্ময় তপনের সহসা যেমন
ঝলসি বাহিরি আসে ঘন আবরণ
ভিন্ন করি কুয়াসার , অথবা যেমতি
জ্বলি ওঠে অগ্নি-শিখা সমুজ্জ্বল অতি
ভেদি কৃষ্ণ-ধূম্র-জাল, তেমতি চণ্ডীর
বিস্মিত নয়ন ’পরে, শাসন-গম্ভীর
ঘন বন্ধ ছিন্ন করি, রামীর আননে
অপূর্ব্ব প্রতিভা-মূর্ত্তি করুণাশ্রুসনে
বিকশিল আজ ! রামীর মুখের পানে
চাহিয়া কথনো চণ্ডী তারে তুচ্ছজ্ঞানে
করে নাই হেলা ; তবু অভ্যাসের বশে

নবম সর্গ।

দারুণ অন্যায় রূপে গোপনে মানসে
অবিচার করিয়াছে রমণীর প্রতি।
—অনিন্দ্য-সুন্দরী রামী—কামিনীযুবতী,—
ভোগ-সুখ-আকাঙ্ক্ষিণী,— বাসনা-বিলাস
সহজে অন্তরে পোষে— শত অভিলাষ,—
চণ্ডীদাস এই জানে শুধু; আজি তাই
তুলেছিল বিবাহের কথা; সর্ব্বদাই
এই কথা কিছুদিন হ'ল আছে মনে।
রামীতো সে রামী নহে! মিথ্যা অনুমানে
বিকৃত এ ছবি; কল্পনার অত্যাচার;
ধূলি-অবলিপ্ত-রেখা মিথ্যা ধারণার
ফুৎকারে উড়ায়ে দিয়া অনুতপ্ত চিতে,
নির্ম্মল স্বরগ রাগে রঞ্জিয়া তুলিতে
নব-প্রকাশিত দীপ্ত দেবী-রূপ খানি
মানসের পটে, চণ্ডী ব্যস্ত হ'ল; মানি
মহাভ্রম আপনার। দেবতার পায়
উৎসর্গিত করিয়াছে বামী আপনায়।
ও রূপ-সম্পদ—অই যৌবন-সম্ভার—
ত্রিদিবের সুপবিত্র পারিজাত-হার,
নহে পাপ-লালসার ভোগের লাগিয়া;—

শারীব বাসনা-শূন্য ও পবিত্র হিয়া।
কে রামী? কি তারে ভাবি? কি ধারণা মনে
রাখিয়াছি ভ্রান্ত আমি? হায়রে কেমনে
ভাবি—রামী দাসী?—সুর-বাঞ্ছা-স্বরূপিনী
রাজেন্দ্রানী-রূপ-প্রভা সুধা-সঞ্চারিণী
যে নারী জিনিতে পারে রূপেব ছটায়
পর-পরিচর্য্যা-রতা দাসী সেই হায়!
অস্পৃশ্যা শূদ্রানী রামী ঘৃণ্যা রজকিনী!—
নিষ্ঠাবতী ভক্তিমতী শুদ্ধা তপস্বিনী,
স্বর্গজ্যোতি-পরিপ্লুত পূত-চিত্ত যার,
সতত-সংযত মতি-প্রবৃত্তি-বিকাব,
সকল ইন্দ্রিয়-সুখে বিরতি নিয়ত,
পূজার্চ্চনা-আরতির আয়োজন যত—
কুসুম-চন্দন-ধূপ-দূর্ব্বা-আদি সব
চয়নাহবণে যাব হবষ-উৎসব
দিবা নিশি; দেবী-মূর্ত্তি-ধ্যান-দরশন
জীবনেব কাজ যার নিত্য আচবণ,
রজকিনী সেই যদি, ব্রাহ্মণী কোথায়?—
সে যদি অস্পৃশ্যা তবে শুদ্ধা কোথা হায়!
এতদিন দেখিয়াছি দৃষ্টিহীন চোখে

নবম সর্গ।

বহিবানরণ শুধু,—দিনের আলোকে
বৃক্ষ-লতা যথা, হস্ত-পদ অঙ্গ গুলি
গতি-বিধি আর, অন্তরের কথা ভুলি ;
অন্তস্তল-বিহারিণী যে প্রকৃতি তার
ফুল্লাননে প্রকাশিছে জ্যোতি প্রতিভাব,
নিয়োজিছে প্রতি অঙ্গ দেবতার ব্রতে,
সে প্রকৃতি—সে প্রতিভা অন্ধ দৃষ্টি-পথে
পড়ে নাই কভু—তাই রজকিনী দাসী
ভাবিয়াছি সংসারেব ভোগের প্রত্যাশী।
—কোন্ দূব আকাশেব দিব্য-দ্যুতি-মাঝে,
কোন্ পুণ্য প্রেম-ব্রত-চাবিণীব সাজে,
কি মহা আদর্শ লয়ে, কি আকাঙ্ক্ষা বাহি,
কোন্ বাঞ্ছিতের পানে রহিয়াছে চাহি
চির-প্রীতিমযী রামী চণ্ডী নাহি জানে।
এইরূপে বহুক্ষণ উচ্ছ্বসিত প্রাণে
ভাবিয়া ভাবিয়া এক মূর্ত্তি নিরুপমা
রচিয়া তুলিল, চির-পরিচিতা বমা
অপরূপ অভিনব আবির্ভাব-প্রায়
চণ্ডীর মানসলোকে স্বুবর্ণ-প্রভায়
প্রভাসিত হ'ল। কৃপা-করুণার ভাবে

চণ্ডীদাস-কাব্য।

অভাগিনী-জ্ঞানে চণ্ডী আর নাহি চা'বে
রামীর মুখের পানে ;—রামী গরীয়সী ;
দাসী নহে—মহনীয়া দেবী মহীয়সী !

দশম সর্গ।

বসন্ত।

নব-বসন্তের বায়ু চঞ্চল ব্যাকুল
বহিতেছে বহি বহি, নবীন মুকুল
মঞ্জরিত রসালের বিলায় সৌরভ,
বিকশিত অশোকের রক্তিম গৌরব
স্তবকে স্তবকে অই উঠিতেছে ফুটি;
কামিনীর দলগুলি ক্ষণে ক্ষণে টুটি
ঝরি পড়ে সুকোমল সমীর-পরশে,
পুষ্পিত বকুল-শাখে আকুল হরষে
কোকিল ঝঙ্কার দেয়; কোথায় সুদূরে
পাপিয়া দিতেছে তান উচ্ছ্বসিত সুরে।
মধুর বসন্ত-সন্ধ্যা ধীরে নামি আসে,
কাঞ্চন অঞ্চল তার পিঙ্গল আভাসে
শোভিতেছে কম্পবান্ বেণু-বন-শিরে;
চণ্ডীদাস চারিদিকে চাহি ঘুরে ফিরে
হেরিছে সে সুষমার সহস্র বিকাশ—
প্রেমময়ী প্রকৃতির যৌবন-বিলাস।

বরষে বরষে এই ফুল্ল মধুমাস
আসিয়াছে কতবার ; মলয়-বাতাস
বহিয়াছে কতদিন হিল্লোল তুলিয়া ;
আসিয়াছে গাহিয়াছে গিয়াছে চলিয়া
সুললিত কলকণ্ঠ কোকিলের দল ,—
নিসর্গ-নিয়মাধীন ঘটেছে সকল
চিরন্তন মাস-ঋতু-বর্ষ আবর্ত্তনে ,
দেখিবার বুঝিবার ভাবিবার মনে
ছিলনা ত কিছু তার ! কভু তো হৃদয়
রাখিত না খোঁজ কবে বসন্ত-উদয়
কবে বা বিদায় তার , রীতি-অনুগত
পুরাতন পরিচিত চির-প্রথা-মত
এবার তো আসে নাই সেই মধুমাস ।
—অপূর্ব্ব বিচিত্র এই বসন্ত-বিকাশ ।
নব আবির্ভাব কোন স্বর্গ-সুষমার
বসন্ত-প্রকৃতি বাহি এনেছে এবার ।
এবার বসন্ত কহে কত কথা প্রাণে,—
কি যে ভাষা, কি যে ভাব, কি যে তার মানে,
বুঝিনা কিছুই ; শুধু পুলক-স্পন্দনে
শিরাগুলি কাঁপি উঠে ; মুগ্ধ-আনন্দনে

চমকে হৃদয় ; শুধু আভাসে ইঙ্গিতে,
শত ব্যঞ্জনার ছলে, অজানা সঙ্গীতে
এবার বসন্ত করে অন্তর আকুল।
অই অশোকের গাছে অই রাঙ্গা ফুল
দেখিয়াছি কত কাল ; এমন শোণিমা,
ঢল ঢল বিকাশের এই মধুরিমা
দেখিনি ত কভু। অই লোহিত লাবণী
হেরি হইতেছে মনে প্রাণেও অমনি
কত শত বাসনার রক্ত পুষ্পদল
উঠিয়াছে ফুটি। এই সমীর চঞ্চল
খুলি খুলি অন্তরের চির-রুদ্ধ দ্বার
দেখাইছে একি চিত্র—লীলা সুকুমার!
অচেনা অজানা সুপ্ত ভাব চমৎকার
তুলিতেছে জাগাইয়া ; বিস্ময় অপার
আসিতেছে মনে, হেরি হৃদয়ের রূপ,—
এমন গোপন থাকে আপন স্বরূপ
আপনার কাছে! অই পাপিয়ার গান,—
আবেগ-কম্পিত অই পঞ্চম-সুতান,—
আকাঙ্ক্ষা-ক্রন্দন শুধু, কভু ভাবি নাই!
বিরহের ধ্বনি অই প্রতিধ্বনি তাই

তুলিয়াছে হৃদিতলে ; যেন মনে হয়
অভাগা বিহগ চির-জীবন-সঞ্চয়
কত জনমের তার বাঞ্ছিত রতন
হারায়ে ফেলেছে কবে, তাই অনুক্ষণ
যুগ-যুগান্তর হ'তে মরিতেছে খুঁজি !
বুক-ভাঙ্গা হতাশার স্বর তাই বুঝি
ঢালিতেছে বনে বনে আকাশে আকাশে ।
মানস-আকাশে আজি ভেসে ভেসে আসে
আমারো সহস্র স্মৃতি, সন্ধ্যার কিরণে
রঞ্জিত মেঘের মত বিচিত্র বরণে ।
-কিসের আভাস এই স্মৃতি-ছায়া গুলি ?
জন্মান্তের কি কাহিনী গেছি সব ভুলি ।
মনে হয় কোন যুগে কোন দেশে যেন
কার সাথে ছিনু আমি ; মনে নাই কেন,
সে বড় আপন ছিল—প্রাণের সমান !
বুঝি তার মুখচ্ছবি শান্ত দু'নয়ান
ঢালিত নয়নে প্রাণে অমিয়-আসার !
বুঝি চির সুখময় পরশে তাহার
সে দেশে খুলিয়াছিল নন্দনের শোভা !
পুণ্যময় জীবনের সেই স্বর্গ-প্রভা

দশম সর্গ

কেমনে নিভিয়া গেল ?—বুঝি কোন দিন
বিকচ-কুসুম-ময়-শয়ন-নিলীন
আছিনু শয়ান সুখে ; বসি মোর পাশে
পরশি ললাট প্রীতি-সুমধুর হাসে
সে বুঝি চাহিয়াছিল মোর মুখপানে।
বসন্তের পৌর্ণমাসী জোছনার বানে
জগৎ ভাসিতেছিল ; তৃষিত চকোর
সুধা-পানে মত্ত ছিল, স্বপনের ঘোর
ঘনাইতেছিল ধীরে নয়নের 'পরে।
বিবশ ইন্দ্রিয়গুলি আবেশের ভরে
গলিয়া টুটিতেছিল ; মদিরার মোহে,
বিভল আপন-হারা হ'য়েছিনু দোঁহে।
সেই স্বপ্ন-ভঙ্গে বুঝি দেখেছিনু চেয়ে
চারিদিকে অন্ধকার আসিয়াছে ছেয়ে,—
ভাঙ্গিয়া সে মোহ-লীলা স্বর্গ-সুধা-ঢালা
কোথা মিলাইয়া গেছে স্বপ্নময়ী বালা।
তারপরে বুঝি আমি যুগযুগান্তরে
জন্মে জন্মে খুঁজিয়াছি অতৃপ্ত অন্তরে
পরাণ প্রতিমা-সমা সে নিরুপমায়'
সেই স্মৃতি আজি কিরে ভেসে আসে হায়

পরাণের মাঝে, শুনি পাপিয়ার রব ?
সেই সুখ—সে অমিয়—হাসি-জ্যোৎস্না সব
আজি কি আসিছে ভাসি বসন্ত-পবনে ?
তাই কিরে আজি—মোর হৃদয়ের বনে
জাগিয়াছে বসন্তের বিকাশ-উচ্ছ্বাস—
যৌবনের কামনার উছল উল্লাস ?
বুঝিনা রহস্য কিছু ;—শুধু বুঝি এই
এবার বসন্ত আর সে বসন্ত নেই।
জলে স্থলে নীলাকাশে নিখিল বাতাসে,
দূর দিগন্তের পারে, কাছে আশে পাশে,
ফুলে ফলে, তৃণে পত্রে, লভিছে প্রকাশ
কোন নব-জীবনের রসের বিলাস--
কোন গূঢ় আবেগের রোমাঞ্চ-লহরী
কে বলিবে দিকে দিকে উঠিছে শিহরি ?
এ সৌন্দর্য্য, এ লাবণ্য, ললিত সুষমা,
এ মাধুরী, এ আনন্দ, জ্যোতি নিরুপমা,
কোথা কোন কমলার লুটিয়া নিলয়
বসন্ত এনেছে হরি ?—এই সমুদয়
মধুর ঐশ্বর্য্য-রাশি নহে তো মধুর !
—এত আয়োজন !—কোন পরাণ-বঁধুর

দশম সর্গ।

প্রতীক্ষায় সাজিয়াছে প্রকৃতি রূপসী
বসন্ত-বিলাসবেশে ? যায় খসি খসি
বক্ষের বসন ঘন উচ্ছ্বাসের বশে,
প্রকাশিয়া কেলি-কলা-কৌতুকের রসে
প্রেমিকার প্রস্ফুটিত যৌবন-প্রসূন !
এইরূপে চণ্ডীদাস ভাবস্রোতোনীরে
ভাসি ভাসি অবশেষে আঁখি তুলি ধীরে,
চমকি হেরিল চাহি,- কহিতে কি কথা
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রামী—লাবণ্যের লতা !
জিজ্ঞাসিল চণ্ডীদাস—“কেন রামী আজ
পরিয়াছ এত ফুল ?—এই ফুল-সাজ
অপরূপ মনোহর কে দিল তোমায় ?”
চমকি বিস্ময়ে রামী উত্তরিল তায়—
“ফুল !—ফুল কোথা ?—কই পরি নি তো ফুল !”
চাহিয়া দেখিল চণ্ডী নয়নের ভুল ;—
কুসুম-মালিকা বালা, কুসুমের হার
পরে নাই, রূপ-জ্যোতি সর্ব্বাঙ্গে তাহার।

একাদশ সর্গ।

অসংযম।

বাসন্তী-কৌমুদী-তলে বসি একাকিনী
নীরব নিশীথে রামী; শশি-সোহাগিনী
প্রকৃতি নিমগ্না প্রেম-স্বপনের মাঝ।
"কেন রামী এত ফুল পরিয়াছ আজ?"—
সেই অপরূপ প্রশ্ন রামীর শ্রবণে
ধ্বনিতেছে অনিবার; কি ভাবিয়া মনে
কি কথা কহিল চণ্ডী!---ভাবনা বিধুর,
রস-মাতোয়ারা মূর্ত্তি, দৃষ্টি সুমধুর—
চণ্ডীর সে মত্ত-ভাব---সে অপূর্ব্ব ছবি,
অঙ্কিত আলেখ্য মত এখনো সে সবি
জাগিতেছে রামীর অন্তরে।—ফুলহার
ছিল না তো পরি রামী! কিন্তু দৃষ্টি যার
দেখেছিল ফুল, সে যে ফুলের দেবতা;
'ফুল-সাজ কোথা পেলে'?—কোমল সে কথা
ফুল-মধু-মাখা যেন; দৃষ্টি শান্তোজ্জ্বল
যেন শুধু তৃপ্তিময় পুষ্প-পরিমল!

একাদশ সর্গ

পুষ্প-কান্তি আহরিয়া শিল্পী সুনিপুণ
অই কমনীয়-কান্তি সু-তনু তরুণ
করেছে রচনা ; আশে পাশে রাশি রাশি
কুসুম তাহার ; ক্বচিৎ-স্ফুরিত হাসি
সেও ফুলবেণুময় ; নন্দন-নিবাসী
দেবতা সে পারিজাত-কুসুম-বিলাসী !—
দেবতা সে জীবনের মোর।—কাম্যনিধি
চির-জনমের, চির-পিপাসিত-হৃদি
তারি স্পর্শ-সুধা বাঞ্ছা করে নিরবধি। —
অই পাদ-পদ্ম-সেবা-অধিকার যদি
পাই ক্ষণেকের তরে, ধন্য মানি তবে
তুচ্ছ নারী-জন্ম মোর দুঃখময় ভবে।
মূর্খ অন্ধ দৃষ্টিহীন আমি অভাগিনী
ঘুরিতেছি সংসারের বনে একাকিনী.
কস্তুরী-কুরঙ্গী সম মহা-ভ্রান্তি-মোহে,
দেখিনা সম্মুখে মোর দিবানিশি বহে
প্রীতি-নিষ্যন্দিনী পূত মন্দাকিনী-বারি !
অজ্ঞাত-কামনা-মুগ্ধ বুঝিতে না পারি
কামনার কল্পতরু নয়নের 'পরে
প্রস্ফুটিত রহিয়াছে ফল-পুষ্প-থরে।

হৃদয়তো অই চায়। অই চণ্ডী মম
হৃদয়-মৃণাল 'পরে ফুল্ল-পদ্মসম
আছে ফুটি!—শুভক্ষণে বুঝিলাম আজ ;
করিছে অন্তর-তলে রহস্যে বিরাজ
মনোরম ছায়াচ্ছবি অই, কতকাল
কে বলিবে? অহর্নিশ করি কল্ কল্
ছুটিয়াছে কামনার তরঙ্গিনীচয়,
অই প্রীতি-সিন্ধু-মাঝে লভিবারে লয়.
দেখিতেছি স্পষ্ট আজি। পরাণের বঁধু
চিনিয়াছি আজি মোর, সুর-সুধা-মধু
যে মোরে করাবে পান, সুখ-শান্তি-আশা
অতৃপ্ত বাসনা যত অনন্ত পিপাসা
মিটাইবে চণ্ডী মোর—চণ্ডী যে আমারি !
কি দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তোর হায় ওরে নারী!
দেবতার পদস্পর্শ?—স্পর্দ্ধা তোর একি !
কে তুই?—অস্পৃশ্যা ঘৃণ্যা, ভেবে দেখ দেখি—
রজকিনী তুই যে লো গেছিস্ কি ভুলি?
লজ্জাহীনা, কি সাহসে কোন মুখ তুলি
কহিলি এমন কথা? শুনিলে সংসার,
পদতলদলিতার এই অহঙ্কার

জানিলে জগৎ, তোরে ঘৃণায় ধিক্কারি
এখনি এ রাজ্য হ'তে দিবে দূর করি।
হায় তবে কি করিব? জীবন-মরণ
আমার যে সর্বস্ব সকল শরণ,
সমস্ত পরাণ-মন অই পদতলে!
হৃদয়-ভ্রমরী মত্ত অই পদ্মদলে
আত্মহারা হয়ে হায়।—নাহি যদি পাই,
বাঁচিব না—কি করিব?—উপায় যে নাই।
মর্ তবে; একমাত্র মরণ উপায়;—
মরে' তো আছিস্ তুই অভাগিনী হায়।
—মরিব।—মরিলে যেরে পাইব না তারে।—
মরিব না; চাহি তারে,—তারে লভিবারে
জন্মে জন্মে করিব সাধনা. তার তরে
করিব তপস্যা যোগ গহন গহ্বরে
যুগে যুগে যোগিনীর বেশে আজীবন।
তারে যদি না পাইনু, মুগ্ধ প্রাণমন
সিক্ত যদি না হইল স্নিগ্ধ-শীধু-রসে
তার প্রীতি-পরশনে, আপন বলিয়া
না যদি তুলিল বুকে, আদরে গলিয়া
যদি না মরিনু সুখে, মোহে মূরছিয়া

যদি না পড়িল ঢলি কায-মন-হিয়া
অগাধ অমৃত-সরে, মরিয়া বাঁচিয়া
কাঁপিয়া জাগিয়া উঠি, মত্ত-আলিঙ্গনে
তাহারে বাধিয়া দৃঢ় সোহাগ-বন্ধনে,
বিভল পাগল পুন সমুচ্ছল বসে
যদি না মাতিনু, প্রতি অঙ্গ খসে' খসে'
যদি না মিশিয়া গেল আকাশের সনে,
জীবন-মরণ-লীলা স্রোত আবর্ত্তনে
ভাসিয়া ডুবিয়া,—তবে ব্যর্থ এজীবন !
—নারী জন্মে মোক্ষ সেই ! সকল সাধন,
সকল অর্চ্চনা-পূজা-ব্রত-আচরণ,
সব তারি লাগি ; সেবা ভক্তি-ভালবাসা,
কামনা-বাসনা-তৃষা সব সাধ-আশা
অই মুহূর্ত্তের লাগি,—সিদ্ধি তপস্যার,
সকল ব্রতের ফল ; সর্ব্ব-সমস্যার
মধুর খণ্ডন, অই অমৃত-মরণ !
আর যত সব মিথ্যা—তুচ্ছ অকারণ,—
ভ্রান্তির আঁধারে শুধু অনর্থ-প্রয়াস।
উঠি দাঁড়াইল বামা, ধবল সুহাস
আকাশ শোভিছে শূন্যে,—প্রশান্ত গভীর ;

একাদশ সর্গ।

নিশ্চল নিথর বিশ্ব : শান্ত-প্রকৃতির
বহে না নিশ্বাস-বায়ু ; আনন্দ কেবল
স্ফুরিতেছে চন্দ্রিকায় ফুল্ল নিরমল ;
পাতাগুলি গতিহীন, জ্যোৎস্না-প্রতিঘাতে
করিতেছে ঝলমল ; পুষ্প-বীথিকাতে
সুরভি সুন্দর বেল যূঁই ফুল গুলি
আপনার মনে শুধু হাসে মুখ তুলি।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাণী অবশেষে আসি
বসিল যেথায় ঝরা পাতা-ফুল-রাশি
পড়ি' কাঞ্চনের মূলে।—হৃদয়ে চাহিয়া
চমকি উঠিল ভয়ে ;—ছি ! ছি ! মত্ত হিয়া
নিজহাতে বাসনার চিতা সাজাইয়া
পুড়িয়া মরিতে চায় !—একি তৃষ্ণা জাগে !
মৃগ-তৃষ্ণিকার ছায়া নয়নের আগে
একি আজ !—পিশাচী প্রকৃতি ! কোথা মোরে
নিতে চাস্—সর্ব্বনাশী, মায়া-মোহ-ঘোরে
প্রবঞ্চিত করি ? কোথায় অভাব তাই
বল্ মায়াবিনি !—নাহি চাই—নাহি চাই—
নাহি তো অভাব কিছু ! ঐশ্বর্য্য আমার
দেখিস্ না !—ধনরত্ন অনন্ত অপার।

সঞ্চয়ের স্থান কোথা ?—দান শুধু, দান!
—দিব সব ;—রাখিতে পারে না আব প্রাণ !-
নদীতে ধরে না বাবি—বরষার বান !
—এস সখা, নিয়ে যাও ;—আর রাখিব না ,
নিয়ে যাও, নিশি নিশি আর জাগিব না,
তোমার সম্পদ লয়ে ,—সখা, আর যদি
না'ই লহ দান, তবে বসি নিরবধি
বহিব তোমাবি আশে—কিন্তু একবাব
ফিরে চেয়ে দেখে যাও—হৃদয়ে রমাব
কি আছে তোমাব তবে , চবণ-নখবে
বারেক পরশি যাও,—আশ্বাসেব ভবে,
তার পরে প্রতীক্ষিব—এইটুকু আশ !
জ্যোৎস্নাবিধৌত নীল নীবব আকাশ
ভাসাইয়া মুখরিয়া স্বরেব লহরে
বিরহিনী বিহঙ্গিনী দূব দিগন্তরে
কোথায় উড়িয়া গেল। আকাশেব পানে
পাতিয়া অলস-দৃষ্টি বিভল নয়ানে,
গ্রামান্তেব তরুশিরে নেহারিল রামী—
বসন্তের ফুল্ল চন্দ্র প্রায় অস্ত-গামী !
কি যে সুধাময় দৃশ্য—মদির-মোহন !

একাদশ সর্গ।

—অনির্ব্বচনীয় নেশা !—রামীর নয়ন,
রামীর মানস মত্ত উঠিল মাতিয়া
ক্ষণেক করিয়া পান ; বিচঞ্চল হিয়া
উদ্বেলি উঠিল আরো ; আবার পাপিয়া
গাহিল, নিস্তব্ধ শূন্য উঠিল কাঁপিয়া !
রামীর নয়নপথে চাঁদের মণ্ডল
উঠিল ভাসিয়া শান্ত ধবল উজ্জ্বল
অমৃতের স্বর্গলোক-রূপে ! নিরমল
সে দুর্লভ লোকে বসি জ্যোতির আসনে,
জ্যোতির্ম্ময় দেবদেহে, জ্যোতির বসনে
বিলাইছে সুধারাশি—ও যে চণ্ডীদাস।
মূর্চ্ছিত ইন্দ্রিয় সব, নিরুদ্ধ নিশ্বাস,
রস-ভাবাত্মিকা রামী অমৃতের দেশ
দেখিতে লাগিল !
প্রায় বিভাবরী শেষ
চন্দ্র গেছে অস্তাচলে ; তিমির-মগন
সারা বিশ্ব চরাচর—ভূতল গগন।

দ্বাদশ সর্গ।

বিশালাক্ষী।

আন্দোলিত আবর্ত্তিত মথিত মানস।
শত চিন্তা, শত ভাব, শত নব রস,
শত কল্পনার মায়া, তর্ক কুহেলিকা,
সহস্র বিচিত্র-সুখ-স্বপ্ন-প্রহেলিকা,
করিছে চণ্ডীর চিত্ত কেন অহরহ
বিব্রত বিধ্বস্ত এত ?—অশান্তি অসহ,
অনর্থক উদ্বেগ—আবেগ ; চণ্ডীদাস
কতমতে করিতেছে প্রশান্তি-প্রয়াস,
অবাধ্য হৃদয়, প্রাণ দুর্দ্দম দুর্ব্বার !—
সর্ব্বোপরি এক কথা আজ বারংবার
জাগিছে চণ্ডীর চিত ব্যথিত করিয়া।
কি করিনু হায় ! এই জীবন ভরিয়া ?—
কি কর্ত্তব্য, কোন ব্রত করি উদ্‌যাপন
কোন রত্ন...কি সম্পদ করিনু অর্জ্জন ?
—দেবীর চরণে দুটী কুসুম অর্পণ
করিয়াছি শুষ্ক প্রাণে—এই তো সকল ?

দ্বাদশ সর্গ।

জীবনের লক্ষ্য হায় হয় কি সফল
এই তুচ্ছ প্রাণ-হীন আচার-পালনে ?
এই জীবনের পথে দীর্ঘ সীমাহীন,
যাপিয়া আজন্ম এই এতগুলি দিন
কতটুকু অগ্রসর হইযাছি হায় ?
যেখানে আছিনু আজো বসিয়া সেথায়।
অর্থ-হীন এ জীবন গেছে ব্যর্থ হ'য়ে !
একে একে দিন মাস বর্ষ যায় ব'য়ে,
ফিরাতে তো শক্তি নাই ! যায় ফুরাইয়া
গণা দিনগুলি ; ফুলরেণু উড়াইয়া
এবারো বসন্ত গেল, মূর্ত্ত-সুষমার
মহোৎসব সমাপিয়া ; জীবন আমার
শুষ্ক শূন্য অন্ধকার সৌন্দর্য্য-বিহীন
বিমলিন ধূলিময় যথা চিরদিন,
তেমনি রহিল পড়ি !—কেন থাকি বাঁচি
এই নিষ্ফল জীবনে ? কি আশায় আছি
কা'র পথপানে চেয়ে ? দিন চলে যায়,
—আয়ু যায়—আশা যায়—চির-নিরাশায়
বিফলে জনম যায়—কি করিব হায় !
নিদাঘের ঝঞ্ঝাময় তপ্ত দিনমান

কখন ফুরায়ে গেছে, নাহি অনুমান ;
রজনী প্রহরাতীত ; আলো-অন্ধকার
শুক্লা পঞ্চমীর নিশি ; মুক্ত কালিকার
মন্দির-দুয়ার , চণ্ডী কবাটের গায়
ঢালিয়া অলস দেহ , বিহ্বল চিন্তায়।
মন্দ মন্দ সুশীতল নিদাঘ-পবন
বকুলের গন্ধলেশ করিয়া বহন
মন্দিরে পশিতেছিল ; একান্ত নীরব
চারিদিক্ ; অবিশ্রাম মৃদু ঝিল্লী-রব,
সুর-বাঁধা নীরবতা সহ ; কদাচিৎ
সুপ্তপ্রায় পক্ষিগণে করিয়া চকিত
খসিয়া পড়িতেছিল শ্লথ-বৃন্ত ফল,
মর্ম্মরিয়া কাঁপাইয়া ঘন পত্র-দল।
অর্দ্ধ-জাগরণে চণ্ডী অর্দ্ধ-তন্দ্রাবশে
হেরিল—অরণ্য ঘন ; (-ঘনান্ধ-তামসে)
আচ্ছন্ন সকল দিক্ ; কণ্টক-আঘাতে
বিক্ষত চরণ-তল ; কেহ নাই সাথে,
বন্ধুহীন সুদূর বিদেশে, নিরুপায়,
নৈশ অন্ধকারে চণ্ডী পথ কোথা পায়,—
হায় কে দিবে বলিয়া !—চকিতে সহসা

দ্বাদশ সর্গ।

উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি নাশিয়া তমসা
বিকাশিল উদ্ভাসিল বন! সবিস্ময়ে
হেরিল চমকি চণ্ডী—অপূর্ব্ব দৃশ্য এ!
—আবির্ভূতা বিশালাক্ষী দেবী!—জ্যোতিশ্ছবি
ক্ষণপ্রভা-রূপময়ী!—সুপ্রদীপ্ত-রবি
সহসা উদিত যেন ভেদি নিশীথিনী!
বিশালাক্ষী—কিন্তু সেই দৈত্য-বিমর্দ্দিনী
সংহারিণী মূর্ত্তি নাই—বিশ্ব-বিনাশিনী!
মাতৃ-স্বরূপিণী দেবী প্রশান্ত-হাসিনী
সেই মুখ—সে ললাট, সেই ত্রিনয়ন,
সেই নাসা, গ্রীবা, সেই শ্যাম-সুবরণ,
কনক-মুকুট সেই রহিয়াছে মা'র;
কিন্তু মাতা পরিয়াছে বহু অলঙ্কার,
কনক-খচিত রক্ত-কৌষিক-বসন,
ত্যজি বিবসনা-বেশ সেই শিবাসন।
সস্নেহে সম্ভাষি মাতা স্তম্ভিত চণ্ডীরে,
বীণা-কণ্ঠে, শান্তস্বরে কহিলেন ধীরে—
"গভীর রহস্য কথা কহিবার তরে,
এ নিশীথ-অন্ধকারে, কানন-ভিতরে
আমিই এনেছি তোমা মায়ায় ছলিয়া।

উঠিতেছে চিত্ত তব সদা চঞ্চলিয়া
অজ্ঞাত উদ্বেগ-ভরে,—শান্ত করি চিত
শুন বৎস, কহি যাহা হ'য়ে অবহিত।—
তোমার ভক্তিতে, পূজা-অর্চ্চনায় তব
পরিতুষ্ট তৃপ্ত আমি ; ব্রতে অভিনব
প্রদানিব উপদেশ আজি ; সমাপন
হইয়াছে এ পূজা তোমার ; উদ্‌যাপন
করিবাবে নবব্রত হও অগ্রসর।
নিতান্ত দুরূহ ব্রত ; জ্ঞান-অগোচর
দেব-মানবের—সূক্ষ্ম নিগূঢ় জটিল,
দারুণ দুর্গম পথ পিচ্ছিল পঙ্কিল।
কিন্তু যদি একবার পার প্রবেশিতে
সেই গুপ্ত স্বর্গ-ধামে—অমৃত-পুরীতে,
আনন্দের শ্রেষ্ঠ যাহা—সৌন্দর্য্যের সার,
সুর-নর-বাঞ্ছা সেই সুধা ভুঞ্জিবার
চির-অধিকার পাবে ; সেই উপদেশ
এসেছি তোমারে দিতে ; সন্দেহের লেশ
রেখ না হৃদয়ে। দিব্য-রস সমুজ্জ্বল,
মহাভাব, শ্রীরাধার প্রেম সুনির্ম্মল,
গোলোকের চন্দ্রকান্ত-মণি, আহ্লাদিনী

দ্বাদশ সর্গ।

শক্তি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-আনন্দ-রূপিণী—
—সেই প্রেম পরকীয়া-প্রীতি বৃন্দাবনে,—
সেই প্রেম শ্রীকৃষ্ণেরে ব্রজাঙ্গনা-গণে
আস্বাদন করায় নিয়ত ;—গেছে ভুলে
মানব সে প্রেমের আস্বাদ ; পুন খুলে
সে রস-সম্পুট তুমি দেখাও সংসারে,
অপার্থিব প্রেম সেই ; তাহার প্রচারে,
ধন্য হও, ধন্য কর বিশ্ব-নর-নারী।"
নীরবিলা দেবী, হর্ষ-রোমাঞ্চ সঞ্চারি
চণ্ডীর সকল দেহে, বিচঞ্চল-স্বর,
উত্তরিল চণ্ডী—"মাতঃ ! ক্ষুদ্র-মতি নর,
গোলকের মহাভাব পাইব কোথায় ?
হেন পুণ্য কি করেছি মাতঃ ! আমি যা'র
ধন্য হব মহামৃত পিয়ে ?" "ধন্য তুমি—"
কহিলা জননী—"তব মনোবনভূমি
পুণ্য-বৃন্দাবন ; সেই প্রেম-পূর্ব্বাভাস—
উষার প্রথম রশ্মি হৃদয়-আকাশ
রঞ্জিত করেছে তব ; রামীর পরশে,
ভাবময়ী রূপসীর অনুরাগ-রসে
পরিস্ফুট হবে প্রেম তব ;—শুদ্ধা প্রীতি

উপজিবে ; অনুরক্ত হ'ও তার প্রতি ;—
প্রেয় তব, শ্রেয় তব, রামীর প্রণয়—
নির্ম্মল পবিত্র স্বচ্ছ ; উপেক্ষার নয় ;
রামী দাসী রজকিনী, ভাবিও না মনে ,
মিশাও হৃদয় অই হৃদয়ের সনে ;
রামীর প্রাণের স্পর্শ তব স্পর্শ-মণি,
পরশনে পাবে প্রাণে মুহূর্ত্তে অমনি
প্রীতি সার-মহাভাব-রস-আস্বাদন ।"
তমিস্র গগন-বক্ষে ঘন-আচ্ছাদন
ছিন্ন করি তীক্ষ্ণ-শিখা বিদ্যুতের লতা
ঝলকিয়া চমকিয়া কেঁপে উঠে যথা
বাশুলীর বাক্যগুলি তেমনি করিয়া
উঠিল ঝলকি,—পুলকিয়া শিহরিয়া
চণ্ডীর চঞ্চল প্রাণ আনন্দে বিস্ময়ে ।
কহিতে লাগিলা দেবী—"শুন স্থির হয়ে :
অনুরক্ত হও যদি রজকীর সনে
ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-অপালনে
পাপ হবে, ভাবিও না ;—ধর্ম্ম সামাজিক,
লোক-নীতি,—স্বল্প-নীর গোষ্পদ ক্ষণিক,
কোথা মিলাইয়া যাবে, স্বর্গ হ'তে ষরে

দ্বাদশ সর্গ।

প্রেম-জাহ্নবীর ধারা কল্লোলের রবে
দুর্দ্দম উচ্ছ্বাস-বেগে, উদ্দাম বিপ্লবে
বিপ্লাবিয়া দিবে চিত্ত তব, কোথা রবে
লোক-ধর্ম্ম, কোথা রবে তুমি সে সময় ?—
ডুবে যাবে সিন্ধু-নীরে পূর্ণামৃতময় !
ক্ষুদ্র সাধ, ক্ষুদ্র লক্ষ্য, ক্ষুদ্র-কীট কাম
ধ্বংস হয়' যাবে ক্ষণে ! দিব্য পুণ্য-ধাম
অনাদি অক্ষয় প্রেম—শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়.
অপবাধ কবিও না কবিয়া সংশয় ।
সৌন্দর্য্যের উপাদানে মাধুর্য্যেব রসে
করি বিভাবিত দেব-প্রতিভা-পরশে
হইয়াছে বৎস তব বচিত মানস ,
গোপীব সাধন-ধন সেই ব্রজ-রস
তোমাবি সুসাধ্য জেন ।"—"জানিনা জননী
আশ্বাসে বিশ্বাস শুধু ; হই যদি ধনী
তব আশীর্ব্বাদে সেই গোলকের ধনে,
জগতেব পিপাসিত নব-নারী-গণে
কেমনে বিলাব মাতঃ অমৃতের রাশি ?"
"বসন্তে আনন্দ-ধারা প্রবাহিয়া আসি
আন্দোলিয়া যবে. বৎস, কোকিলেব প্রাণ

পুলকে নাচায়ে তোলে, সে আনন্দ-বান—
স্বত-উৎসারিত স্রোত সঙ্গীতে উচ্ছল
কলকণ্ঠে শত ধারে ঝরে অবিরল
দেখিয়াছ ; সেইরূপ বীণার নিস্বনে,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সদা, অজস্র মূর্চ্ছনে—
নানা গ্রামে—নানা স্বরে—সুরে-রাগিনীতে
বাণী-বীণা-ছন্দোময়ী ললিত-বাণীতে,
ঝরিবে অমিয়-কান্ত তব কণ্ঠ হ'তে
সেই সঞ্জীবনী-প্রেম লীলায়িত স্রোতে।
কি মহাসৌভাগ্য তব ভাব একবার—
সর্ব্ব-রস-রূপ যিনি প্রেম-পারাবার,
শ্রীরাস-বিহারী কৃষ্ণ যবে শ্রীরাধার
অপূর্ব্ব সে প্রণয়ের ঋণ শুধিবার
বাঞ্ছা করি রাধা-ভাবে হইয়া তন্ময়
অবতীর্ণ হইবেন, সেই পুণ্যময়
প্রেমানন্দ-পূর্ণ যুগে দেব ভগবান্
তোমার মধুর প্রীতি-গীতি-রসপান
করিবেন দিবানিশি, ভক্তগণ সনে
তব পূত প্রেম-গাথা প্রেমোন্মত্ত মনে
গাহিবেন, নাচিবেন রাধা-প্রেমে ভোর!

সার্থক-জীবন তুমি হইবে অমর
সেই প্রেমামৃত-স্পর্শে, প্রেম-স্বর্গ-লোকে
জ্বলিবে অনন্ত কাল যশের আলোকে"।
শুনিতে শুনিতে চণ্ডী হ'ল রোমাঞ্চিত
আবেশ-রভস রসে; শিহরিত চিত
হরষ-উন্মাদ ভরে;—নূপুর-শিঞ্জন
রুণ্ রুণ্,—বাণা-স্বন সুরস-সিঞ্চন
সহসা শ্রবণে চণ্ডী শুনিতে লাগিল;—
সহসা নয়নে যেন ঝলসি জাগিল
অপ্‌সরো-নিন্দিত-ভাতি যুবতীর দল,—
নৃত্য করে বিরচিয়া শ্রীরাসমণ্ডল;—
বর্ণ-বিভা ক্ষণকাল করি ঝলমল্
মিলাইল ধীরে ধীরে বিজলী-বিকাশ!
ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়ে মুগ্ধ চণ্ডীদাস
ভাবিল— দেবীর কথা শুনিতে শুনিতে,
আনন্দ-পুলকে, সেই স্বরের সঙ্গীতে,
স্বপন দেখিতেছিনু হারাইয়া জ্ঞান;—
সেই ক্ষণে করিয়াছে মাতা অন্তর্ধান।
—কিন্তু জননীর সঙ্গে সেই যে সাক্ষাৎ,—
সেই চমৎকার আবির্ভাব অকস্মাৎ,—

সে কি সত্য ?—না বিকৃত কল্পনা-উৎপাত ?
মিটি মিটি দীপ-শিখা মন্দিরের কোণে
তখনো জ্বলিতেছিল, শিথিল নয়নে
চাহিয়া দেখিল চণ্ডী—কালীর মূরতি ;
কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ ;—জীবন্তঃ স্ফূরতি
ঝলসে এখনো মুখে—সচলা প্রতিমা !
—নহে শুধু স্বপ্ন-মোহ ! অব্যক্ত মহিমা
জননীর ; ক্ষুদ্র-মতি কোথা পাবে সীমা ?
—'প্রেয় তব শ্রেয় তব রামীর প্রণয়'—
জননীর সেই বাণী—সারা প্রাণময়
এখনো শুনিছে চণ্ডী ; সেই বীণা-ধ্বনি
শিরা-উপশিরা মাঝে উঠিতেছে রণি—
রামীর প্রাণের স্পর্শ তব স্পর্শ-মণি !

ত্রয়োদশ সর্গ।

রস-বৈচিত্র্য।

বাসনা-শাসনে ধর্ম্ম ;—কামনা-বিজয়
জীবনের চির-ব্রত—পুণ্যের আশ্রয় ;—
সংযমে সাধনা ভবে !—কিন্তু কিন্তু হায় !
কি রহস্য-সিন্ধু-তলে ডুবালে আমায়
হে জননি। একি অপরূপ অনুমতি !—
অনুরক্ত হব আমি ! অনুরাগ-রতি
জাগাব হৃদয় মাঝে, আদেশ তোমার।
তাই কি পরাণে আজি নব বাসনার
নবীন অঙ্কুর জাগে।—রামীর লাগিয়া
তাই কি হৃদয় আজ উঠিল জাগিয়া
অলস নিদ্রার পরে ?—তুমি তো সদাই
দেখিছ অন্তর মম !- কিছুই তো নাই
গোপন নয়নে তব, হে অন্তর্যামিনি !—
সে যে মিথ্যা কথা ! সারা দিবস-যামিনী
ভাবি যে রামীর কথা, দেবাদেশে সেকি ?
—শুধু সে বঞ্চনা ! তুমি হাসিতেছ দেখি !

জ্বলিতেছি আকাঙ্ক্ষার ঘোর হুতাশনে;
কর্ত্তব্যের জ্ঞান-লেশ কোথা মোর মনে?
প্রাণ জুড়ি ঝঞ্ঝা বাসনার! কাম্য রামী
জীবনের বলিতেছে প্রাণ!—ধন্য আমি,
কামনার সাধনাই ব্রত-ধর্ম্ম যার!
ত্যাগে বিসর্জ্জনে ধর্ম্ম—সে নহে আমার?
নিবিড় রহস্য! নাহি পারি বুঝিবার!
—এই প্রেম খুলে দিবে বৈকুণ্ঠের দ্বার?
ধর্ম্মের সঙ্গিনী হবে রামী এ জীবনে?
প্রীতির নন্দন আছে কোন বৃন্দাবনে
দেখাইবে রামী—গোপী-প্রণয়-রঙ্গিনী?
এই রামী বৃন্দাবন-স্মৃতি-তরঙ্গিনী?—
যার লাগি প্রাণে আজি জাগে উন্মাদনা?
যার লাগি জ্বালাময় মধুর বেদনা
জাগে চিত্তে অকারণে?—যারে হয় মনে
সৌন্দর্য্যের সফলতা এ বিশ্ব-সৃজনে!—
নিখিল-লাবণ্যময়ী ললিত-প্রতিমা—
লীলাময় বসন্তের রূপ-মধুরিমা?
শান্ত-স্মিত আননের প্রতিভা-বিভাস,
নয়ন-কিরণ যার করিছে বিকাশ

ত্রয়োদশ সর্গ।

তমোময় জীবনের অমা-রজনীতে
শারদ-চন্দ্রিকা শুভ্র ? দগ্ধ শুষ্ক চিতে
ঊষর বালুকাময় মনোমরুতলে
কলরবে ভাব-গঙ্গা তরঙ্গিয়া চলে
যার ইন্দ্রজালে ? দুই তীরে শোভা পায়
কুসুম-বীথিকা ?—দুঃখ ভরা এ ধরায়
জনম সার্থক—সব দুঃখের কুয়াসা
ইন্দ্র-ধনু-বর্ণ-ময়ী স্বর্গ-সুখ-আশা
হইয়াছে যার রূপে ? সর্ব্ব-তমো-নাশা
রূপের পরশে যার আজি মনে হয়
নহে দুঃখময়—নহে নিরানন্দময়
সংসার ভবন ?—অসুন্দর কিছু নয়
কদর্য্য কুৎসিৎ, এই অসীম জগতে ?
মায়াঞ্জন-উন্মীলিত নয়নের পথে
কি চিত্র খুলেছে আজ।—রম্য সরোবর
সুষমার অসীম নিবাস ! নিরন্তর
লক্ষ কোটি রস-রূপ-লীলার কমল
ফুটিতেছে অই স্বচ্ছ জলে নিরমল !
স্বচ্ছ জল কাঞ্চন-বরণ ! কোথা তল ?
অতল অনন্ত নীর—রূপ-রসাতল।

লুব্ধ দৃষ্টি ডুবি ডুবি যত নামি যায়
তত নব নব রূপ অরূপ-বিভায়
বিভাসিছে !—পিপাসাও মেটে না দৃষ্টির,
সীমা-শেষও নাহি পাই এ রূপ-সৃষ্টির।
মাধুর্য্যের রসামৃত-সিন্ধুর প্লাবন
মহাশূন্য অন্তরীক্ষ এ বিশ্ব-ভুবন
উচ্ছলি ডুবায় আজ ! আমি ক্ষুদ্র মীন
অসীম-তিয়াষাতুর সদা তৃপ্তি-হীন
সে অনন্ত রসাসব অমৃতের সার
দিবানিশি পান করি, তুবন্ত আশার
তবু শান্তি নাই ! কিন্তু একি অসম্ভব—
এ অশান্তি নিরন্তর করিছে উদ্ভব
আনন্দের অন্তহীন উৎস প্রাণে তবু—
পুলকের প্রস্রবন !—আছে শেষ কভু
এ আশার—এ রসের—এই হরষের,
হয় না তো মনে ! আজ সব দরশের,
পরশের, শ্রবণের, ক্ষোভ বাসনার—
নাসার সৌরভ-সাধ স্বাদ রসনার—
সব কাম মরে' গেছে ! আজি অবসান
যুবতী-যৌবন মদ করিবারে পান

ত্রয়োদশ সর্গ।

কাম-উদ্দীপনা ; সব ইন্দ্রিয়-লালসা
মন্মথের মোহাবেশ, আশা মদালসা,
পূতি-পঙ্ক ক্রিমি-সম জাহ্নবী প্লাবনে
কোথায় ভাসিয়া গেছে আজি এ জীবনে!
—প্রাণময়—প্রেমময়—রসময় আজ
বাশুলী-আশীষে আমি ; করিছে বিরাজ
জীবনের রাজা হ'য়ে নব-রসরাজ
নবীন কন্দর্প এক !—কোথা তার বাস ?
প্রকৃতির পরপারে ,—শ্রীরাস-বিলাস
যে করায় শ্রীগোকুলে—বৃন্দাবন নাম।
কৃষ্ণ-কান্তা-নিচয়ের চিত্তে যেই কাম—
আনন্দ-চিন্ময়-রস ; সেই রসধাম
বসাইল প্রাণমন ; আজি লভিলাম
নব জন্ম, নব দেহ, রসের মূরতি ,
রস-সৃষ্ট প্রতি অঙ্গ ; কামের বসতি
প্রতি অবয়বে ; লালায়িত রতি-তরে
অশান্ত কামনা ; তুরন্ত লালসা-ভরে
বিচঞ্চল চিত, কা'র রস-স্পর্শ-কামী ?
—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী—রসময়ী রামী,
তারি স্পর্শ চাহে,—চাহে সম্ভোগ তাহার।

মাধুরীর মহারাণী, প্রীতির আধার,
মহাভাব-রূপা রামী, রস শরীরিণী
প্রাণময়-প্রবাহিনী, চিত-সঞ্চারিণী,
রামী আজি মোর। মুগ্ধ আঁখি অনুক্ষণ
প্রীতি-জ্যোতি-বিচ্ছুরিত রূপ নিরীক্ষণ
করিতেছে তৃপ্তি-হারা ; নলিন-নয়ন
ললাট উজ্জ্বল স্বচ্ছ কনক-দর্পণ ;
কোমল কপোলে কম-কোকনদ-বিভা
বিকচ সরস ; রক্ত ওষ্ঠাধর কিবা
রস-পরিমল-ভরা কুসুমের দল !
বিকসিত উরসের সরসী তরল
ভাব-সমুচ্ছ্বাসে দুলি উঠিছে উচ্ছ্বসি
ফুল্ল সরসিজসহ, মানস-সরসী
যেমন দুলিয়া উঠে বসন্ত-সমীরে.
কনক-কমল-কলি দুলি উঠে ধীরে
তরঙ্গ-পরশে যথা !—অনন্ত এ রূপ !—
তবু পলে পলে বাড়ে কান্তি অপরূপ !
পরাণ সম্ভোগ লাগি বিভোর বিভল ;
আলিঙ্গনে অই দেহ-লতা সুকোমল
বিকম্পিত ভুজপাশে বাঁধিবারে চায়

কম্প্র-বক্ষ-মাঝে ; উনমত্ত কামনায়
প্রতি অঙ্গ মাগে প্রতি অঙ্গের পরশ ;
স্ফুরিত কম্পিত অই অধরের রস
অধর ভুঞ্জিতে চাহে ; নিত্য নিরন্তর
ভুঞ্জিতেছে অই রস তৃষিত অন্তর
তবু সদা সম্ভোগের সাধ ! কি মোহিনী
বামীর সুষমা। অগ্নিশিখা-স্বরূপিণী,
বর্ণজ্যোতি শারদীয়-শিশির-শীতল !
জীবনের সব মোহ, সংশয় সকল
নাশি সম্মোহিনী তবু ; সকল পিপাসা
সব সাধ মিটাইয়া ভোগাকাঙ্ক্ষা-আশা
জাগাইছে, অসীম কামনা ; উত্তেজিত
কবি প্রাণ, জড় চিত্ত করি উদ্বেজিত,
আড়ষ্ট আবিষ্ট পুন করে ক্ষণে ক্ষণে ;
সঞ্জীবিয়া সুধারসে, মরণ-ঔষধি
কি কুহকে করাইছে পান নিরবধি !
ডুবাইছে ভাসাইছে পলকে পলকে,—
কাঁদাইছে হাসাইছে আনন্দ-পুলকে !
কি সুন্দর লীলাময়ী রামী মরি মরি !
কারুণ্য তারুণ্য আর লাবণ্য-লহরী,

সেই অমৃতের রসে সদ্য স্নান করি
আছে দাঁড়াইয়া রামী!—বর অবয়ব
ঝলকিছে—অনঙ্গের সৌন্দর্য্য-উৎসব!
পরিয়াছে সরমের রক্ত-চীন-বাস;
ফুটিতেছে দীপ্ত-অনুরাগের আভাস
সে লাজ বসন-মাঝে; মানের কাঁচলী
ঢাকিয়া রাখিতে বুক খুলিছে কেবলি!
সৌন্দর্য্যের কুঙ্কুমের স্নিগ্ধ বিলেপনে,
কান্তির কর্পূর আর প্রীতির চন্দনে
সুরভিত সর্ব্বদেহ মৃগমদময়!
রাগ-তাম্বুলের রাগ স্মিত ওষ্ঠদ্বয়
করিছে রঞ্জিত; চারু নয়নযুগল
কুটিল-কজ্জলে চারুতর ঢলঢল;
উচ্ছ্বাসের বশে কভু রোমাঞ্চিত কায়;—
ললাটে তিলক-বিন্দু; কুসুম-মালায়
ত্রিবলি-লাঞ্ছিত-কণ্ঠ সদা শোভা পায়!
মরি! মরি! একি রস-রূপ! বাশুলী মা
একি লীলা তোর! একি রূপ-মধুরিমা
খুলে দিলি হৃদয়ে আমার; এ গরিমা
নহে তো ধরার! কে মা তুই হে জননী?

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনাদি বৈষ্ণবী-শক্তি সর্ব্ব-রস-খনি
তুই যে মা, ভুলেছিনু আমি ভ্রান্ত-চিত।
গুপ্ত লীলাদ্বার কি মা করি উন্মোচিত
দেখাস্ সে অপরূপ ব্রজ-রস-ছবি ?
কে মা রামী ?—রূপ যার স্নিগ্ধ বাল-রবি
আনিল জীবনে আজ উষা মনোরমা ?
নিত্য-লীলা-নর্ম্ম-সহচরী কি গো রমা ?—
ব্রজরামা রমণীয়া প্রীতি-রস-রতা ?
রামী কি চম্পকলতা—মঞ্জু মঞ্জুলতা ?—
রহস্য বুঝিনা কিছু ; কিন্তু প্রাণে মম
যে রস যে রূপ-ভাতি কান্তি নিরুপম
উছলিছে বিকাশিছে মনঃ-প্রকৃতির
অগোচর ইহা—চিন্তা-ভাবানুভূতির
অতীত এ অনুভব ;—প্রাকৃত প্রীতির
নহে তুলনীয়—কিম্বা সম্ভোগ রতির ;—
প্রগাঢ় প্রভেদ ;—ইহা নহে নহে কাম ;
নহে দেহ-বৃত্তির এ তৃপ্তির আরাম !
প্রেম নহে ; স্নেহ নহে ; নহে ত প্রণয়—
রূপসীর রূপমোহে যাহা প্রাণময়
জাগে যুবকের ;— নহে ইহা ভালবাসা ;

কোথা এর নাম—কোথা এর কথা-ভাষা ?
—কিছু নহে তবু সব ; বুঝি না এ রীতি :
প্রেম এ যে—স্নেহ এ যে—এযে রে পিরীতি,—
এ যে কাম—এ যে মোহ—এযে ভোগ রতি !
সব প্রহেলিকা—সব ছায়াময়ী জ্যোতি।
ভাবময়ী রাধী—তার প্রাণের পরশে
প্রেমের পরম-সার মহাভাব-রসে
পরিপূর্ণ হবে প্রাণ মোর, এ আদেশ
দিয়াছেন দেবী ; তাই আজি এ আবেশ
আসিছে কি প্রাণে ?—সেই মহাভাব-রস
এমনি কি কিছু ? ব্রজ-গোপীর মানস
যেই রসে—যেই সরে সাঁতাবে নিয়ত,
সেই রসাস্বাদ—সেই প্রীতি-অমিয় ত
গোপী বিনা লভিবাবে কেহ নাহি পাবে !
কে বলিবে সেই তত্ত্ব ? তবু বারে বারে
হইতেছে মনে যেন পাবিব বুঝিতে ;
আর যেন বেশী দিন হবে না খুঁজিতে !—
যেন বুঝিতেছি—যেন বুঝিয়াছি—না না,
পাইয়াছি—এই—এই—আহা ! কি জোছনা
ধীরে ধীরে ফুটেরে হৃদয়ে! বরষেরে

ত্রয়োদশ সর্গ।

পীযূষ-আসার!—মরি মরি সরসে রে
অবশ মানস!—এই—এই—কোথা?—কই?—
সহসা মিশায়ে যায়—যায়—অই—অই!
—কেন না মরিনু হায়! অই সুধাময়ী
জ্যোতি যবে—না না—এই—এই সে কিরণ
ফুটিতেছে পুন—পুন করে বিকীরণ
সেই সুধা—একি! একি! কনক-কমল
বিকশিছে দলে দলে!—ফুল্ল অষ্টদল!
অষ্টদলে নায়িকারা হাসিতেছে মরি!—
মধ্যে চারু রত্নাসনে কিশোর-কিশোরী
চাহিয়া দোঁহার পানে দুহু মাতোয়ারা!
কালিন্দীর মৃদু-মন্দ তরঙ্গিত ধারা
কি সুন্দর বহিতেছে মণ্ডল-আকারে!
রাজহংস রাজহংসী সদা কেলি করে
দুলিয়া তরঙ্গসনে; কি সুরম্য-ধাম!—
কালিন্দীর স্রোতোমণ্ডলিত অভিরাম।
—চমৎকার দেশ!
হ্রস্ব নিদাঘের নিশি
হইয়াছে অবসান; ভাসে দিশি দিশি
উষার কিরণ; বহে ধীর সমীরণ

বকুলের পরিমল করি আহরণ ;
দয়েল ঝঙ্কার দেয় ; পঞ্চম লহর
পাপিয়ার দশদিক্ করিছে মুখর ;
চণ্ডীর কুটিরে রামী প্রভাতে পশিয়া
ডাকিল কি কাজে ; চণ্ডী উঠিয়া বসিয়া
নেহারিল—রজনীব স্বপ্নবিলাসিনী
উষাসমা শোভিতেছে সুচারু-হাসিনী।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

ভাব।

নিদাঘের খরতর নিদারুণ দাহ
দহিতেছে তরুলতা ; পবন-প্রবাহ
সঞ্চরিছে সচঞ্চল, ক্লান্ত প্রকৃতির
সন্তাপ করিতে দূর ; বন-ব্রততীর
নিবিড় বেষ্টনে যেথা নব আম্রবন
রচিয়াছে চারু-কুঞ্জ, ভাবাবিষ্ট-মন
একাকী বসিয়া চণ্ডী নব-দূর্ব্বাসনে ,
উপরে হরিদ্রা-পাখী কলবংশীস্বনে
ঝঙ্কারিছে ঘন ঘন !

ব্রজ-লীলা-কথা
ভাবে চণ্ডী—কোথা ব্রজ—বৃন্দাবন কোথা ?
যুগল-মূরতি সেই কিশোর কিশোরী,—
কৃষ্ণ প্রেমময়, রাধা প্রেমের লহরী।
অনন্ত মিলনে সেই অনন্ত বিরহ।
নিত্য প্রেম-লীলা ; সেথা অহরহ

ফিরিতেছে হাসি হাসি সহচরী-সহ
সেবা-আয়োজন-কাজে নিয়ত নিরতা
ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী—সৌন্দর্য্যের লতা,
সুচারু চম্পকলতা—সখী শত শত ;
রামীও ত একজন তাহাদেরি মত
লীলা-সহচরী ধনী রাধা-প্রণয়িনী।
—কে আর হইবে রাধা-প্রীতি-প্রদায়িনী
ব্রজাঙ্গনা বিনে ?—রামী মোরে যাবে নিয়া
সেই লীলা-রহস্য-নিলয়ে, প্রদানিয়া
সঙ্গ-সুধা !—কিন্তু কেন ?—কেন রামী মোরে
রাখিবে রাগের পথে সঙ্গে সঙ্গে করে' ?
—কেহ নই আমি ; নাই কোনো পরিচয় ;
নাহি স্নেহ ; বন্ধু সখা মিত্র কিছু নয় ;—
প্রীতি ভালবাসা প্রেম বহুদূরে সে ত !
বাহিরে সংসার-কাজে শুধু পরিচিত
দুদিনের তরে। ভালবাসা যার সনে,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা, সদা জাগিতেছে মনে
যার মুখ, যার হাসি-কথা, শুধু তারে
সাথে সাথে দিবানিশি চাই রাখিবারে।
যা-কিছু সুন্দর প্রাণে যাহা-কিছু প্রিয়,—

চতুর্দ্দশ সর্গ

স্নেহ, ভাব, প্রীতি, প্রেম, প্রণয়-অমিয়,
যা-কিছু জীবনে সব, করি উৎসর্জ্জন
তারে, যে হৃদয় রাজ—হৃদয়-রঞ্জন ;
আমি তো বামীর নহি হেন কোন জন !
যে সুধার অধীশ্বরী রামী, সেই সুধা
কেন রামী দিবে মোরে তৃপ্তিহীন ক্ষুধা
মিটাতে প্রাণের মোর ? কেন বামী হায় !
বন্ধু বলি সঙ্গে সঙ্গে বাখিবে আমায়
অন্তরের কাছে কাছে ? রাখিবে না কভু ?
রামীর অমিয়-সঙ্গ চাই চাই তবু !
আসিবে আসিবে বামী পরাণের কাছে ;
সেই আশা-পথে প্রাণ সদা বসি আছে
যুগে যুগে : ভালবাসা মিথ্যা আশা নয় ;—
আকাশের তাবা টানি আনিবে প্রণয় ;
এ প্রীতি অপরাজিতা ; ধরা দিতে হবে
কুসুম-বন্ধনে এই ; কিন্তু হায় কবে
হৃদয়ে হৃদয়ে হবে পূর্ণ পরিচয় ?
—পরাণে পরাণে সেই চির-পরিণয়
কবে হবে দুজনার ? দুটী যুগ্ম-বীণা
চিরদিন সুর-লয়-বিবাদ-বিহীনা

ধ্বনিব সঙ্গীতে ; দু'"টী গিরি-তরঙ্গীণী
আলিঙ্গিয়া কলোচ্ছ্বাসে কৌতুক-রঙ্গিণী
উল্লাসে বহিব সদা হ'য়ে আত্ম-হারা ;
উজ্জ্বল জ্যোতির কণা দু'টী নীল-তারা
কিরণ-অঙ্গুলি দিয়া ধরি পরস্পরে
অবাক্ রহিব চাহি ; শুধু আঁখি 'পরে
জ্বলিবে আঁখির আলো জ্বল্-জ্বল্ করে' ;
দুটী বিহঙ্গিনী বসি মুকুলিত ডালে
একই প্রীতি-গীতি গাব নানা সুরে-তালে
বসন্তের সন্ধ্যা-বেলা কণ্ঠ মিলাইয়া ;
দুজনার দুটী প্রাণ দিব বিলাইয়া
দুজনায় ; পুন তাহা ফিরাইয়া নিব
পুন দান করিবারে ; নতুবা কি দিব—
কি দিয়া করিব প্রেম ? সেই দিন হায়
আসিবে কি এ জীবনে ? পুন নিরাশায়
হৃদয় আকুল হয় ; কখনো কি রামী
ধ্যানের আসন হ'তে আসিবে না নামি
আশা-মুগ্ধ চণ্ডীদাসে ধন্য করিবারে ?
তা কি হয় কভু ? হায় ! সেই অধিকারে
একান্ত বঞ্চিত আমি ! রামীর মতন

চতুর্দ্দশ সর্গ।

কিছুই তো নাহি মোর! বৃথাই যতন
এই মিলনের—এক অঙ্গ, এক দেহ,
এক গতি, চেষ্টা, ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সন্দেহ,
এক মন, প্রাণ, আশা, ভাষা এক স্নেহ,
এক হাসি, অশ্রুজল, তবে তো প্রণয়!
নতুবা সকলি মিথ্যা কিছু কিছু নয়।
বুঝিনা কি-রূপ আমি; স্বামীর স্বরূপ
দেখিতেছি—নিরমল স্নিগ্ধ রস-কূপ;—
টলটল্ ঝলমল্ কাঁপে অনিবার—
তরুণ তরল।—ভরপূর-রূপ-ভার
ধরিবার ঠাঁই নাই—করে ঝিক্‌মিক্
কিরণের অণু-রেণু! আঁখি অনিমিখ্
দৃষ্টিহীন হয়ে যায় জ্যোতি-প্রতিঘাতে!
এই স্বামী মোর হবে?—এই দুরাশাতে
বসে' আছি মোহে মজি। এও কি সম্ভব?
—এই জাগরণ—এই মত্ত অনুভব
জীবনে অপূর্ব্ব ইহা কি করিব লয়ে'
স্বামী যদি নাহি রহে মানস-আলয়ে
কমলার মত সদা?—মনোরমা রমা
কমনীয়া নমনীয়া কমলার সমা

অনুপমা অবনীতে ;—অমল কমল
চির-বিকশিত ; তবু পল-অনুপল
ফুটিতেছে ফুটিবে সে যেন চিরদিন !
আমি যেরে শুষ্ক পত্র সদা লক্ষ্যহীন,
উড়িতেছি পবন-তাড়িত ; প্রীতি-লতা
পল্লবিনী ফুলদল-মুকুল-ললিতা
দুলিতেছে দল্‌মল্‌—পরিমল-রাশি
লুটিতেছে দশদিশি সমীরণে ভাসি !
আমি যেরে দগ্ধ তরু নীরস কঠোর
পুষ্পপত্র-কান্তিহীন—মিথ্যা আশা মোর !
রামী প্রেমময়ী ব্রজলীলা-বিলাসিনী,
রসের হিল্লোল—রাধা-রস উল্লাসিনী !
আমি যে প্রবাহ-হীন সমল আবিল
বিগলিত পল্বলের পঙ্কিল সলিল ।—
তাই যদি, এ মিলন হবে তবে কিসে ?—
পাশরি আপনা তবে দুজনায় মিশে
কিসে একাত্মিকা রতি উপজিবে চিতে—
কিসে কিসে হায় !—কিন্তু একান্ত নিভৃতে
মৃদু-মৃদু ও কি কথা কহে কানে কানে
হৃদয় মনের কাছে ক্ষীণ বীণা তানে,

চতুর্দ্দশ সর্গ।

দীনা লজ্জাবতী বধূ! "নহি আমি হীনা,
নীরস কঠিন নহি—শুষ্ক বিমলিনা,—
দেখ তুমি দেখ চাহি'—লাজাবগুণ্ঠিতা
ধীরে ধীরে খোলে মুখ—অই অকুণ্ঠিতা!
—পরম সুন্দর এযে, গৌরব-মণ্ডিতা,
মধুর-মহিমময়ী,—মানিনী খণ্ডিতা
অবজ্ঞার অবমানে যেন আবজ্জিতা।
কহে পুন গরবিণী—'নহি তো বঞ্চিতা
প্রেমে রূপে রসে আমি; রামীর মতন
আমারো সম্পদ আছে—অমূল্য রতন,—
উন্নত উজ্জ্বল রস; তরুণী যুবতী
আমিও রামীর মত, দেখ, রূপবতী—
পুষ্পিতা লতিকা; চারু নয়ন-আনন,
প্রতি অঙ্গ, গমনের ভঙ্গী সুশোভন
সকলি রামীর মত; নহি আমি পর—
নহি অচেনা রামীর; কেহ প্রিয়তর
নাহি তার; সহচরী চির-পরিচিতা;
অনাদি কালের সখী; বিরহ-তাপিতা
যুগল ভগিনী মোরা; কত প্রীতি-স্নেহ;—
বুকে বুকে মুখে মুখে—মিশি দুই দেহ,

চির-প্রেম-বিলাসিনী—আজো মোরা তাই ;
—প্রণয়ের স্মৃতি গুলি আজো ভুলি নাই।
কালিন্দীব নীল জলে ভাসিয়া ভাসিয়া
সাঁতার দিয়াছি কত হাসিয়া হাসিয়া !
কত বঙ্গ—কত কেলি—আনন্দ-ফোয়ারা
তুলিয়াছি নিতি নিতি দুজনে আমবা ;
কূলে বসি জলখেলা বাই বিনোদিনী
নেহাবিত কৌতুকিনী ; নিশা কৌমুদিনী ;—
যমুনার জলনীলে রজত তরল
উছলিত ; ছল্‌ছল্‌ করি অবিরল
ঢেউগুলি চলে যেত ; আমরা দুজনে
কেতকী-সুরভি কূলে মঞ্জুল-কাননে
গলায়-গলায় বসি রহিতাম চাহি
আধ-আলো পরপারে ; শূন্য-দৃষ্টি বাহি
পরাণ যাইত চলি কোথা কোন্‌ দূরে !
কদম্ব-কানন হ'তে উন্মাদিনী-সুরে
সহসা শ্যামের বাঁশী বাজিত মধুব :
শুনি সেই পরিচিত সঙ্কেত বঁধুর
হাসিতাম—কহিতাম—যাব না লো মোরা,
আপনি আসিবে খুঁজি কালা মনোচোরা।—

চতুর্দ্দশ সর্গ।

আজো মনে পড়ে—সেই নিকুঞ্জ-বিহার ;
মোরা দু'টী কুঞ্জলতা কুঞ্জের দুয়ার
ধরি দাঁড়াইয়া কত রঙ্গ দেখিতাম ;
কভু মাতিতাম রসে ;—নয়নাভিরাম
সেই ছবি যাই নাই আজিও পাশরি ;
—আমি আর রামী সেই লীলা-সহচরী।
—রামী আমারি যে ! না না রামীই যে আমি !—
কে রামী ?—কোথায় রামী ?—রসময়ী রামী ?'
কেহ নয়—এই আমি—নহে নহে দূরে ?

রামীর সারিকা আসি কোথা হ'তে উড়ে
বসিল চণ্ডীর গায়ে ; আদর করিয়া
কোমল পরশে চণ্ডী পাখীটী ধরিয়া
লইল বুকের মাঝে।—দূর বেণু-বনে
ডাকিছে কপোত-কুল করুণ কূজনে,
নিদাঘের অপরাহ্ণ, চঞ্চল সমীরে
সন্ধ্যা-মালতীর কলি ফোটে ধীরে ধীরে
চণ্ডীর বাগানে ; ফুল্ল কাঞ্চনের শাখে
যুগল কোকিল বসি ঘন ঘন ডাকে।

পঞ্চদশ সর্গ

প্রীতি।

তরুণ শ্যামল বেণু-বন-অন্তরালে
উদিছে ঊষার রবি, স্বর্ণ-করজালে
রঞ্জি শ্যাম-তরু-শির ; শীত-গন্ধবহ
বিলসিছে রসালের কিসলয় সহ ;
নিদাঘের বকুলের ফুলের ফসল
হয় নাই শেষ ; রামী ভরিয়া অঞ্চল
কুড়ায় কুসুম-রাশি ; বকুল-তলায়
বসিয়া ডাকিল চণ্ডী—'আয় রামী আয়' ! --
মুখে শান্ত হাসি, আঁখি আনন্দ-উজল।
—'আয় রামী আয়'—কণ্ঠ সোহাগ-কোমল,
আদরে তরল, স্নেহে স্নিগ্ধ ;—একি আজি—
একি স্বর ! পরাণের সুপ্ত তন্ত্রীরাজি
রামীর উঠিল আজ অকস্মাৎ বাজি !
কখনো চণ্ডীর মুখে হেন সম্ভাষণ
শোনে নাই রামী ;—কত আপনার জন
রামী যেন তার—যেন মেশামেশি কত !

পঞ্চদশ সর্গ।

রামী দাঁড়াইল পাশে নয়ন আনত।
"কে তুই—কে মোর তুই রামি ?"—জিজ্ঞাসিয়া
চাহিল রামীর মুখ পানে ; উচ্ছ্বসিয়া
উঠিল রামীর প্রাণ, বিস্মিত-কৌতুকে
উত্তরিল ধীরে রামী—লজ্জানত-মুখে—
"আমি যে তোমারি,—আমি তোমাদেরি দাসী।"
"দাসী নয় রামি"—মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসি—
"একই সেবা-ব্রতে ব্রতী আমরা দুজন,
বাশুলীর দাস-দাসী ; 'দাসী' নয় 'বন্ধু' বল—
সখী তুই মোর" – রামা নয়ন সবল
তুলিয়া চণ্ডার প্রতি—"তুমি পূজনীয়
পবিত্র ব্রাহ্মণ মোরে পদ-ধূলি দিও—
আমি দাসী রজকিনী"—"তুই দেবী,—যাক্,
আচ্ছা রামি", —পুন সেই আদরের ডাক,—
"জানিস্ কি রামী তুই কোথা বৃন্দাবন ?—
দেখেছিস্ কভু ?"—রামী সংযমিয়া মন
কহিল—"শুনেছি শুধু, কভু দেখি নাই—
জানিনা কেমন কৃষ্ণ—কেমন সে রাই।"
"তুই রামা জানিস্ না ব্রজের কাহিনী ?"
জিজ্ঞাসিয়া চণ্ডী, দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ তেজস্বিনী

রাখিয়া রামীর মুখে, রামীর নয়ন
আকর্ষি বাঁধিল, যেন বিদ্যুৎ-কিরণ .
রামীর অন্তরতল করি অন্বেষণ
দেখিতে লাগিল,—কোন পুরাতন দেশ,
কোন গূঢ় গুপ্ত পুরী—রহস্য অশেষ
আবিষ্কার করিবারে—প্রোথিত রতন
কত শত লুপ্ত মণি মুক্তা অগণন
আছে যেন সেথা !—রামী বিমুগ্ধ বিহ্বল
আত্মহারা দৃষ্টির আঘাতে . সমুচ্ছল
ভাব-বন্যা, স্মৃতি শত বিস্মৃতি-ছায়ায়
ঝলসি তরঙ্গ-প্রায় অপূর্ব্ব মায়ায়
ডুবাইয়া দিল যেন রামীর হৃদয় ।
ছায়া-ছায়া আধ'-আধ', যেন মনে হয়,
সোণালি খেয়াল কত—রম্য বৃন্দাবন.
বিকচ-কুসুম-কুঞ্জ মানস-মোহন
যমুনা-পুলিন. কেলি-কদম্বের মূল,
রাধা-শ্যাম সুধাময় মাধুরী অতুল.
যুগল-প্রেমের লীলা, বিচিত্র বিলাস
নিতি নিতি নব নব প্রীতির বিকাশ
নানা ছন্দে রসময়ী সহচরীগণ

পঞ্চদশ সর্গ।

ফুল-মালা-করে, করে লীলা-বিলোকন
—এইরূপ কত ছবি—কত বরণের,—
বিচিত্র রঞ্জিত মেঘ দূর গগনের—
দেখিয়া দেখিয়া শেষে সম্বরিয়া চিত
উত্তরিল রামী, মুখে হাসি মৃদু-স্মিত—
"সে কথা জিজ্ঞাসা কেন ?—তুমি বুঝি যাবে
বৃন্দাবনে ?"—শুনিল না যেন এই ভাবে,
পুন সুধাইল চণ্ডী—"রামী তুই মোর
কেহই কি ন'স্ ?—রামী নয়নের লোর
লুকাইয়া কহে—"দাসী অই চরণের।
"দাসী নয়—সখী"—সিক্ত হাসি নয়নের
উছলিল, রামী—"আচ্ছা সখী"—এই বলি
চাহিল চণ্ডীর পানে—হৃদয় কেবলি
কাঁপিছে সঘনে।,—"তুই যদি সখী হ'লি,
আমি তোর কে তবে বে রামি, বল দেখি ?"
"সখা!"—"না না সখী তোর,"—"সখী তুমি ?—সে কি"
"সখার কি সখা থাকে ?—সখীর সে সখী!"
"আচ্ছা তুমি সখী"—স্ফুট বিমল সুহাস
ফুটিল রামীর মুখে—"হয় না বিশ্বাস ?—
"এ নহে কৌতুক রামী—সত্যি"—চণ্ডীদাস

উত্তরিল—"আমি-তুই দুই সখী—দুই
সহোদরা প্রাণ যেন—আমি আর তুই·
দুই যমজ ভগিনী ;—একরূপ দুই প্রাণে
দেখিলাম আজ রামী ;—নাই কোন খানে
প্রভেদের লেশ।" রামী কহিল উত্তরে—
সখা-সখা, সখী-সখী, যাহা ইচ্ছা করে
বল তাই, একি কথা, বলিও যা হয়।"
"না না, রামি," কহে চণ্ডী, "সখা কভু নয়
শোন রামি, এই প্রাণ নর নয়, নারী,—
রমণী, রমণ নয় রামা-মনোহারী,—
প্রকৃতি, পুরুষ নহে সম্ভোগ-প্রয়াসী ;
চায় না সে ভোগ, হয়ে পদানতা দাসী
ভোগ করাইতে চায় ; সেবা নাহি চায়
পেতে, সেবা দিতে শুধু বাসনা হিয়ায়।
বহুদিন মনে হয় ;—ভ্রম প্রকৃতির—
সম্ভোগেই সুখ বুঝি, বুঝি পীরিতির
এইখানে শেষ ; কিন্তু এই কয়দিন
সম্ভোগ করিনু বহু—বিরাম-বিহীন,—
নাহি তৃপ্তি . কিন্তু প্রাণ বুঝিয়াছে সার
সেই অতৃপ্তির মাঝে, সম্ভোগে তাহার

নাহি সুখ—তার মূল প্রকৃতির সনে
ভোগের বিরোধ সদা : আজ প্রাণে মনে
বুঝিয়াছে প্রাণ—কোথা সুখ, কি সে চায়,
দিবানিশি দিশিদিশি কেন ধেয়ে যায়
কোন প্রলোভনে,—কোন বাঁশরীর স্বর
শুনি কানে আজীবন আকুল অন্তর ;
কেন করে হায় হায়, যাহা পায় হাতে
তাই দেখে ফেলে দেয়, নিমেষ ফুরা'তে
লুব্ধ হয় অন্য আশে, অন্য কামনায় ;
যাহা চায়, ক্ষণপরে তাই নাহি চায়,
ঘৃণা করে, যায় পায় অকাতরে দলি
এ রহস্য আজি প্রাণ বুঝেছে সকলি।
—বুঝেছে, ভুঞ্জিয়া নহে, ভুঞ্জাইয়া সুখ,
সেবা-দাসী বসে' থাকে নিয়ত উন্মুখ
সেবিতে দয়িতে তা'র ; চির-বিরহিনী,
প্রাণ-নাথ আসে নাই তাই উদাসিনী,
চেয়ে আছে নিশিদিন বসি আশাপথে ;—
এই আপন স্বরূপ, কিন্তু কোথা হ'তে
তবু আসি কুয়াসার ঘন আবরণ
ঢেকে দেয় এই ছবি, পুন বিস্মরণ

হয়ে যায় প্রাণ; সেই স্বরূপ-স্বভাব
হারাইয়া পুন শত ভোগের অভাব
লয় টানি বুকে—চায় বিহার-বিলাস;—
মেটে না মেটে না মিথ্যা তৃষা-অভিলাষ।
—একদিন মিটে যাবে হইয়া নিঃশেষ
এই তপ্ততৃষা,—এই ভ্রমান্ধ-আবেশ
নাশিয়া ফুটিবে জ্ঞান—নির্ম্মল কিরণ—;
বুঝিবে সে,—সেবা-ধর্ম্ম তা'র সনাতন;
বুঝিবে সে, যুগে যুগে দাসী সেবা-পরা
প্রিয়তম দেবতার তার; প্রাণভরা
আনন্দ সেবায়; কিন্তু হায় কতদূর
সে সৌভাগ্য?—কবে এই পিয়াসা-বিধুর
পরাণ লভিবে শান্তি সেবায় বঁধুর?
—তুই কি বুঝিস্ রামী, ভোগে সুখ আছে?
অথবা প্রিয়ের রাঙ্গা চরণের কাছে
লুটায় সুখের সুধা?"—উত্তরিল রামী,
"সম্ভোগ-বিলাস কিছু বুঝি না তো আমি;
বুঝি এই—দিয়া সুখ শুধু—সব দিয়া—
নিঃশেষে করিয়া দান—এই ক্ষুদ্র হিয়া
তার চেয়ে সুখ কোথা পাবে?"—"নাহি আর

কোন সুখ,—কহে চণ্ডী—"সকল আশার
সফলতা এই ;—ধন্য নারী ! জানে নারী
রহস্য প্রেমের ; প্রীতি-প্রেম ধন্য তারি ;
প্রণয়ের গুরু নারী—দীক্ষা-প্রদায়িনী,
তুই রামী দীক্ষাদাত্রী মোর ;—প্রবাহিণী
অমৃত-রসের প্রাণে দিয়াছিস আনি :
তোর রূপ, তোর প্রীতি, তোর দিব্য-বাণী
লভিয়াছি মহাপুণ্য-ফলে ; শিখাইলি
তুই মোরে প্রীতি-তত্ত্ব-সার ; দেখাইলি
বৃন্দাবন-ছবি ; বুঝিলাম সেবা সুখ,
সেবা প্রেম, সেবা ধর্ম্ম ; সম্ভোগ-বিমুখ
লভে সে অমৃত ; নিজ সুখের সন্ধানে
ফেরে যে ছুটিয়া সদা, প্রেমের নন্দনে
তার অধিকার নাই। প্রিয়ের কারণে—
তৃণের আঘাত-ব্যথা তার নিবারণে
প্রাণ-দান করিবারে পাইলে সুযোগ
ধন্যগণে আপনারে, মহানন্দ-ভোগ
ভাবে যেই, সেই জন প্রেম কি, তা জানে
প্রিয়ের আনন্দ বিনা কভু তার প্রাণে
জাগে না আনন্দ-লেশ ; প্রিয়-মুখে হাসি

তার চোখে মুখে উঠে পলকে বিকাশি ;
প্রিয়ের বিষাদ-রেখা ক্ষণেক হেরিলে
চন্দ্র-সূর্য্য আলো যত এ বিশ্ব-নিখিলে
নিভে যায় যার ; চিন্তা ভাব অনুভব,
প্রিয়ের প্রাণের কোণে যাহা জাগে সব
নিমেষে অমনি যার হৃদয়-দর্পণে
প্রতিচ্ছবি হ'য়ে ভাসে ; প্রিয়েব দর্শনে,
ক্ষণেকের দৃষ্টিপাতে, অমিয়-বর্ষণে
সর্ব্বাঙ্গ সকল প্রাণ রোমাঞ্চ-হর্ষণে
আনন্দ অমিয়-রসে গলে যায় যার,
প্রেম তারি প্রাণে—সেই আদর্শ ধবার -
নতুবা সকলি কাম—ইন্দ্রিয়-সাধনা—
ক্ষণিক সম্ভোগ-তৃষা তপ্ত-উত্তেজনা
কামান্ধ-আবেগে শুধু ।—কবে রামি, কবে
পাব সেই প্রেম-সুধা ?—আর নাহি হবে
করিতে কামের সেবা ?—রামি, তোর মত
কবে হব ? তোর প্রীতি কামনা-বিরত.
তোর রূপ—তোর ছবি. অন্তরে বাহিরে,
তোর ভাব, কান্তি, অঙ্গ, নিয়ত চাহিরে
করিবারে অঙ্গীকার ! - বল রামি আজ'

আমি কিরে তোর হব! তুই কি বিরাজ
করিবি অনন্ত-কাল অন্তরে আমার?"
রাণীর নয়নে ঝরে অশ্রু-উৎস-ধার
সিক্ত করি চারু-রক্ত কপোল-যুগল,
আরক্ত ত্রিবলি-কণ্ঠ, বক্ষের নিচোল
সিক্ত করি ঝরে অবিরল,—"প্রিয়তম,"
উত্তরিল রাণী—"চির উপাসিত মম,
নিবেদিতা ও চরণে দাসী; স্থান দিও
যুগে যুগে পদপ্রান্তে—হে আমার প্রিয়,—
প্রিয়তম"—কাঁপিয়া ভাঙ্গিযা গেল স্বর,
ফুটিল না কথা আর—অবশ-অন্তর
আত্ম-হারা;—নিরখিল চণ্ডী অপরূপ!—
বৈজয়ন্ত-বিলাসিনী কমলার রূপ
নিমেষে প্রকাশি অই ভাসে বিমোহিনী!
উচ্ছল উজ্জ্বল অই অশ্রু-প্রবাহিনী
উদ্ভাসিছে আনন্দের চন্দ্রিকা-আভাস!
স্বচ্ছ-জল-তলে যেন চন্দ্রমা প্রকাশ
সরস-রজত-কান্তি!—ঈষৎ শিহরি
উঠিছে কখনো রাণী—রোমাঞ্চিত করি
রাণীর সকল অঙ্গ জাগিছে পুলক।

দেখিতে লাগিল চণ্ডী নেত্র অপলক—
হ্যলোক-আলোক-বিভা!—কিরণ-কম্পন
বিকম্পিত রামী-দেহে!—বিশ্ব-অন্ধকারে
একমাত্র জ্যোতি রামী।—অন্ধ-কারাগারে
সঙ্কীর্ণ সঙ্কটে এই তুচ্ছ জীবনের
মহামুক্তি,—মহাশান্তি জীবন-রণের
নিত্য শত সংঘাতের; সৌভাগ্য-নিলয়
দৈন্য-দারিদ্র্যের মাঝে; রম্য-কান্তিময়
আনন্দ-কুসুম,—সংসার-কণ্টক-তরু
করিছে সার্থক সদা; দগ্ধ মর্ত্ত্য-মরু
প্লাবিত করিছে সদা সুধা-সুরধুনী;
সন্তাপ বেদনা-তাপ-শোক-বিনোদিনী
পরমা সান্ত্বনা; শত সন্দেহ-দ্বিধায়—
শত তর্ক-দ্বন্দ্ব-মাঝে শুভ্র-প্রতিভায়
জ্ঞান-দীপ্তা সরস্বতী মূর্ত্তিমতী বাণী;
সমল-গলিত-পঙ্কে পঙ্কজ-বাসিনী
লক্ষ্মী সৌন্দর্য্যের—এই কুৎসিত ধরার।
কি সুন্দর—জ্যোতিশ্ছটা-প্রভা অমরার!
শান্তির প্রতিমা রামী—কান্তি শরীরিণী—
—কি মাধুরী—বিশ্ব-মনো-মোহন-কারিণী!

ষোড়শ সর্গ।

স্ফূর্ত্তি।

সুনীল-নবীন-ঘন-মেদুর গগন ;
শান্ত অপরাহ্ণ বেলা ; কোথায় তপন
ঘন-আবরণে ঢাকা ; বলাকার রেখা
বেল-মালিকার মত দূরে যায় দেখা—
যায় দূর নদীপানে—চন্দনের লেখা
আঁকিয়া মেঘের ভালে , বহে না পবন ;
নবীন আষাঢ়ে অই কদম্বের বন
বিকশিত—শ্বেত পীত পুষ্প থরে থরে ;—
সোণার কুসুম-গুলি রূপার কেশরে
খচিত সুন্দর ! চণ্ডী মন্দিরের দ্বারে
রহিয়াছে বসি ; রামী বসি একধারে
ভূমিতলে দূর্ব্বাদলে চাহি চণ্ডী-পানে ।
কহিতেছে চণ্ডী—"রামি, নিশি-দিনমানে,
স্বপ্নে জাগরণে জ্ঞানে ধ্যানে ধারণায়
দেখি বৃন্দাবন দৃশ্য । মুগ্ধ কল্পনায়
অবিরাম ফুটে ছবি প্রত্যক্ষের মত ;

আসে ভাসে মেশে কত রূপ শত শত,—
কত বর্ণ, কত বিভা,—নাহি যায় বলা,
কত লীলা—কত খেলা—কত ছলা-কলা—
আনন্দের মেলা ;—কত মধু-মাধুরীর
মৃদু বীচি নাচি ওঠে— চঞ্চল অধীর
রস-বারিধির জলে।—হাসি অশ্রুভরা,
অশ্রু হাসি-রাশি-ভাসা—রসের পশরা !
অপূর্ব্ব বিরহ-ব্যথা, অপূর্ব্ব মিলন—
বঁধু সে বুকের মাঝে ; আঁখি উন্মীলন
করিতে সাহস নাই—প্রাণে রহিয়াছে,
নয়নে বঁধুরে যদি না-ই দেখি পাছে।
—এমনি বিচিত্র ভাব দেখিতেছি কত,
সীমা নাহি আছে তার ; চিত্র শত শত
দেখ্ বামি দেখ্ আসি হৃদয়ে আমার,
রাধিকার—নব-অনুরাগিণী রামার।
বিশাখা বিরলে বসি পটেতে লেখিয়া
এনেছে কিশোর রূপ, কিশোরী দেখিয়া
মজিয়াছে মরিয়াছে— নিয়ত ধিয়ায়
জলদ-বরণ-তনু শ্যাম-বঁধুয়ায়—
কোটি-কাম-জিনি ঠাম জাগিছে হিয়ায়।

ষোড়শ সর্গ।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার ধনী
আসে যায়, উচাটন, আকুল-নয়নী
কদম্ব কাননে চায়—চায় মেঘপানে।
তড়িত-বরণী রাঙ্গা-বাস-পরিধানে
যেন রে যোগিনী-পারা ;—বল্ বামি বল্
পরাণ কেনরে আজ এমন চঞ্চল ?
হৃদয়ের কুঞ্জদ্বারে বসি একাকিনী
ব্যাকুলিতা আজি মোর রাধা বিরহিনী
তিতিছে নয়ন জলে।—অই পুন রাধা
রাখালের বেশে সাজি, শিরে চূড়া বাঁধা,
চলিযাছে গোষ্ঠ পানে ,—অই গলে দোলে
কমল-ফুলের মালা, লুকাইবে বলে'
উরস কমল ফুল্ল। চতুর নাগর
কনক-পুতলি দেখি হইয়া পাগর
দেখ বামি, কি চাতুরী করিতেছে অহ,
ভেটিবারে গোরচনা গোরী রসময় !
বাদিয়ার বেশে ফেরে সঙ্গে লয়ে' ফণী ,
কভু পশারীর সাজে বেচে মুক্তা মণি
রাধারে ছলিয়া ; কভু অই রাঙা-পায়,
সাজি নাপিতিনী বেশে অলক্ত পরায় !

একদা মালিনী হ'য়ে লয়ে' ফুল-হার,
সঙ্গোপনে ডাকি, বসি কাছে রাধিকার;
সাজাইয়া, চাঁদ-মুখ চুমিলে চতুর,
চকিতে চিনিল রাই পবশে বঁধুর ;—
রাগিয়া কহিল—"ছি ! ছি !—নাহি কর ডর ?"
নাগর কহিল হাসি—"নহি আমি পব" ।
শাউন-গগনে ঘন মেঘেব আঁধার ,
পঙ্কিল কুঞ্জের পথ ; আজিকে রাধার
নৈশ-অভিসাব ; পরিয়াছে নীল-শাটী ;
মোহন-মোতিম-হাবে বেশ পরিপাটী ,
চারু চিকুরেব রাশি মালতীব মালে
কবরী বিনয়ে বাঁধা ; শোভিয়াছে ভালে
সীঁথি-পাশে কাজলেব ফোঁটা ; টলিতেছে
চরণ নূপুর-হীন ; তবু চলিতেছে
চমকি নড়িলে পাতা !—আর দিন বালা
ফুল-শেজ পাতিয়াছে ; গাঁথি ফুল মালা
রাখিয়াছে থরে থরে ; ছড়াইয়া শেজে
দিয়াছে কুসুম রেণু , বাখিয়াছে সেজে
সুগন্ধি তাম্বূল ; গন্ধ-প্রদীপ উজল
উজরিছে সারা গেহ ; পরাণ চঞ্চল,

ষোড়শ সর্গ

শ্রবণ পাতিয়া আছে সারা নিশি রাই,
জাগিয়া জাগিয়া বঁধু-পথ-পানে চাই'।"
চমকিয়া কোকিলের শুনি কলধ্বনি
জানিল প্রভাত নিশি; শঠ-চূড়ামণি
আসে নাই; বুকে শেল বিঁধিল অমনি।
"লাগিছে গরল হেন"—কত দুখে ধনী,
কহিল সখীরে ডাকি,—"সব আয়োজন,—
কুঙ্কুম-কস্তুরী এই চুবক-চন্দন;
তাম্বূল বিরস সই, ফণী ফুলহার,
সকলি লইয়া অই যমুনায় ডার।
পরেছিনু ভালে এই সাধের সিঁদূর,
কাজর নয়নে সখি, মুছি কর দূর।"
মাধবী-তলাতে অই রাধা গরবিণী
বসি আছে মানভরে; দুর্জ্জয়-মানিনী
প্রেম-বেদনায়, রোষে, ক্ষোভে, অপমানে
জর্জ্জরিত, চাহে না ফিরিয়া কারো পানে
নলিন-নয়ন-যুগ ভূতলে নিলীন,
রতন-উজল নীল বসন মলিন
ধূলায় লুটায়। আজি পাষাণ-প্রতিম
সুকোমল-কমলিনী, নয়ন-নীলিমা

ধরিয়াছে জবা আভা ;—কঠোরতা সব-
সব গর্ব্ব রোষ-রাগ, মানের গরব,
সব ঠেলি ফুটিতেছে অনুরাগ জ্যোতি
কোমল করুণ কবি অই ক্ষুন্ন-মতি
মানবতী শ্রীমতীর অরুণ আনন।
কাছে যেতে কালিয়ার ভয়ে কাঁপে মন.
বিপদে ফাঁপর আজ বিনোদ নাগর ;
আঁধার নয়নে সব ; কোথা মনোহর
সুচারু মুকুট-চূড়া ? ধড়া-পীতবাস
কোথায় পড়িয়া গেছে ? সে বেশ-বিলাস -
বাহুর কনক-বালা, মণিময় হার.
নব গুঞ্জামালা সব জঞ্জাল সে ভার
আজি কোথা গেছে পড়ে'। কনক নূপুর
সাধের মুরলী সব করিয়াছে দূর।
'রাধা, রাধা, প্রিয়া মোর গৌরী-সুকুমারি,'
কহে কানু ঘন ঘন—'প্রাণের পিয়ারি'
শুধু একবার যদি কথা আজি কয়—
ফিরে চাহে একবার, তবে ধন্য হয়
মুগধ মাধাই। তাই প্রিয়-সখীগণে
মানাইতে মানিনীরে সাধে জনে জনে।

একে একে কিশোরীকে বুঝায় সকলে ;—
ছি! ছি! রাই, চেয়ে দেখ্—চরণের তলে
আজিকে শরণ মাগে রসিক-শেখর,
প্রাণের কিশোর তোর, করুণ-কাতর ;
নিদারুণ বড় তুই ; দেখ্ চেয়ে ধনি,
ধূলায় লুটায় আজ মরকত-মণি—
গুণমণি তোর আজি কুঞ্জের দুয়ারে ,—
মুখ তুলি দেখ্ রাই পরাণ-পিয়ারে ।

এমন মতে চণ্ডীদাস আপনা ভুলিয়া
পরাণের নিকুঞ্জের দুয়ার খুলিয়া,
রাধারে ডাকিয়া আনি সেথা একে একে
দেখাইছে ব্রজ-লীলা । রাধা দেখে' দেখে'
আনন্দ-বিভোর—আর মেটে না পিয়াস ।—
আরো দেখে—প্রাণ-পিয়া গেছে পরবাস ;
বিরহিণী অভাগিনী সোঙরি সোঙরি
ঝরিছে নয়ন-জল ; —'মোরে পরিহরি
কোন দেশে গেল পিয়া ?—বিষ খেয়ে মরি
হেন মনে লয় সই । এ চন্দন-চুয়া
কার গায়ে দিব ? কোথা পরাণ-বঁধুয়া ?
তাম্বুল কর্পূর সই দিব কার মুখে ?—

রজনী বঞ্চিব আমি কার সনে সুখে,
বল্ সখি তোরা ?—সেই গেছে মধুপুরে
কালি বলি কালা—হায় কালি কত দূরে—
আরো কত বাকি বল ?—যৌবন-সায়রে
সরিতেছে ভাঁটা সই—কেমনে তায় রে
ফিরাইয়া রাখি বল ? সখিরে, আবার
অই দেখ ধরা-রাণী বসন্ত-বাহার
পরিয়াছে ! সহিবারে পারি না তো আর । —
যা যা সহচরি—আজি যা লো মথুরায়
ফিরে আসে কিনা আসে শুধু জেনে আয় ।

এইরূপে কত ছবি--কত রস-লীলা
বিমুগ্ধ রামীরে চণ্ডী কত দেখাইলা ;—
গোষ্ঠ-গোচারণ ছবি ; সুবল-মিলন ;
নিকুঞ্জ-বিহার—রাস-লীলা অতুলন—
মহারাসে রাসেশ্বরী—শ্রীরাস-রমণ ;
নিগূঢ় গভীর লীলা , সম্ভোগ-বিলাস ;
কুবুজার প্রেমে মজি মথুরায় বাস ;
চন্দ্রাবলী সনে ভাব রাধারে ছলিয়া ,
খণ্ডিতা রাধার পাশে নিলাজ কালিয়া
সহিছে লাঞ্ছনা—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শর ;

ষোড়শ সর্গ।

নৌকা-লীলা দান-লীলা; চতুর কিশোর
করিলা সে কিশোরীর কলঙ্ক-ভঞ্জন
ভাঙ্গি কুটিলার দর্প; শ্রীরাধা-রঞ্জন
নিকুঞ্জে রাধার মান রাখিলা কেমনে
বর্ণিয়া আয়াসে। চণ্ডী কহে অবশেষে
রামীর নয়নে চাহি—মন্দ স্মিত হেসে—
"রামি, তোর বৃন্দাবনে যেতে ইচ্ছা হয়?"
রামী কহে—'হয়'—আঁখি হাস্য-প্রভাময়,
"কোন বৃন্দাবনে যেতে রামি তোর আশা?"
কহে রামী—"যেথা হ'তে আর ফিরে আসা
হয় না কখনো।" "সে যে নিত্য-বৃন্দাবন;
যাবি রামি সেথা—সেই আনন্দ-ভুবন?"
"যাব; তুমি যাবে?" "যাব রামী; বল্‌তো রে
কি করিবি যেয়ে সেথা?" তুমি যাহা করে'
কাটাইবে দিন, তুমি কি করিবে বল?"
আনন্দের অশ্রুজলে করে ছল'-ছল'
রমীর নয়ন দুটী। চণ্ডী পুনঃ কহে—
"সেথা শুধু সুধা-পান; কোন কাজ নহে।
যা-করিব আনন্দ সে, আনন্দ হাসিব;
গাহিব আনন্দ রামি; ভাল যে বাসিব

কেবলি আনন্দ সে তো ; নয়ন কেবল
দেখিবে আনন্দ-রাশি ; আনন্দ-কমল
ফুটে আছে আনন্দের সরে অবিরল,
আনন্দে তুলিব মোরা ,—কি সে দেশ শোন্—
চিন্তামণিময় ভূমি, কল্প-তরু বন ;
চির-জ্যোতির্ম্ময় সেই সুষমার ধাম ;
প্রকৃতি-অতীত দেশ ; শ্রীগোলক-নাম—
শ্রীগোকুল বৃন্দাবন ; অনাদি-নিলয়
অনাদি লীলার ; কৃষ্ণ সর্ব্বরসাশ্রয়
কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি শ্রীরাধার সহ
হ্লাদিনীর সার মহাপ্রেম অহরহ
করিছে ভুঞ্জন ; লীলা-অঙ্গ-স্বরূপিণী
বহু কান্তা শ্রীকৃষ্ণের রস-বিলাসিনী ,
রূপসী মহিষীগণ চির-মহীয়সী ,
কম-কান্তি লক্ষ্মী কত পরশ-পিয়াসী
সদা শ্রীকৃষ্ণের . ব্রজাঙ্গনা সর্ব্বোপরি—
প্রিয়তমা প্রাণ-প্রিয়া নবীনা কিশোরী
কত শত ;—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা ;—
কৃষ্ণ আনন্দিনী ধনী—কৃষ্ণ-আরাধিকা,—
চিরবাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বার্থ-সাধিকা ।

রসদান রসপান রস-আস্বাদন
করিতেছে—করাইছে রসের সাধন
রাধা রসময়ী সেথা।
রামি, সেই দেশে
যাব মোরা, যাব ত বে ?" আনন্দ-আবেশে
চণ্ডীর আননে রামী রাখিয়া নয়ন
রহিল অবাক্ চাহি। "শোন্ বামি শোন্,
কি কি কাজে সে জীবন হইবে যাপন।
সেথায় সেবার তবে সবে লালায়িত,
সেবা অধিকাব চায় ; কৃষ্ণ-সেবাই তো
সকল সুখেব সাব—সাধের সাধন ;
কৃষ্ণ যেরে প্রাণপতি—কৃষ্ণ প্রাণ-ধন
বিরহিণী হৃদয়েব।—হৃদয়ই তো রাধা—
রাধা-রমণের প্রেমে নিরবধি বাঁধা ;—
তাই তো রে ভাবি যবে বাধিকার কথা,
দেখি যবে বাধা-রূপ আবাধনা-রতা
বিরহিণী রামা,—মনে হয় আপনাবি
পরাণের ছবি দেখিতেছি ; অশ্রুবারি
তাই চোখে বহে ; তাই বঁধু-বিরহিত
ছুখিনী পরাণ কাঁদে আকুলিত-চিত।

অই যে রে ব্রজাঙ্গনা—রাধার সঙ্গিনী,
ওরা ও তো রাধা—কৃষ্ণ-প্রণয়-রঙ্গিণী।—
তাই তো রাধার সনে কৃষ্ণের বিলাসে,
সম্ভোগ-বিহারে তার নিকুঞ্জ-নিবাসে
গোপীর আনন্দ এত—এত সুখে ভাসে
যুগল-মিলনে মিলাইতে, করাইতে
রাই-রসপান, এত তাই তো আয়াস।—
আর কিছু নাই ব্রজরামার পিয়াস।
কৃষ্ণের আনন্দতরে করে আয়োজন
সে গোকুলে গোপিনীরা পুলকিত-মন ;
সেবা-পরা সেবানন্দে সদা তারা মাতে।
আমরাও ল'ব মাগি গোপিনীর সাথে
কৃষ্ণ-সেবা করিবার চির-অধিকার ;
মেশামিশি কত হবে সঙ্গে গোপিকার,—
মাথামাথি ভালবাসা সহ সবাকার ;
প্রাণসখী হবে তারা। বিশাখা, ললিতা,
সুচিত্রা, চম্পকলতা—চির-সুললিতা,
তুঙ্গবিদ্যা, রঙ্গদেবী, চারু ইন্দুরেখা.
কত তারা নাহি সংখ্যা—নাহি তার লেখা ;—
রূপে গুণে অতুলনা—রসিকা কিশোরী ;

শ্রীরূপমঞ্জরী, আর শ্রীরতিমঞ্জরী,
লবঙ্গমঞ্জরী, কস্তুরিকা, মঞ্জুলতা
শ্রীরাসমঞ্জরী ধনী সঞ্চারিণী লতা,
সবে মিলি প্রেম-সেবা করে কুতূহলে।
আমরাও সেই গোপ-মহিলা-মহলে
মিলিব পুলকে।—প্রতি প্রভাতে উল্লাসে
কুসুম-বিতানে যেথা আলস-বিলাসে
ভ্রমিবে কিশোরীসহ বিনোদ কিশোর,
পাতিয়া কুসুম দল—কুসুম-কেশর,
কুসুম-আসব সব ছড়াইয়া দিয়া,
সুরভি কোমল করি পথ প্রমোদিয়া
রাখিব আমরা রামী। মালতীর দল
তুলিয়া রচিব মালা ললিত কোমল
গাঁথিয়া রঙ্গনদামে, রঙ্গে বিনাইয়া
লূতাতন্তুসম মৃণালের তন্তু দিয়া,
রাধিকার কম্বুকণ্ঠে যত্নে দুলাইয়া
সে মোহিনী ফুল-কণ্ঠী, মোরা ভুলাইয়া
রাখিব নাগরে। ভরি কনক-কলসী
সরসীর বারি আনি সুরসে উলসি
কিশোর-কিশোরী দোঁহে করাইব স্নান।

তারপরে ফুলে ফুলে করিয়া সন্ধান,
মকরন্দ আহরিয়া, সযতনে আনি
কনক-কমল দলে, চন্দ্রানন খানি
সরস পরশে ধরি করাইব পান ;—
তুঁহু-রূপ নিরখিব ভরিয়া নয়ান। ৮
মধ্যাহ্নে নিকুঞ্জতলে বসিব বিজনে
রাধারে লইয়া ; গন্ধ-স্নেহের বঞ্জনে
রঞ্জিব কেশের রাশি ; বাঁধিব কবরী
নিপুণ বিন্যাসে ; চারু কাঞ্চন-করবী
গাঁথি দিব, তার মাঝে মল্লিকা সুরভি
দিব দু'টী ; দিব অঙ্গে কেতকী-কেশর ;
সিন্দুরের বিন্দু দিব করি চারুতর
কাজলের টীপে ; রঞ্জিবারে ওষ্ঠাধর
কনক-সম্পুট করি আনিব তাম্বূল ;
চরণে অলক্ত দিতে করিব না ভুল।
পরে নীল পট্ট-শাটী রত্ন-অলঙ্কার
একে একে পরাইব ; বেশ-রাধিকার
শেষ করি সাজাইব সযতনে অতি
রাধা-রমণের কান্ত কিশোর মুরতি !
কুঙ্কুম চন্দন-পঙ্ক করি বিলেপন

মৃগমদ মাখাইব; মানস-মোহন
বনমালা দিব বনমালীর গলায়;
বাঁধিয়া মোহন-চূড়া শিল্প-সুকলায়
চাঁচর সুকেশে,—গাঁথি মতির মালায়
চন্দ্রক-সুচারু-পুচ্ছ;—নীল-নবঘনে
বিকাশিবে ইন্দ্রধনু! অগুরুর রেখা
আঁকিয়া কপোল-যুগে দিব পত্রলেখা;
কপালে চন্দন-চাঁদ, চন্দন-তিলক
দিব নাসিকায়;—দেখি ভুলিবে ত্রিলোক
মণিময় মনোহর মকর-কুণ্ডল
পরাব শ্রবণ-মূলে মণ্ডি গণ্ডস্থল;
চরণ-কমলে দিব মণির মঞ্জীর;
পরাইব পীতবাস সুচারু রুচির
শ্যাম-কলেবরে; পরে হাতে দিব বেণু
কনক-বিজলী রাই নবঘন কানু,
দুঁহু দোঁহে মিলাইব রস-বিলসনে;
রতন-বেদীর পরে কনক-আসনে
বসাইব কভু, কভু ফুলের দোলায়
বকুলের শাখে; সুখে শ্যামা-কোকিলায়
করিবে কূজন; দিব দোল তালে তালে;

ক্লান্তিবশে দেখা দিলে স্বেদবিন্দু ভালে
নামাইয়া বসাইব ফুলের আসনে ;
দোঁহাকার চাঁদমুখ মুছাব বসনে ;
ব্যজনিব মৃদু-মন্দ করি সঞ্চালন
কুসুমের তালবৃন্ত ; ব্যঙ্গ সম্ভাষণ
রস-রঙ্গ কত হবে—কেটে যাবে বেলা
রজনীতে পুন নব আনন্দের মেলা
বসাইব ; কিশোরীর আদেশে হরষে
সাজাব বাসক-শেজ ; সে সাজ-দরশে
মনসিজ মূরছিবে ; করিয়া চয়ন
মল্লিকা মালতী জাতী যূথী অগণন
শয়ন রচিব মোরা ; ফুলে ফুলে ঘর
হবে ফুলময় ; প্রতিফুলে ফুলশর ;
শুক পিক মধুপেরে বসন্তের সনে
দুয়ারে বসাব আনি ; স্বহস্তে যতনে
জ্বালিব সুগন্ধ দীপ ; তাম্বুল কর্পূর,
কস্তুরী-চন্দনে কুঞ্জ হবে ভরপূর।
তার পরে কুসুমের সাজে কিশোরীর
কনক-কেশর-কান্তি শিরীষ-শরীর
সাজাইব ; পরাইব করে ফুলবালা

কবরীতে জড়াইব কুরবক মালা ;
পরাইয়া দিব কানে কুন্দ-কলি-দুল ;
যূথীর কলিকা হবে নাকে নাকফুল ;
রঙ্গনে মুকুট গড়ি সাজাইব শির :
মালতী-মেখলা রচি দিব রূপসীর
পরাইয়া ক্ষীণ-কটিতটে মনোহর ;
সীমন্তে শোভিবে নব কদম্ব-কেশর ;
লোধ্র-রেণু মাখাইয়া বর্ণ মৃদুতর
করিব যতনে ; কর-পল্লব ধরিয়া,
চম্পক অঙ্গুলি' পরে আদব করিয়া
লীলার কমল দিব ; লীলা-কমলিনী
শিহরিবে রূপ দেখি শত রতি জিনি ;
কনক দর্পণ আনি নয়নের আগে
ধরিব যখন, রাঙ্গা অরুণের রাগে
রঞ্জিত হইবে দুটী ললিত কপোল,—
অধরে ফুটিবে হাসি শুভ্র নিরমল।
সাজায়ে শ্যামের পাশে নিয়ে যাব যবে,
নব বধূ-সমা রামা রহিবে নীরবে
রূপ দেখিবার তরে।—"অপরূপ একি !"
চমকি কহিবে শ্যাম—"কাহারে এ দেখি !—

বন-লক্ষ্মী !—বন-রাণী !—কেন হেথা হেরি ?
—প্রিয়া আজি কোথা মোর রসময়ী প্যারী ?”
অমনি উঠিবে কলহাসির লহরী ;
লজ্জায় কবে না কথা সুচতুর হরি,—
সখীর চাতুরী দেখি।”
শুনিয়া শুনিয়া
গোলকের অলৌকিক লীলা মোহনিয়া,
রামীর নয়নে বিশ্ব গেল মিলাইয়া
স্বপনের মত ; রামী দিল বিলাইয়া
রাধা-রাধারমণের চরণের তলে
আপনারে অগোচরে ; সখীরা সকলে
ডাকিয়া সাদরে যেন তাহাদের দলে
মোহিয়া মিশায়ে নিল ; যেন চণ্ডীদাস
চির-সখা, চির-সখী যেন করে বাস
দিবানিশি এক সাথে ; ভালবাসাবাসি
প্রাণে প্রাণে ; যেন দুটী প্রাণ রাধিকায়
দুটী পায়ে দুটা ফুল ; চিব-অধিকার
সেবার আনন্দে।
সন্ধ্যা হ’য়ে এল ধীরে ;
অন্ধকার ঘনাইল ; শীতল সমীরে

নীপ-গন্ধ বহি আসে ; মন্দ বরিষণে
মৃদু-মধু বৃষ্টি পড়ে ; ঘনান্ধ গগনে
রঙ্গিণী বিজলী-লতা ঝলসে সঘনে।

সপ্তদশ সর্গ।

সংসার।

বহুদিন চলে গেছে, সেই গণপতি
যে দিন বিফল-আশে, ক্ষোভ-ক্ষুণ্ণ-মতি
চলে গেল, মনে মনে চিন্তা করি—কিসে
ভাঙ্গিবে বামার গর্ব্ব ; প্রতিহিংসা-বিষে
জ্বলিতেছে গণপতি ; কিন্তু আছে আশা—
রজকী পড়িবে হাতে—দিবে ভালবাসা
স্ব-ইচ্ছায়। কিন্তু কোনো কৌশলের ফাঁদে
ফেলিতে হইবে,—কোনো সুকঠোর বাঁধে
বাঁধি যুবতীরে তবে করিবে আদায়
যৌবনের মধু তার ;—তা না হলে দায়।
যখনি সুযোগ পায় তাই গণপতি
দেখে যায় দূর হ'তে কি করে যুবতী,

কি করে বা চণ্ডীদাস ; তাহার ব্যাভার
কেমন রামীর সনে ;—'যা-কিছু ব্যাপার
জানার তো বাকী নাই ! প্রচুর প্রমাণ
করিব সংগ্রহ তবু ; এ যে অনুমান,
নহে কিছু—দেখাইব তাই হাতে হাতে',
এত ভাবি গণপতি আসে দিনে রাতে
গোপনে চরের মত ; কিন্তু কিছু-কোনো
খুঁটি-নাটি দোষো কারো দেখে না কখনো ;
যার যার আপনার কাজ করে যায়
আপনার ভাবে ; কেহ কভু নাহি চায়
কাহারো মুখের পানে ; কথা কদাচিৎ,—
নিতান্ত কাজের যাহা—নহে অনুচিত।
গণপতি ভাবে মনে—'খুব সয়তান
চণ্ডে টা, মাগী ও তাই, সদা সাবধান !
আচ্ছা কয়দিন ! ফাঁকি দেওয়া বেশী
চলিবে না !—চিনি সব ভণ্ড ছদ্মবেশী !
গণপতি নহে কভু ঠকিবার লোক ;
পথ-ঘাট ঘর-বা'র এই দুটী চোখ
সব দেখে ; ধূলা দেওয়া বড়ই কঠিন।'
ঠাকুর চতুর অতি ;—দেখে এক দিন

সপ্তদশ সর্গ।

রামী কহিতেছে কথা চণ্ডীর সহিত ;
ভাবিল ঠাকুর—'অই নিমেষ-রহিত
চণ্ডী গিলিতেছে কথা !—এই তো পিরীত !
—এই বার এস কাছে ! তুমি যে পীড়িত
ধোপানীর রূপে তাহা নহে অবিদিত।
ঠাকুর পাড়ায় গিয়া ঘুরি একে একে
অতীব মজার কথা বন্ধুজনে ডেকে
কহিল রসের ভরে ; তার পর থেকে,
কি করে উহারা যায় মাঝে মাঝে দেখে'।
কচিৎ কখনো চণ্ডী দেখিত চকিতে
গণপতি চলে যায় ; ভাবিতে দেখিতে
চণ্ডীর কিছুই কভু থাকিত না তায়।—
আপনার ভাবে তার দিন চলে যায়।
গণপতি উপদেশে কেহ কেহ এসে
দেখে যায় রজকীরে ; দূর হতে হেসে
কিছু দেখে, কিছু রচে, কিছু লাগানিতে
পুষ্ট করে মজাটারে ; শেষে বাধানিতে
আর কিছু রং দিয়া দশ জনে তোষে ;
এইরূপে সে কলঙ্ক সারা গাঁয়ে ঘোষে ;—
কানাকানি, জানাজানি, কত চুপিচুপি

হাসা হাসি, রসিকতা আর ছি-ছি খুবি !
একদিন সমারোহে কন্যার বিবাহ
নীলাম্বর ঠাকুরের ; লোকের প্রবাহ
অনিবার ; গণপতি ব্রাহ্মণ-সভায়
তুলিল কলঙ্ক-কথা ; নীতির প্রভায়
উজ্জ্বল গম্ভীর মুখ ; চণ্ডীর চরিত,
কলুষ ব্যাভার সব ধর্ম্ম-বিগর্হিত,
কদাচার কদাকার বাশুলী-মন্দিরে
গণপতি দেখিয়াছে করিতে চণ্ডীরে
বহুদিন নিজ-চক্ষে ; ওজস্বিনী ভাষা
তেজস্বি-পণ্ডিত-মুখে। সেই ধর্ম্ম-নাশা
কলঙ্ক-কাহিনী শুনি অবাক্ সবাই।
সকলেরি কিছু কিছু ছিল তো জানাই,
এতটা যে পাপ তাহা মনে আসে নাই।
মনে মনে পণ্ডিতেরে ধন্য ধন্য বলি
মান্য গণ্য যত ছিল ভাবিল সকলি
জঘন্য-আচার চণ্ডী ; আর গণপতি
বিদ্বান্ চতুর তাহে . কবিল প্রণতি
অনেকেই মনে মনে। গণপতি শেষে
কহিল—"কলিতে ধর্ম্ম নাহি আছে দেশে,

তাই বলি হেন পাপ মায়ের সম্মুখে !
মায়ের কৃপায় গ্রাম আছে চির-সুখে,
কিন্তু মাতা সহিবে না আর ; অমঙ্গল
সুনিশ্চয় ; সকলেই এ পাপের ফল
ভুঞ্জিব আমরা, যদি কোন প্রতিকার
নাহি হয় ত্বরা।” মহাভয় সবাকার
জাগিল পরাণে। দূরদর্শী নীলাম্বর
সূক্ষ্মদৃষ্টি-অভিমানে গম্ভীরে তৎপর
আরম্ভিল—“এই নথ-দর্পণের পর
সব কাণ্ড লেখা ছিল ; ও সব যে হবে
জানিয়া রেখেছি সব কোন কালে কবে।
কিন্তু কিছু বলি নাই ; কাজ কি ও সবে !
একদিন প্রকাশিবে সব জনরবে
জানা কথা ; কিন্তু গড়িয়েছে এতটা যে
জানি নাই, একা আমি, থাকি নানা কাজে !
তারপরে বহুবাদ বহুত বিতণ্ডা ;
মতামত সুবিচার হ’ল গণ্ডা গণ্ডা ;—
কারো মত চণ্ডীদাসে সমাজ-বিচ্যুত
করা হ’ক ; কারো হয় ধারণা নিশ্চিত
রজকায়ে জাতি-নাশ হইয়াছে ওর ;

প্রায়শ্চিত্ত করিলেও এই পাপ ঘোর
হবে না ক্ষালিত ; তর্ক নাহি হয় ওর।
অনেকেরি মত হ'ল দূর করি দিতে
রজকীরে গ্রাম হ'তে ; তবে তুলে নিতে
চণ্ডীরে সমাজে, কারো কারো আছে মত,
প্রায়শ্চিত্ত করে যদি ; তবে ভবিষ্যৎ
আর কিছু অপরাধ চণ্ডী যদি করে
তবে ক্ষমা নাই—ইহা স্থির হ'ল পরে।

পরদিন নীলাম্বর গম্ভীর-বদন
আসিল মায়ের বাড়ী, করিতে ছেদন
পাপ তরু যথাকালে, চণ্ডীরে ডাকিয়া
দণ্ড-আজ্ঞা জানাইতে ; সঙ্কোচ রাখিয়া
নাহি কোন কাজ ; কহে বিপুল ঘৃণায় ;—
"শোন চণ্ডী, হেথা এই দেব-আঙ্গিনায়
করিয়াছ, করিতেছ যে পাপ-আচার,
দেবতা করিবে তার যা হয় বিচার ;
কিন্তু আমাদেরো কিছু আছে করণীয় ;
গ্রামের প্রধান যাঁরা মান্য বরণীয়
তাহাদেরি মত তুমি হয়েছ পতিত
রজকীর সহযোগে ; নীতি-ধর্ম্মাতীত

আচরণ ইহা ; আর শুধু তাই নয়,
বাশুলী মন্দির চির-পবিত্রতাময় ;
অপবিত্র করিয়াছ কলুষ-পরশে ;
গ্রামেরো সম্মান খর্ব্ব এই অপযশে ;
সকলেই জানে কথা ; কিছু বলিবার
আছে কি তোমার ?”
চণ্ডী শুনি প্রথমতঃ
বুঝিল না কিছু ; শুধু প্রলাপের মত
শব্দগুলি কাণে এল ; পরে হ’ল বোধ,
এলোমেলো ঝঞ্ঝা হাওয়া চিন্তা করি রোধ
উঠিছে অন্তরাকাশে ; এক সঙ্গে পরে
ঘৃণা লজ্জা অপমান দুঃখ পরস্পরে
সমাবিষ্ট হ’য়ে সব দিল আলোড়িয়া
সমস্ত হৃদয়—চিত্ত উঠিল নড়িয়া
বজ্রপাতে পর্ব্বতের মত। তার পরে
তীব্র এক অগ্নিস্রোত উপজি অন্তরে
সংক্রামিত করি দিল ক্ষিপ্র সংক্রমণে
ধমনীর প্রতিরক্ত-কণা ; ক্ষণে ক্ষণে
স্ফুলিঙ্গ স্ফুরিল যেন শিরায় শিরায়।
“কই কিছু দিলে না উত্তর ?” পুনরায়

জিজ্ঞাসিল নীলাম্বর ;—উত্তর কোথায় ?
কিসের উত্তর ?—আছে কিছু এ কথায়
উত্তর চণ্ডীর ? জাগে বিমথিত চিতে
উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন ; ভাষা প্রকাশিতে
নাহি তার কিছু ; যদি থাকিত সে ভাষা—
সেই অন্তস্তল-প্রতিবিম্ব-পরকাশা—
তবে সে চণ্ডীর চিত্ত-উন্মাদনা দিয়া
রচিত উত্তর যাহা,—অই রুক্ষ-হিয়া
নীলাম্বর তায় হ'ত স্তব্ধ সন্ত্রাসিত—
নির্ব্বাক্ নিশ্চল !—কিন্তু হয় না তো তাহা ।
চণ্ডী উত্তরিল শুধু—"কহিলেন যাহা,
তার অর্থ কিছু আমি—" "বুঝিলে না বুঝি ?
আচ্ছা না বুঝিলে ; অর্থ কাজ নাই খুঁজি ;
আপাততঃ যতদিন নাহি হয় জ্ঞান ;
ততদিন বাশুলীর সেবা পূজা—ধ্যান
কিছু তুমি করিও না ; মন্দিরে প্রবেশ
নিষেধ তোমার,—এই সবার আদেশ ।
আর অই রজকীর থেকে নাই কাজ
এই দেবালয়ে ; আজি—না হইতে সাঁজ
দূর হয়ে যাবে গ্রাম ছাড়ি ; কোন লাজে

কলঙ্কিনী রবে হেথা সকলের মাঝে
দেখাইতে মুখ ; বলে দিও ; আচ্ছা আমি
নিজেই বলিয়া দেই—শুনে যা ত রামী”
ডাকি অসহিষ্ণু ভাবে গেলেন চলিয়া—
যেথায় দাঁড়ায়ে রামী আলসে হেলিয়া
রসালের গাছে ক্ষীণা লতাটীর মত,
ধরি ক্ষুদ্র শাখা ;—দূরে নীল মেঘ কত
পূরব-আকাশ-কোণে ধীরে ধীরে ভাসে,
তাই দেখিতেছে চাহি ; কৃষ্ণ-কেশপাশে
চারুতর ঘনকৃষ্ণ মেঘ পরকাশে।
কহিল আসিয়া সেথা বিপ্র তীব্র ভাবে
কুলিশ-কঠিন অতি নিদারুণ কথা।
রামীর চরণতলে ভূকম্পনে যথা
কাঁপিল ধরণীতল থরথরি তায়।
বিশ্বছবি মিলাইল তামসী-ছায়ায়
রামীর নয়নে , মরণ-বিদ্যুৎ হানি
কে যেন বামীর সুকোমল তনুখানি
করিল মুহূর্ত্ত মাঝে নিস্পন্দ নিথর।
প্রাণ যেন ছাড়ি সর্ব্ব—অঙ্গ—কলেবর
আসন্ন-মরণ-শঙ্কা-ঘন-বিকম্পনে

তমিস্র-শূন্যতা-মাঝে অনবলম্বনে
অবশ বক্ষের তলে হইল লুণ্ঠিত ;—
গেল চলি নীলাম্বর চিত্ত অকুণ্ঠিত ।

—:•:—

অষ্টাদশ সর্গ।

প্রতিষ্ঠা।

'এত শঙ্কা—এত ভয় কেনরে পরাণে ?'
চারিদিকে বিহগের সম্মিলিত গানে
উঠিয়াছে আনন্দের কল-কোলাহল ;
শ্রাবণের অপরাহ্ণ ; জলদের দল
রেখেছিল আবরিয়া নত নভস্তল
সারাদিন ধূমচ্ছায়া-ঘন-আচ্ছাদনে।
নির্ম্মল আকাশ এবে ; প্রবল পবনে
ছিন্ন মেঘস্তূপ অই দিক্-চক্র-বালে
লভিছে বিশ্রাম ; আম্র-বন-অন্তরালে
উজ্জ্বল রবির কর দীপ্তি করে দান।
শান্ত মুখ-কান্তি স্থির দীপ্ত দুনয়ান
মেলিয়া সূর্য্যের পানে বাতাবী-ছায়ায়
বসি রাণী ; সুবর্ণের কুসুমের প্রায়
চূর্ণ-রশ্মি-কণা-গুলি সর্ব্বঅঙ্গময়
শোভিছে রাণীর।—'কেন শঙ্কা—কেন ভয়।'
ভাবিতেছে রাণী ; ভীত সন্ত্রাসিত প্রাণ

সম্বরিছে আপনারে ; নহে মুহ্যমান
মূর্চ্ছাবেশে আর ; সহি প্রথম সংঘাত,—
অভাবিত অভিভব-বেগ অকস্মাৎ
করি জয় জাগে রামী, লভি পুনর্ব্বার
আপন প্রকৃতি।
কি শকতি আছে কা'র—
কি করিতে পারে ? আমি নহি ত অধীন ?
নাহি মোর কিছু তবু নহি ত রে হীন !
অন্নের কাঙ্গাল ভাবি সমাজ নিদয়
দলিত করিবে পদে করিনা সে ভয়।
অনশনে মরে না মানুষ ; এ দীনতা
আর কেন ? যেই মুক্তি—যেই স্বাধীনতা
লভিয়াছি—অধিকার আনন্দ-লোকের,
কেড়ে নিবে তিল-আধ সাধ্য কি লোকের ?
নির্ভয়ে ভ্রমিব আমি সংসার ভবনে
বিমুক্ত স্বাধীন ;—জলেস্থলে গিরিবনে
বসন্তের পবনের মত ;—প্রভাতের
কিরণের কণা আমি ; স্পর্শ আঘাতের
লাগিবে না গায় ; নিস্ফল আক্রোশে
সমাজ আসিবে ধেয়ে, আমি শুধু বসে'

হাসিব আনন্দে ; বেশ, চলে যাই আজ
ক্ষুদ্র দেবালয় ছাড়ি—চিন্তায় কি কাজ?
দেবালয় নাই কোথা ?—দেবালয়ে ভরা
এ সংসার ; পূজা-আয়োজনে এই ধরা
পরিপূর্ণ অবিরত—পাইব প্রসাদ।
কিসের আশঙ্কা-ভয়—কেন অবসাদ ?
—কিন্তু অভাগিণী প্রাণ তবু সঙ্গোপনে
ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে !—দেবতার দরশনে
বঞ্চিত যে হব ! মোর প্রাণের দেবতা,
দিনান্তেও দেখিব না কভু ! পারিব তা
সহিবারে প্রাণে ?—না না, তাহা পারিব না !
নাহি শান্তি এ জীবনে—নাহি তো সান্ত্বনা
অই পদ-যুগ বিনা—নাহি কিছু আন !
কি নিয়ে বাঁচিব হায় ?—করি সদা পান
অই আননের আলো বাঁচে যে রে প্রাণ !
—অন্তরে বাহিরে অই আসে অন্ধকার
ঘনাইয়া চারিদিকে !—না না, সহিবার
নাহি শক্তি—পারিব না—একা—বড় একা—
বড় শূন্য !—একটীও নাহি আলো-রেখা।
একি মোহ আসে পুন ?—একি দুর্ব্বলতা ?

—হায় অভাগিনী! শুধু আপনার কথা
ভাবিয়া কাতর তুই; তোর দেবতার
অই সমুন্নত-শিরে অপমান-ভার
দিতেছিস্ তুলি;—হেথা রয়েছিস্ বসি
আপনার সুখ লয়ে'—কলঙ্কের মসী
সুনির্ম্মল প্রতিভায় দেবতার তোর।
দেখিস্ না ভাবি ওলো, কি লাঞ্ছনা ঘোর—
কি যন্ত্রণা দিবি তুই স্বার্থ-পরায়ণা
চির-বাঞ্ছিতেরে তোর?—ভ্রমান্ধ-নয়না
দেখিস্ না চাহি তুই—অশান্তির শেষ
রহিবে না দিবানিশি!—প্রাণে সুখ-লেশ
আসিবে না নিমেষের তরে; সহিবি সে
কি করিয়া?—সমাজের পাপদৃষ্টি-বিষে
জরজর হবে তনু মন; সে জীবন
মরণ-অধিক; তার চেয়ে আমরণ
অদর্শন সেও ভাল!—তানা হলে প্রাণ,
হবি বিষ, দিবি বিষ, হবে অবসান
প্রেমের সাধনা তোর—প্রেম হবে বিষ,—
মরণে সাধিবি বসি শুধু অহর্নিশ!
দেলো বিসর্জ্জন এই দুদিনের সুখ;

অষ্টাদশ সর্গ।

অমৃত ছাড়িয়া চির-মরণ-উন্মুখ
কেন হবি?—চল' যাই, চল' ছেড়ে যাই—
যেথা হোক্—যেথা হোক্—হেথা তোর নাই
এ জীবনে সুখ আর!—কর পলায়ন,
জ্বলিছে অনলে এই আনন্দ-কানন—
এই পুণ্য-ভূমি তোর,—অবোধ হরিণী,
বিনষ্ট আশার আশে হ'য়ে পাগলিনী
মরিস্ না মরিস্ না পুড়ি! চেয়ে দেখ্
ক্ষুদ্র নয় এ সংসার;—নহে শুধু এক—
একমাত্র স্থান এই তোর বসতির!
অনন্ত ধরণীতল; দেখ প্রকৃতির
অসীম উদার বুক; পাবি তুই স্থান
স্নেহময়ী মার কোলে; কয়ে' দেলো দান
মার হাতে তোর সব জীবনের ভার।
ফুলে ফলে ভরা ধরা—সৌন্দর্য্য অপার
দেখ চারিদিকে;—কত আলো,—কত হাসি,
কত সুখ—প্লাবনের মত যায় ভাসি
নয়নের আগে!—তুই বাধা-বন্ধ-হীন
মুক্তির আনন্দে ভাসি চল চিরদিন,
অসংশয়ে অসঙ্কোচে জীবনের পথে;—

উড়ে যা আকাশে চড়ি দ্রুত-মনোরথে !—
নিবারিতে কারো সাধ্য নাই ; তপস্বিনী
সন্ন্যাসিনী আজ হতে,—চির-তেজস্বিনী
শক্তিমতী নারী তুই ; সব শঙ্কা-ত্রাস
কর পরিত্যাগ ; শীর্ণ হীনতার পাশ
ছিন্ন করি ফেলি দিয়া, অভিনব বাস
রক্তোজ্জ্বল সংকল্পের গৈরিক-আভাস
কর পরিধান। তোর অন্তর-আকাশে
অন্তহীন পৌর্ণমাসী আনন্দ-সুহাসে
হাসুক নিয়ত ; ফুল্ল-চন্দ্রিকা-বিভোর
সেই চিত্ত-নন্দনের পুষ্পাসনে তোর,
চিরানন্দময় অই হৃদয়-দেবতা
হাসুখ ভাসুক সদা। হয়ে ধ্যানরতা
নির্নিমেষে সেই হাসি কর দরশন।
—অফুরন্ত সে আনন্দ ; সে চন্দ্র-কিরণ
ছায়া-স্পর্শে কখনো ত হবে না মলিন।
সেই তো তপস্যা তোর চিরনিশি দিন,—
সেই উপাসনা, অনিবার সে অর্চ্চন,
অহরহ নিদ্রা-তন্দ্রা করিয়া বর্জ্জন,
দিবি ভোগ দিবি সেবা তোর দেবতারে ;

করাবি অমৃত পান অবিরাম তারে।
কখনো আদরে তারে করিয়া সোহাগ
লইবি হৃদয়ে তুলি; কত অনুরাগ
প্রাণ-ভরা দেখাইবি; কি অগাধ স্নেহ
রেখেছিলি লুকাইয়া, জানিত না কেহ,
সখারে দেখাবি সব; ফুল-শয্যা পাতি
নিগূঢ় নিকুঞ্জ-তলে জ্বালি দীপ-ভাতি
অতি স্নিগ্ধ সুশীতল, শোয়াইবি তায়
চির-আদরের তোর পরাণ-পিয়ায়,—
সুকোমল সুতবল সুরভি হিয়ায়
ঢেকে দিবি কম-কান্ত সুখ ক্লান্ত কায়,
জ্যোৎস্না যথা ঢেকে দেয় সরসীর বুক।
দেখিবি চাহিয়া কভু নয়ন উৎসুক
সেই মুখ শোভা; সখা ঘুমাইবে যবে
কোলে তুলি দুটী পদ বসিবি নীরবে;
সুখ স্বপ্নে চমকিয়া উঠিবে যখন,
সুনিবিড় আলিঙ্গনে করিয়া মগন,
চুমিয়া নয়ন দুটী পুষ্পাধর দিয়া,
স্বপনের মাঝে পুন দিবি ডুবাইয়া;
হরিয়া চেতনা ধীরে করিবি অবশ,

হৃদি-স্পন্দনের ছন্দে কোমল আলস
দিবি মাথাইয়া তার সর্ব্ব দেহে মনে।
স্বর্গ তোর তুচ্ছ হবে ; হৃদয়-নন্দনে
বঁধুরে করিয়া রাজা চিরানন্দে র'বি।
প্রেমের কমলে তোর অন্তহীন রবি
বদ্ধ হ'য়ে রবে ;—তুই সখার পরাণে,
সখা প্রাণে তোর ; চির জীবনে মরণে
বিরহ-বিচ্ছেদ কভু নাহিরে নাহিরে !
যেথায় তাকাবি তুই অন্তরে বাহিরে
বঁধুরে দেখিবি সদা ; যেখানে পড়িবে
নয়নের আলো তোর, চকিতে স্ফুরিবে
বঁধু তোর সেথানেই।—কুসুমে মধুপ
মধুপান করিতেছে, যেথা অপরূপ
দেখিবি বঁধুরে তুই—পুন অই রূপ
দেখিব ফুটিয়া আছে কুসুমের গাছে
—রাশি রাশি ফুল !—যেথা ঝিলিমিলি নাচে
চারু কিরণের কণা চল-বীচি-তালে
জলে তটিনীর, হাসি-কিরণের জালে
বঁধু তোর বাঁধিতেছে সেই বীচিগুলি—
দেখিবি সহসা। যবে বায়ুভরে দুলি

অষ্টাদশ সর্গ।

উঠিবে শস্যের ক্ষেত্র স্বর্ণ-শীর্ষ-শোভী
হেমন্তের মাঠে মাঠে হিরণ্ময় ছবি,
সোনার ঐশ্বর্য্য সেথা তোর বঁধুয়ার
লভিবে বিকাশ। নব-মধুমাসে আর
মঞ্জরি' কানন-কুঞ্জ রোমাঞ্চিবে যবে
যৌবন-সঞ্চারে, কল-সঙ্গীতের রবে,
সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, আলো—আনন্দ-হরষে,
মায়াবিনী বাসন্তীর মায়া-মন্ত্র-বশে,
—তখনো বুঝিবি তোর প্রিয়ের প্রণয়
প্রকট প্রকাশ পায় চরাচরময়
শত-লক্ষরূপে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার নিশা
শুভ্র-শোভা-সুধা-বিপ্লাবিতা দশ-দিশা
প্রশান্ত-মাধুরী-হাস্য-বিহ্বল-বিভায়
হাসায়ে তুলিবে যবে, রূপ-গরিমায়
গর্ব্বিতা তারকা-কুল সেই অনুপমা
ধরণীর সম্মোহিনী শারদ-সুষমা
হেরিয়া ঈর্ষায় যবে ম্লান মুখ হবে
ঈষৎ নিষ্প্রভ, সেই জোছনা-উৎসবে
অনঙ্গ-নিন্দিত-প্রভা তোর প্রিয়তম
স্নিগ্ধ-শান্ত-দীপ্তিময়-চন্দ্রমা-প্রতিম,

নিষ্কলঙ্ক মহিমায় উদ্ভাসিত রবে।
এমনি নিখিল দৃশ্য এই বিশ্বভবে
তন্ময় হইবে—তুই হইবি তন্ময়;
কঠিন কর্কশ এই ধরণী মৃণ্ময়
হবে হেম-বিনির্ম্মিত প্রেম-নিকেতন;
উড়িবে আকাশ পথে বিজয়-কেতন
প্রণয়েব: প্রণয়ের সঙ্গীতে মুখর;
প্রণয়-কুসুম-মাল্যে সজ্জিত সুন্দর;
প্রণয়ের দুর্গোৎসবে রবে নিতি নিতি
উৎফুল্ল উৎসুক; কত আরতি পিরীতি,
রাগ- অনুরাগ-রতি, বিচিত্র-বরণ
ইন্দ্র-ধনুকের মত দূর-দরশন
বিকাশিবে মিলাইবে নিমেষে নিমেষে!
সেই লীলা-রাজ্যে—সেই প্রণয়ের দেশে
রাজা হবে বঁধু তোর—সখা, প্রিয়, প্রভু,—
প্রজা হবি—সখী হবি—সহচরী কভু,—
দাসী,—রাণী কখনো বা! সেই অধিকার
কেহ কভু নিবে না কাড়িয়া; সাধ্য কার
প্রবেশিতে সেথা?—সেই রাজ্যে রাণী হ'বি,
চল্—তাই চল্,—চল্, কেন হেথা র'বি

সর্ব্বনাশ শিরে করি ?

রামী ধীরে ধীরে

উঠিয়া আঙ্গিনা ছাড়ি আসিল বাহিরে।

থামিল ক্ষণেক পথে, যেথা দুই ধারে

ঘন গুল্মগুলি ঘন-শ্যাম-পত্র-ভারে

হেলিয়া পড়িয়াছিল, নব-ববষার

সরস বর্ষণে।

শুধু আর একবার

দেখে যাই চিরতরে মোর প্রিয়তমে ;

নয়নের দেখা হায় আর এ জনমে

হবে না তো কভু। প্রীতি-করুণায় ভরা

কোমল নয়ন ; সকল-সন্তাপ-হরা

শান্তিময় দেহ কান্তি শুধু একবার

দেখে যাই, এই শেষ—শেষ কামনার

নিবেদন, আর চাহিব না।

গৃহপানে

ফিরিয়া দাঁড়াল রামী ; সঘন কম্পনে

কাঁপিছে পরাণ। কে যেন সহসা আসি

বিদ্যুদ্-ভাষায়, বলে গেল—সর্ব্বনাশী

ভয় নাই ?—কি বিশ্বাস ও হৃদয়ে তোর ?

ছিন্ন করি ফেলে দেলো বাসনার ডোর,
ভেঙ্গে দে অলীক মায়া-কুয়াসার ঘোর।
সম্মুখের পথ ধরি চলে গেল রামী,
একাকিনী ; ধীরে বর্ষা-সন্ধ্যা এল নামি ;
নয়ন বিষাদ-শান্ত অশ্রু-ছল-ছল ;
অশ্রান্ত করুণ-তানে কপোতের দল
গাহিছে বিরহ-গাথা বেদনা বিভল।

ঊনবিংশ সর্গ।

শক্তি

সায়াহ্ন অতীত ; আসে শ্রাবণ-রজনী
ধীরে ধীরে ধরাতলে—সজল-নয়নী।
ধবল-ধূসর লঘু স্বচ্ছ সচঞ্চল
শত শত খণ্ডমেঘ ভাসে অবিরল,—
আসে, যায়—আবো আসে পূবব গগনে ;
শুক্লা দশমীর শশী শুধু ক্ষণে ক্ষণে
ফুটিয়া নিভিছে পুন ; কিবণ মলিন
পবক্ষণে হইতেছে মেঘচ্ছায়া-লীন।
আধ-আলো আধ-ছায়া গোধূলির মায়া
ঘনীভূত হ'য়ে যেন ধরণীর কায়া
করিয়াছে ধূমময় কূয়াসা-ধূসর,
ঈষৎ বিশদ-আভা। নীরব প্রান্তব ;
নীরব কানন ভূমি ; নিশ্চল পবন।
পল্লীপ্রান্ত-পথে রামী চিন্তা-শ্রান্ত-মন
চলিয়াছে একাকিনী ; চলে না চরণ
নিরুদ্দেশ পথে যেন ; ভরসা কেবল
আপন সাহস-বল ; সকল সম্বল

শুধু সুখ-স্মৃতি ক'টা। কিন্তু নিরাশ্রয়ে
এ রূপযৌবন-ধন-রতন-নিচয়ে
কেমনে রাখিবে রামী দস্যু-আক্রমণে ?
কতটুক রমণীর বল ? এ নির্জ্জনে
কেহ যদি অকস্মাৎ ধরে হাত খানি,
কি করিতে পারে রামী ?
নাহি ভয় মানি
এ হৃদয়ে কোনো ; হিংস্র পশু নাগিনীরা
অভাগিনী দেখি ফিরে যাবে ; ডাকিনীরা
দেখাবে না ভয় ; কিন্তু প্রতি অঙ্গে মোর
বাস করে বৈরী সব—অবিশ্বাসী ঘোর।
মণিমুক্তা নহে তো এ, মৃত্তিকা-গরভে
রাখিব যে লুকাইয়া !—ঢাকা নাহি র'বে
কোন আবরণে অরি ;—নহে তো গোপন,
বসনের মত সব করি উন্মোচন
ত্যাগ করা নহে তো সম্ভব ! এ সংসার
জনারণ্য ; নিরজন কানন-কান্তার,
লোকের অগম্য দেশ কোথা পাব আর ?
—বৃথা এ ভাবনা করা।—ওকি ! সচকিতে
অস্পষ্ট আলোকে রামী পারিল লখিতে—

উনবিংশ সর্গ।

গণপতি দাঁড়ায়ে সম্মুখে।—পান্থ যথা
অকস্মাৎ পদতলে হেরি পদাহতা
বিভীষণা সর্পিণীরে ভীত ত্রস্ত হয়ে'
পশ্চাতে সরিয়া যায়—তেমনি সভয়ে
ত্রিপদ পশ্চাতে রামী দাঁড়াল সরিয়া
চমকি নিমেষ-মাঝে ব্রাহ্মণে হেরিয়া—
শিহরিয়া বুঝি।—জিজ্ঞাসিল গণপতি—
''এ রাত্রে একাকী রামী ধীর-ক্লান্ত-গতি
কোথা চলিয়াছ ?"—"আপনার কাজে যাই"
উত্তরিল রামী। "কাজ ?—একা যেতে নাই
এই রাত্রি-কালে তবু ;—আজ চল ফিরে !"
"কোথা ? কেন ?—কাজ আছে—যেতে দাও"—ধীরে
দৃঢ়স্বরে উত্তরিল,—নয়ন ভূতলে।
' মিছে কথা—কেন রামী, কোথা যাবে চলে ?
শুনিলাম সবে মিলে ব্রাহ্মণের দলে
তোমার কুকথা নাকি করেছে রটনা ;—
বহু মিথ্যা কথা—বহু অলীক ঘটনা
কল্পনায় অনুমানি' করেছে দুর্নাম।
নিন্দুক তাহারা ; পরনিন্দা অবিরাম
ব্যবসা' তাদের ; শুধু নির্দ্দোষের দোষ

ঘোষণা করিতে পায় পরম সন্তোষ ;
মিথ্যাবাদী স্বার্থপর সব ; জাননা এ
খলের চরিত ? কথা দিতাম শুনায়ে
সভায় থাকিলে আমি ; অকারণে কেন
তোমার কলঙ্ক করে ?—চেয়ে দেখে যেন
কত দোষ নিজেদের ঘরে ;—যাবে দেখা ;
দুঃখিত হ'ওনা রামী ; কালীর এ রেখা
মুছে দিব ও সাদা চরিত্র হ'তে ; একা
তুমি যেওনা কোথায়ো ; আমার বাড়ীতে
থাক, ইচ্ছা যত দিন ; হবে না ছাড়িতে
গ্রাম কভু—ওকি রামী !—যাও যে অমন ?"
দক্ষিণে তিলের ক্ষেত ; ঘন কাঁটাবন
বামদিকে অন্ধকার ; পথ রোধ করি
দাঁড়াইয়া গণপতি ; পথ পরিহরি,
তিলক্ষেত অতিক্রমি রামী চলে যায়।
গণপতি দাঁড়াইল আসি পুনরায়
রামীর সম্মুখে।—"ছি! ছি! একি ব্যবহার"
কহে রামী—"পথ ছাড়, কথা শুনিবার
নাহি অবসর মোর"। "নাহি যদি ছাড়ি
পথ, তবে ?"—হানি দৃষ্টি বিদ্যুৎ সঞ্চারি

ঊনবিংশ সর্গ।

ব্রাহ্মণের মুখপ্রতি চাহি এক পল,
কহে রাণী—"নিরাশ্রয়া আমি ; নাহি বল
অবলার ; তাই বুঝি কাপুরুষ তুমি,
দেখি আজি জনশূন্য জনপদ-ভূমি,
পেয়ে মোরে নিরুপায় সহায়-বিহীন
ভেবেছ এসেছে বড় সুযোগ সুদিন—
ছলে বলে করাইবে বশ্যতা স্বীকার ?—
অবাধে প্রচার করি নিজ অধিকার
মুষ্টিগত করিবে আমায় ? অত্যাচার
করিতেও পরাঙ্মুখ নহ ? প্রতীকার
হবে না জানিয়া ?—নীচ অভিসন্ধি মনে ?
ভেবে দেখ কি পাশব-ঘৃণ্য-আচরণে
উদ্যত হয়েছ তুমি ! ব্রাহ্মণ-গৌরব—
সম্মান মর্য্যাদা তব ত্যাগ করি সব—
"থাম, থাম," বাধা দিয়া গণপতি কহে,
"হিত-কথা শুনিবার সময় এ নহে।
সুবচনী তুমি, তব নিন্দা-কুবচন
বেশ মিষ্ট মধু ;—বাক্য রুচির-রচন,
সমীচীন আলোচনা রাখিয়া সম্প্রতি,
করুণা-কটাক্ষ করি অভাজন প্রতি,

স্বর্ণ-কমলের আর মকরন্দময়
ওষ্ঠ-অধরের — ”
“দূরে রহ নীচাশয়!
স্পর্শ যদি কর পশু, কেশাগ্র আমার—
স্পর্শ যদি কর বস্ত্র-প্রান্ত একবার,
তবে মিটাইব তব পশুর পিপাসা
এ মুহূর্ত্তে—কেমনে সে জান? মাংস-আশা
মাংসাশীর—কুক্কুরের সন্তোষ-বিধান
রক্ত-মাংসে হয়— তাই করিব প্রদান!”—
সহসা সরিয়া গেল অভ্র-আবরণ;—
শুভ্র চন্দ্রমার স্ফুট স্ফটিক-কিরণ
স্ফুরিল চৌদিকে; শীত সিত-জ্যোৎস্না-করে,
রক্ত-দীপ্তি-অগ্নিময় কিরণ-নিকরে
ভাস্করের মত রামী উঠিল উদ্ভাসি—
অগ্নিতেজোময়ী নারী—কলুষ-প্রয়াসী
কামুকের পরশ-প্রয়াসে। জ্বালাময়
স্ফুলিঙ্গের মত তীক্ষ্ণ বচন-নিচয়
স্ফূরিত অধরে ফোটে।—
“মিটাইব সাধ;
কি চায় প্রবৃত্তি তব?—কিসের আস্বাদ

ঊনবিংশ সর্গ।

খুঁজিছে ইন্দ্রিয় গুলি নিত্য অবিরল?
চেন কি—দেখেছ কভু ও ইন্দ্রিয়দল—
যাদের উত্তপ্ত-ক্ষুধা-নিবৃত্তি-নিরত
সদা তুমি?—দেখ পশু, শার্দ্দুলের মত
শোণিত-তৃষায় চাহি রহিয়াছে কত।
গৃধিণী শকুনি গুলি বসিয়া নিয়ত
ক্ষুধিত নয়ন মেলি আম মাংস-লোভে।
ক্লেদ-সিক্ত সর্প অই ফুঁসিতেছে ক্ষোভে—
দংশিতে শোণিত-তরে সতত বাসনা!
শ্মশান-শৃগাল শত লেলিহ-রসনা
মেলিয়া খুঁজিছে অই কোথা আছে শব!
কুক্কুর শূকর গুলি ক্ষুধার্ত্ত যে সব
অই দেখ চাহি, তুমি শ্মশান-চণ্ডাল,
তাদের সেবার লাগি মত্ত চিরকাল। ✓
নাহি ছাড় যদি, দিব যা আছে আমার
পশুর সম্ভোগে তব; সুশাণিত-ধার
ছুরিকা এনেছ সাথে? করিব ছেদন
প্রতি অঙ্গ মম, তব কাম-আবেদন
পূরাইতে;—মুখ, বুক, বাহু, উরু কাটি,
প্রতি কামনার মুখে দিব সব বাঁটি

মিটাতে লালসা-নেশা।— অস্থি-মজ্জা-বসা;
তুষিতে প্রবৃত্তি অন্ধ-উন্মাদ-বিবশা,
একে একে সব দিব,—তৃষায় তর্পণ
করিব শোণিত উষ্ণ করিয়া অর্পণ।
সমর্পণ সর্ব্ব দেহ করিব তোমায়—
কামার্ত্তের উপহার! ইহাই তো চায়
পশু-প্রবৃত্তি তোমার? কোথা পাবে প্রাণ?—
কোথা মন—কোথা ইচ্ছা।—জড় দেহ খান
শত খণ্ড করি আজি কবে দিব দান,
অপবিত্র কর যদি ঘৃণিত পরশে।
কোন দুঃখ রহিবে না; দিবসে দিবসে
মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যায় তো সদাই
ক্ষয় হয়ে এ শরীর!—কোন দুঃখ নাই—
আজি যাক্—এ হৃদয়ে নাহি শঙ্কা-ভীতি;—
পশু-উপদ্রব নাহি চাহি নিতি নিতি।'
নীরবিল রামী। ক্রীড়ারত বনচর
প্রজ্বলিত-দাবানল-শিখা ঘোরতর
সম্মুখে সহসা হেরি,বিভীষিকা-ত্রাসে,
আসন্ন বিপদে যথা চাহে চারি পাশে,
শিখা-স্বরূপিণী অই রামীর মূরতি

ঊনবিংশ সর্গ

হেরিয়া তেমনি বজ্রাহত গণপতি,
বিমূঢ় স্তম্ভিত-মতি।—কি মূর্ত্তি ভীষণ!
কি গর্ব্বিত অনল-উচ্ছ্বাস! উদ্গীরণ
করে দৃপ্তজ্বালা অই প্রদীপ্ত নয়ন।
ঝলকিছে উল্কা-রাশি—বিদ্যুদ্-বরণ
রাণীর ললাট-পটে দেখে গণপতি!
দগ্ধ করে—ভস্ম করে অসহ্য সে জ্যোতি!
প্রতি অঙ্গ সঙ্কুচিত সম্বৃত করিয়া
সশঙ্ক কূর্ম্মের মত আসিল সরিয়া
গণপতি আপনার মাঝে দগ্ধ-প্রায়;
বিধ্বস্ত কামনা গুলি অগ্নি শঙ্কু-ঘায়
আতঙ্কে মরিয়া গেল।—উদ্দীপ্ত প্রভায়
কি সৌন্দর্য্য ভয়ঙ্কর! উন্মত্ত-মহিমা
শান্ত মধুরিমা-মাঝে!—এ শক্তি অসীমা
কোথা হ'তে প্রকাশিছে অবলার দেহে?—
নির্নিমেষ দৃষ্টিপাতে রহস্য-সন্দেহে
গণপতি দেখিতে লাগিল!—এ জগতে
দেখেছে শুনেছে বহু; নয়নের পথে
হেন দৃশ্য পড়ে নি তো কভু! রমণীর
রস-হাসি বিলাসের,—দুঃখে অশ্রুনীর.

সুখ-ভোগ, হিংসাদ্বেষ-কলহ-নিরতা
বহু নারী, দেখিয়াছে—শুনেছে বারতা।
তারপরে আপনার রমণী-লোভন,
রমণীয় রূপের প্রভাবে, প্রাণমন
পদানত করিয়াছে বহু ; এ জীবনে
এমন আশ্চর্য্য কিছু দেখেনি নয়নে !
সে বিশ্বাস—সে ধারণা সেই অভিজ্ঞতা,
সেই জ্ঞান-ভিত্তি সব বুদ্ধির যোগ্যতা,
সব চূর্ণ হ'ল ক্ষণে অশনি-আঘাতে।
অকস্মাৎ অলৌকিক আলোক-সম্পাতে
বিচিত্র জগৎ এক আবির্ভূত হয়ে'
অভিভূত করিল ব্রাহ্মণে। অক্ষিদ্বয়ে
বাঁধিয়া সে দ্যুতিরাশি অন্ধ করি দিল ;
চির-অন্ধকার-বাসী নয়ন মুদিল
সে জ্বালা অসহ্য দেখি।—নাহি দিক্ দিশা,
অনল-উৎপাত-ময়ী বিশৃঙ্খলা নিশা,—
আলোকে আঁধারে আর উপচ্ছায়ে মিশা,
নেহারিল গণপতি ;—আবিষ্ট মূর্চ্ছায়
মনোবুদ্ধি চিন্তা সব স্থিতি-স্থান চায়
চেতনা-সীমার মাঝে।

ঊনবিংশ সর্গ ।

মস্তক উপরে
তিন্তিরী-শাখায় তীব্র-রুক্ষ কণ্ঠস্বরে
পেচক-মিথুন এক উঠিল ডাকিয়া।
ভৌতিক ভীতির কম্প বাতাসে রাখিয়া
মুহূর্ত্তে থামিল রব। চমকি উঠিল
ভীত-চিত গণপতি ; অমনি ফুটিল
মানসে সহজ-জ্ঞান—চমক টুটিল।
—কিন্তু কোথা রামী ?—বুঝি গেল পলাইয়া।
কোথা—কত দূরে ? স্থিরচিত্ত টলাইয়া
ভুলাইয়া চলে গেল।—কোন মন্ত্র বলে ?
রামী,—বামী,—ডাকিনী কি ? একিরে কৌশলে
ছলিল পলকে। বলে গেল প্রলাপের মত
কত কথা—উন্মাদিনী নাকি ?—এমন তো
দেখিনি কখনো। ডাকিনী এ—বাশুলীর চর ?
—নাকি কোন যোগ-মন্ত্র-সাধনে তৎপর ?—
যেই হও রামী, তুমি এসেছ যখন
নয়নের পথে মোর—এ বাহু-লগন
হবে একদিন !—আমি সেই শুভক্ষণ
অনুক্ষণ খুঁজিতেছে।—এ কৌশলে ছলে
বুঝিনু হবে না কাজ ;—হইবে না বলে।

আচ্ছা—আরো ফাঁদ আছে—বাঁধ সুগোপন।
ধরিয়া ফেলিতে হবে অই উড়ো মন;—
কতদিন ফাঁকি দিয়া রহিবে অমন ?—

বিংশ সর্গ।

সন্ধান।

আজিও এল না রামী বাংরেকের তরে।
না বলিয়া চলে গেছে কোথা—তারপরে
একে একে কত দিন আজ চলে যায়।
—কোথা গেল একাকিনী—রহিল কোথায়?
চণ্ডীর বিশ্বাস ছিল আসি একবার
শেষ কথা বলে যাবে;—তাব বলিবার
ছিল না কি কোন কথা? কিন্তু এল কই?—
এই দীর্ঘ দিন, তাও ফুরাইল; অই
শ্রাবণের সন্ধ্যা বুঝি আসে। চণ্ডীদাস
বসিয়া ভাবিতেছিল নিরাশ উদাস
চাহি আকাশের পানে;—এই কয়দিন
নিদ্রাহীন—তন্দ্রাহীন—বিরাম-বিহীন,
ঘাঠে মাঠে, পথে পথে, বহু অন্বেষণ
করিয়াছে;—অবসন্ন ক্লান্ত অনশন,
খুঁজিয়াছে সব ঠাঁই—নাহি কোন খানে!
অবিরল বাদলের ধারা;—ঘোর বানে

ঘিরিতেছে দেশ ; পল্লীপথ পঙ্কময়—
সে দুর্য্যোগে সুদুর্গম ; ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়
রহি রহি ; পথে পথে ছিন্ন পত্র শাখা ;
নত ঘন বেণুবন : মেঘে মেঘে ঢাকা
আকাশের মুখ। বহি বৃষ্টি-বায়ু শিরে
কত খুঁজিয়াছে চণ্ডী ! সহে সে শরীরে,—
হয় নি কাতর ; কিন্তু সহে না হৃদয় :
কে বুঝিবে ব্যথা ?—কিনা জানি নিরদয়
দারুণ আঘাত রামী পাইয়াছে প্রাণে।
ভেঙ্গে চুরে গেছে বুক ; কুলিশ-পাষাণে
নিষ্পেষিত হইয়াছে কুসুম কোমল।
একবার দেখিবারে চাই ;—নিরমল
হাসিমুখ কেমন সে আজি মসীমাখা !
সরল নয়ন-কোণে কি বেদনা আঁকা !—
সুখে দুখে সমান সুন্দর,—সে সুষমা
কেমনে সে ম্লান হ'য়ে গেছে !—সেই রমা
তেজোময়ী—নয়নে কি অশ্রুধারা আজ ?
সে গৌরব—গরিমা কি আজিকে সমাজ
পারিয়াছে ঢাকিবারে ? অপমান লাজ
লাগিয়াছে সে আননে ? কত সব রমণীর ?

নবনীর মত কমনীয় ;—নবনীর
পুতলি সে—পূত শুভ্র সে দেহ—সে প্রাণ।
কার কাছে যাবে ? কোথা তার আছে স্থান
দাঁড়াবার এ জগতে ? জানাইবে কারে
প্রাণের দারুণ দাহ ? বাদলের ধারে
এ দুর্দিনে ভিজিতেছে—কাঁপিতেছে হায় !—
কোথা একাকিনী এই তীক্ষ্ণ হিম-বায় ?
গেহহীন—স্নেহহীন—হায় অসহায় !—
ভাসিতেছে নদীস্রোতে নির্ম্মাল্যের প্রায় !—
নিরুপায় লক্ষ্যহীন !—শুধু একবার
একবার শুধু সেই প্রীতি-প্রতিমার
করুণ মুরতি-খানি—চাই দেখিবার।
পাই না সে দেখা ? একবার শেষ দেখা ?
কতদূর চলে যাবে !—কেমনে সে একা
কি সাহসে দূর দেশে যাবে ?—যায় নাই ;
আছে কোথা বসি ; অন্ধ দৃষ্টি মোর তাই
পাইনি দেখিতে—ওঃ !—কি ভীষণ বর্ষণ
ঘন হয়ে অন্ধ হয়ে আসে !—কি গর্জ্জন
মেঘে মেঘে ক্ষণে ক্ষণে—আকাশে আকাশে !
রহি রহি মত্ত ঝঞ্ঝা বেগে ছুটে আসে,

তরুণির গৃহদ্বার আজি !—বাঁচে কিরে
এ দুর্যোগে মানুষের প্রাণ ! আছে কিরে
বেঁচে সেই সুললিত লতা—সহি শিরে
এ সংঘাত ? হিম-অঙ্গ না জানি কোথায়
তুষার আড়ষ্ট হয়ে ভূতলে লুটায়,
মালতীর দলটীর মত পঙ্কতলে !
দেখি যদি পাই কোথা !—

চণ্ডী গেল চলে

বাহিরিয়া— ।—ছিন্ন করি ঘনদস্তল
ঝলকিল বিদ্যুতের শিখা !—তীব্রানল
জ্বলিয়া উঠিল শূন্যে ! ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন
আরো উন্মত্ত বেগে আক্রমি কানন
উন্মূলিত করে তরুদল ।—অশ্বত্থের
সুবিপুল শাখা ভাঙ্গি চণ্ডীর পথের
একপ্রান্তে করিল নিক্ষেপ ।—বনস্থলে
বহে বর্ষা-স্রোতোধারা ক্ষিপ্র-কলকলে
ভাসাইয়া বংশ-পত্র-রাশি —অকারণ
বনে বনে পথে পথে করি অন্বেষণ
কাঁপি কাঁপি ঘুরি ঘুরি সারা হ'ল দেহ ।
—কোনো পথে, কোন তরুতলে—কই কেহ

নাই তো কোথায় ? তবু উঠে চমকিয়া
কত কি যে কাল্পনিক ছায়া নিরখিয়া
পলকে পলকে চণ্ডী ! আসি অবশেষে
দাঁড়াইল ক্লান্ত-কায় পল্লী-প্রান্ত-দেশে।
কুয়াশা-ধূসর মাঠ—জনপ্রাণি-হীন ;—
দূরে গ্রামবনরেখা তমসা-বিলীন।
শুধু শাল্মলীর শির দেখা যায় দূরে ;—
আর শুধু গাভী বুঝি অই ঘুরে ঘুরে
দাঁড়াইল আসি মূলে। সন্ধ্যা-অন্ধকার
সন্ধি করে মেঘচ্ছায়া সনে ; বরষার
দীর্ঘ দিন শেষ হ'য়ে যায় ; রক্তাভাসে
ঈষৎ রাঙ্গায়ে মেঘ পশ্চিম-আকাশে
সূর্য্য ডুবে যায় অই অন্ধকার-তলে।
মাঠে মাঠে তুলিয়াছে দর্দ্দুরের দলে
সকরুণ কোলাহল ; ক্রমে মৃদুতর
অনিবার বরিষণ—ঝঞ্ঝা নিরন্তর
ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।—নদীপারে
কে যায়—অতি ধীর চরণ-সঞ্চারে
একা একা অই !—চণ্ডী শিহরি উঠিয়া,
ক্রতপদে মাঠ ভাঙ্গি চলিল ছুটিয়া

অই ক্ষুদ্র নদীপানে—কিন্তু কোথা কই ?—
কোথা মিলাইল সেই মূর্ত্তি ছায়াময়ী ?
—নাই, নাই !—রামী কোথা ! রামী নয় নয় !
শুধু তপ্ত-বাসনার বাষ্পচ্ছায়াময়
মায়াদৃশ্য ছুটে যায় দুটী চক্ষু দিয়া
বক্ষতল হ'তে ! দশদিশা আচ্ছাদিয়া
গাঢ়-তমশ্ছায়া এল তামসী শর্ব্বরী ।
বেদনার অগ্নিজ্বালা আঁধারে আবরি
নিবিড়-নৈরাশ্য-রাশি অন্তর জুড়িয়া,
ধূম-কুণ্ডলীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
উঠিতে লাগিল করি নিরুদ্ধ নিশ্বাস ।
যায় না তো সহ্য করা আর । চণ্ডীদাস
অন্ধকারে সে পিচ্ছল পল্লীপথ বাহি
ফিরিল আলয়ে—দেহে প্রাণ যেন নাহি ।
অন্ধ-কারাগারে বদ্ধ বন্দীর মতন
চণ্ডী কাটাইল নিশা । প্রভাত-তপন
কিরণের করস্পর্শে তন্দ্রার স্বপন
ক্ষণিকের ভেঙ্গে দিলে, উঠি চণ্ডী চাহি
পূর্ব্বাকাশ-পানে, নেহারিল—অবগাহি
কিরণ-সাগরে ভাসে আশার প্রতিমা !

বিংশ সর্গ

দুর্য্যোগান্তে প্রকৃতির আনন্দের সীমা
নাহি যেন—হাস্যময় ভাস্বর গরিমা !

একবিংশ সর্গ।

মিলন।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা স্তূপে স্তূপে মেঘ
আকাশে সাজিল পুন। পবনের বেগ
প্রবল হইল ক্রমে ; আসিল বরষা
কুয়াসা-আঁধারে নামি ; চকিত-দরশা
চপলা জ্বলিল ঘন ; ঘন গুরু গুরু
গরজে চঞ্চল মেঘ ; হিয়া দুরু-দুরু
চমকি উঠিল চণ্ডী—চকিত অন্তর ;
শীত-শিহরণে কাঁপি ক্লান্ত কলেবর
উঠিল সহসা ; হিমানী-পরশ যেন
ধমনী-প্রবাহে পশে, মনে হ'ল হেন।
শিরায় শিরায় বহে সঘন স্পন্দন
পলে পলে শত শত ; রোমাঞ্চ-কম্পন
সঙ্কোচিয়া আনে অবয়ব ! যেন কত
বেদনা-ছুরিকা ছিঁড়ি অস্থি-গ্রন্থি যত
ছুটিতেছে প্রতি অঙ্গে। ছিন্ন-শয্যা-পরি
পড়িল লুটায়ে চণ্ডী ; বৃষ্টি ভিন্ন করি

একবিংশ সর্গ।

কুটীরের তৃণ-আবরণ তার হানি
পড়িছে শয্যার পরে ; ভগ্নদ্বার-খানি
শব্দ করি বারবার উঠিছে নড়িয়া
ঝড়ের আঘাতে ;—অই গেল সে পড়িয়া।
ঝড় বৃষ্টি এক হয়ে করিল প্রবেশ
উন্মুক্ত কুটীর মাঝে।

অদ্ধ-মূর্চ্ছাবেশ,

অর্দ্ধ অচেতন-ভাবে গেল অর্দ্ধরাতি ;
বৃষ্টি বায়ু গেল থামি ! পরিম্লান-ভাতি
কৃষ্ণা-নবমীর শশী পূরব-গগনে
ম্লান সুখ-স্বপ্ন যথা জ্বর-তপ্ত মনে
চণ্ডীর আজিকে ; চণ্ডী লভিল চেতনা।
দাহ জ্বালা দেহময় দারুণ বেদনা
উপশম বোধ হ'ল যেন ; স্বেদ-বারি
সিক্ত করে সারা দেহ, উত্তাপ নিবারি।
অন্ধকার গেহ। সব নীরব নির্জ্জন।
প্রাণ-চিহ্ন নাহি ;—শুধু ঝিল্লীর নিস্বন
শোনা যায়—থামে না কখনো ; চরাচর
নিদ্রা-নিমগন ; বিহঙ্গম নিশাচর
কদাচিৎ রব করে ;—জানায় প্রহর

ফেরুপাল আর শুধু। চণ্ডী সেই সব—
সে রব—সে নীরবতা করি অনুভব,
ভুলিতে ক্ষণেক কত করিল প্রয়াস।
কিন্তু সেকি ভুলিবার? হৃদয়-আকাশ
শান্ত নিরমল কভু—শত চন্দ্রমায়—
সহস্র কিরণে রামী সেই নীলিমায়
শোভা পায় হাসি হাসি!—অমনি আবার
মনে হয়—কোথা রামী?—নাই রামী আর!—
মেঘ আসি জ্যোৎস্না-রাশি ঢেকে দিয়ে যায়।
—ঢাকা যে রহে না তবু,—ফোটে পুনরায়,—
কত ছায়া—কত রূপ—কত প্রহেলিকা—
কত ভাব—কত চিত্র—খেয়াল ক্ষণিকা
ঘিরি চারিদিক—সে যে সব রামীময়!
কিন্তু কোথা রামী—কই?—যেন মনে হয়
নিঠুর-ঝটিকা-বায়ে নব-ইন্দ্র-ধনু
ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তার রূপ রেণু-অনু
মেঘে মেঘে ঝলকিছে;—অমিয়-কলসী
ঢেলে পড়ে গেছে যেন,—উঠিছে ঝলসি
বিন্দু-গুলি তৃণ-শিরে শিশিরের প্রায়!—
মন্দার-মালিকা যেন ছিঁড়ে গেছে হায়!—

একবিংশ সর্গ

মলিন কুসুম-গুলি ধূলায় গড়ায়,
সমীর আনন্দে যেন এখনো ছড়ায়
চারিদিকে গন্ধ তার। এমনি করিয়া
আঁধার কুটীরে রোগ শয্যায় পড়িয়া
চণ্ডী সেই ব্যথা-তপ্ত স্মৃতির আলোকে—
সুপ্তিচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন চেতনার লোকে
কাটাইল সারানিশি।
উষা ম্লানমুখী
দেখা দিল ধীরে আসি; পরদুখে দুখী
আর কেহ নাই। চণ্ডী তৃষায় কাতর;
কোথা জল ?—বেলা যবে দ্বিতীয় প্রহর,
নীলাম্বর এসে দেখে যায়। তারপর
প্রতিদিন আসে জ্বর বরষি তুষার;
চলে যায় অগ্নি ঢালি; দেহ অস্থিসার
অসাড় অচল; কিন্তু জীবন্ত পরাণ
দিন দিন;—নাহি গ্লানি—অক্লান্ত অম্লান,
বিমল হৃদয় ক্রমে, নাহি অবসাদ—
নব হর্ষ—নব আশা—জাগে নব সাধ।
সেদিন সঘনচ্ছায়া অপরাহ্ন বেলা,
প্রকৃতি প্রশান্ত স্নিগ্ধ; ঘনমেঘ-মেলা

মিলিতেছে দিকে দিকে আকাশে আকাশে
ঘোর কৃষ্ণ-আড়ম্বরে। কোথা হতে আসে
এত মেঘ?—নাহি শেষ!—আসে নব নব
সজল চঞ্চল!—আবরিছে সারা নভ
অবিচ্ছেদ-আস্তরণে,—দক্ষিণে পূরবে
সমস্ত উত্তর ব্যাপি; শুধু সগৌরবে
রক্ত-জবা-রক্ত করে করে আয়োজন
যেথায় অস্তের তরে উজ্জ্বল তপন
সেথায় যায় নি কেহ; সসম্ভ্রমে সবে
সুবর্ণ বসন পরি দাঁড়ায়ে নীরবে
সারি সারি! চণ্ডীদাস নিশ্চল অবশ
শয্যায় বিলীন দেহ। অপূর্ব্ব হরষ
চঞ্চল পরাণে জাগে; নব আন্দোলন
অভিনব আনন্দের; নিমীল-নয়ন
চণ্ডীদাস সেই স্ফূর্ত্তি করে বিলোকন
অন্তর-আলোকে। পুলক-পরশময়
কি যেন বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হয়
প্রাণ ভরি! হিমময়ী কুজ্ঝটিকা সব
কোথা উড়ে যায়; নব-কুসুম-সৌরভ
ভেসে ভেসে আসে; নির্ম্মল নীলকাশ;

একবিংশ সর্গ।

কিরণ উজ্জ্বল ধীরে পাইছে বিকাশ
আমার জগতে;—ইচ্ছা হয় যাই উড়ে,
বসন্ত-বিহগ আমি, দূরে—বহুদূরে,
অসীম আকাশে ভ্রমি সদা ঘুরে ঘুরে।
সকলি আনন্দময়, সকলি সুন্দর,
আশীষ-কল্যাণ ভরা নিত্য নিরন্তর
এ জীবন মোর। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দুঃখ-শোক
সব মধুময় যেন; আধি-ব্যাধি রোগ
সুন্দর সকলি।—সবি আনন্দ-পুলক
অফুরন্ত সুধা শুধু; সব বিফলতা
স্বর্ণ-ফল-প্রসূ আজি;—আশা-কল্প-লতা
দুলিতেছে নিরাশার মরুভূ-উষরে।
কিসের আনন্দ ?—কোন মঙ্গল-বাসরে
কোন শুভ-লগ্নে এই উৎসব-উল্লাস
হৃদয়-প্রাঙ্গনে মোর ?—সুষমা-বিন্যাস
থরে থরে ? কত ফুল কত আলো হাসি,
সঙ্গীতের কত খেলা – বীণা বেণু বাঁশী,
ঝঙ্কার মূর্চ্ছনা কত।—কেন—কেন আজ
এ অপূর্ব্ব পুণ্য-লীলা—এই স্বর্গ-সাজ ?
কে সে লীলাময়ী করি অন্তরে বিরাজ

রচনা করিছে সব ? কার ফুল্ল-হাসি
সকল সৌন্দর্য্যে আজি উঠিতেছে ভাসি ?—
কার রূপ বিশ্বময় আজ ?—কণ্ঠ-ধ্বনি
বীণার নিক্কণ জিনি উঠিতেছে রণি
কার আজি সকল সঙ্গীতে ? আজ কে যে—
ঝলকে ঝলকে খেলে দিব্য-আলোকেরে !—
সুবর্ণ-কিরণময়ী তরঙ্গিয়া ফেরে
জগৎ ব্যাপিয়া অই—চিনি নাকি—চিনি—
ও যে রামী !—গোলোকের আলোক-রূপিণী
জীবন-মরণ-ময়ী—সেই রামী মোর !
খুঁজিলাম এত তাবে।—একি ভ্রান্তি ঘোর !
এই যে—এই যে রামী—প্রাণ-সহচরী,
অনন্ত কালের বন্ধু—আছে প্রাণ ভরি—
বিরহ-বিহীন !—সে কি ছেড়ে যেতে পারে ?
জনমে জনমে আছে ;—জীবনের পারে
সঙ্গে যাবে—সখী মোর—প্রীতি-তরঙ্গিণী—
প্রেমের প্রতিমা—চির-প্রণয়-রঙ্গিণী—
মানসী চিন্ময়ী মোর—হৃদি-বিলাসিনী
সঞ্জীবনী প্রাণে মোর—শক্তি-বিকাশিনী—
তবু তারে খুঁজে মরি—হায় অন্ধ আমি !—

একবিংশ সর্গ।

রাধাময় আমি—মোর প্রাণময়ী রাধা—
তবু তারে ভুলে যাই !—আর ভুলিব না,
আঁখির দুয়ার দুটী আর খুলিব না !
মায়াবিনী এ ধরণী ভুলায় আমারে,
অকারণে দৃষ্টি-পথ রুধি বারে বারে
দাঁড়ায় সম্মুখে আসি নয়ন খুলিলে !—
—কই, কোথা—কিছু নাই এ বিশ্ব-নিখিলে !-
এই তো খুলেছি আঁখি।—একিরে একিরে—
সুনীল-অম্বর-পটে অই ধীরে ধীরে
ফুটে উঠে একি চিত্র !—কি সুন্দর ছবি !
অপূর্ব্ব যুগল-রূপ—যুগল-লহরী
প্রণয়ের !—কি উজ্জ্বল রসে ঢলঢল !
নবীন কিশোর-রূপ, নব-নীলোৎপল
জিনি কান্তি কন্দর্প-মোহন ! পীতাম্বরে
বিম্বিত ভানুর বর্ণ স্বচ্ছ সরোবরে।
বনফুলমালা দুলে নিপুণ-গাঁথনি
নীলমণিময় বুকে ; কৌস্তুভের মণি
শোভে তার মাঝে ; চারু রতন-খচিত
বিচিত্র-বরণ চূড়া পুচ্ছ-বিরচিত,
শোভিছে চাঁচর কেশে ; চন্দ্রক-নিকর

ঝলকে অলক সহ—কিবা মনোহর—
মৃদু-মন্দ সমীরণে ! শোভে বামভাগে
নবীনা কিশোরী রাধা—প্রেম-অনুরাগে
ডগমগ বিভোর মূরতি !—হরিপ্রিয়া
হরিছে হরির মন !—রসের অমিয়া
চপল নয়নে পরিবেশন নিয়ত
করিছে বঁধুরে অই !—মধুরিমা কত
মরি মরি—উপমা কোথারে ! পট্টবাস
কনক-বরণ ফুল্ল-চম্পক-আভাস
বিজলী-উজল দেহে ; শোভিছে উরসে
মোহন মণির হার ; হাসির সুরসে
স্ফুরিত অধর দল ; বঙ্কিম নয়নে
শ্যামের আনন পানে চাহিছে সঘনে
কৌতুক-রঙ্গিণী ; মুগ্ধ মধুপের মত
শ্যামের মুগধ দৃষ্টি মধুপানে রত
রাধার কমল-মুখে !—বাঁধিয়াছে দোঁহে
দুঁহু বাহু-পাশে ; মুগ্ধ আবেশের মোহে
পুলকিছে দুহু-তনু ! অলি মধু-লোভে
উড়ে উড়ে আসে যায় ; দুই পাশে শোভে
সখীগণ বাহু-বাঁধা-বাঁধি—মাঝখানে

একবিংশ সর্গ।

অরুণ-বসনা রামী—নিস্পন্দ-নয়ানে
হেরিছে যুগল-রূপ!--রামী গেছে ভুলে
চণ্ডীদাসে তার।—রামী, নিবিনারে তুলে
অভাগারে অই নিত্য-লীলা-নিকেতনে?
অই যে চাহিছে ফিরি—'চণ্ডী আছে মনে—
ভোলে নাই—অইযে ডাকিছে হাসি-মুখে!
যাই রামী—এই যাই—
অসহ্য পুলকে
মূর্চ্ছিত হইল চণ্ডী আবেগ-রভসে;—
হাত দুটী শয্যা-প'রে পড়িল অবশে।
সহসা কুটীর দ্বারে উন্মাদ-চঞ্চল,
বিস্রস্ত-বসন, আলুলায়িত-কুন্তল,
পাংশু-মুখ, শীর্ণ-দেহ, দীপ্তিময় আঁখি,
আসিল ছুটিয়া রামী—প্রবেশিল ডাকি—
"প্রিয়—প্রিয়তম, চেয়ে দেখ আমি রামী,
তোমার চরণতলে—" গেছে বুঝি থামি
হৃদয়-স্পন্দন—চণ্ডী দিল না উত্তর।
বন্যার উচ্ছ্বাস সম ভাঙ্গিয়া পঞ্জর
রামীর হৃদয় যেন আসিল ছুটিয়া;—
আজন্মের সংস্কার সঙ্কোচ টুটিয়া

কোথায় ভাসিয়া গেল!—পড়িল লুটিয়া
চণ্ডীর বক্ষের পরে—রামী উন্মাদিনী।
বাহু-পাশে জড়াইয়া বক্ষ মাঝে আনি,
উন্মত্ত-সোহাগে রামী করিল ধারণ
সে দেহ কঙ্কালময়;—শাসন-বারণ
ব্রীড়া-লজ্জা নাহি প্রাণে! করিয়া মন্থন
সমস্ত অন্তর-রাজ্য ঘূর্ণ-প্রভঞ্জন
দুর্নিবার্য্য অন্ধ-বেগে আজি প্রবাহিত!
কোন দ্বিধা-সংশয়ের বন্ধন নাহি ত
কোথায়ো আজিকে—বজ্র-তেজে দগ্ধ সব!
বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ-কণা—আবেগ-সম্ভব
চমকিছে চিত্ত ব্যাপি—জ্বলদংশু-বিভা
জ্বলিছে আননে—রামী তীব্রানল-নিভা—
অশ্রুহীন ভাষা হীন।—দৃঢ়তর বলে
চণ্ডীরে করিছে মগ্ন অগ্নি বক্ষ তলে,
সঞ্জীবিতে সঞ্চারিয়া প্রাণের অনল,—
হানিয়া নিস্পন্দ দেহে বিদ্যুৎ-চঞ্চল
উদ্দীপনা-শিখা!—বহুক্ষণে ধীরে ধীরে
সে তড়িৎ-তেজঃ-স্পর্শ চণ্ডীর শরীরে—
শিরা উপশিরা মাঝে করিয়া প্রবেশ

জ্বালাইল ক্ষীণজ্যোতি জীবনের লেশ।
খুলিল নয়ন ধীরে ;—সুখ-স্বপ্ন সম
রামীরে দেখিল বক্ষে;—স্বামী ঘনতম
আলিঙ্গনে বাঁধিয়াছে! চণ্ডীর হৃদয়
কাঁপিল না—জাগিল না মানসে বিস্ময় ;—
স্থির শান্ত প্রাণ ; স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-নিরমল
রক্ত-হীন শুভ্র মুখ ;—নয়ন-যুগল
স্থাপিয়া রামীর মুখে চণ্ডী নিরখিল—
সেই মুখে রাখিয়াছে এ বিশ্ব-নিখিল
তাহার সকল শোভা—সকল আলোক!—
সেই মুখ—সেই রামী!—
"সব দুঃখ-শোক
শেষ হইয়াছে রামী—প্রাণময়ী—আসি,
আসি আজ—প্রিয়তমে, আনন্দের হাসি
হাসিয়া বিদায় দাও—বাঁধিও না আর।—
তুমিও আসিও ত্বরা ;—আনন্দ অপার
সেই আলোকের দেশে ;—তোমা ছাড়া প্রিয়া,
একা একা তবু আমি থাকিব কি নিয়া?
—তুমি এস—" ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিতে কহিতে
টলিল রসনা—চণ্ডী মুদিল নয়ন।

ত্যজিয়া চণ্ডীর দেহ চাহিল তখন
চারিদিকে হৃত-প্রাণা রামী একবার,—
আসিছে জগৎ জুড়ি ঘন অন্ধকার—
অন্তহীন অমানিশা যেন।—গ্রাসিয়াছে
মেঘদল আকাশ ভূতল;—আসিয়াছে
ভৈরব ঝটিকা উঠি;—তীক্ষ্ণ-তীর-ধারে
নামে বৃষ্টি ঘনঘোর ধরা প্লাবিবারে
আকাশ ভাঙ্গিয়া।—ঘন ঘন গরজন,—
বিদ্যুৎ-চমকে অই অগ্নি বরষণ—
প্রকম্পন দিকে দিকে।—সন্ত্রাসিত চিত
চণ্ডীর হৃদয়ে রামী হইল মূর্চ্ছিত,
বিভীষিকা-সমাকুল করি দরশন
সংহারিণী প্রকৃতির মুরতি ভীষণ!

ইতি চণ্ডীদাস-কাব্য-সমাপ্ত

সূচীপত্র

সর্গ ও বিষয়		পত্রাঙ্ক
১ম সর্গ	মন্দির	১
২য় সর্গ	স্মৃতি	৪
৩য় সর্গ	ছায়া	১০
৪র্থ সর্গ	সুখ-দুঃখ	১৩
৫ম সর্গ	গণপতি	২১
৬ষ্ঠ সর্গ	জিজ্ঞাসা	২৬
৭ম সর্গ	স্বীকার	৩২
৮ম সর্গ	সহানুভূতি	৩৭
৯ম সর্গ	স্বরূপ	৪৪
১০ম সর্গ	বসন্ত	৪৯
১১শ সর্গ	অসংযম	৫৬
১২শ সর্গ	বিশালাক্ষী	৬৪
১৩শ সর্গ	রস-বৈচিত্র্য	৭৫
১৪শ সর্গ	ভাব	৮৭
১৫শ সর্গ	প্রীতি	৯৬
১৬শ সর্গ	[illegible]ত্তি	১০৭
১৭শ সর্গ	সংসার	১২৫
১৮শ সর্গ	প্রতিষ্ঠা	১৩৫
১৯শ সর্গ	শক্তি	১৪৭
২০শ সর্গ	সন্ধান	১৫৯
২১শ সর্গ	মিলন	১৬৬